গণতান্ত্রিক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতির অভিযাত্রা

জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৬-২৭

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী এম.পি.
মন্ত্রী
অর্থ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩
১১ জুন ২০২৬

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা... ১

দ্বিতীয় অধ্যায়: অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট..৯

(ক) সামষ্টিক অর্থনীতির তুলনামূলক চিত্র... ৯

(খ) বৈশ্বিক ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তার প্রভাব (মধ্যপ্রাচ্য সংকট)........১৬

তৃতীয় অধ্যায়: সরকারের মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল.................. ২০

(ক) সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ২০

(খ) বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন.. ২৫

(গ) আর্থিক খাতের সংস্কার.. ২৬

(ঘ) জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ২৯

(ঙ) কর্মসংস্থান.. ৩০

(চ) সুশাসন.. ৩১

(ছ) অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন ৩২

চতুর্থ অধ্যায়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট............................. ৩৪

পঞ্চম অধ্যায়: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট.............................৩৬

ষষ্ঠ অধ্যায়: খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার ৪০

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন ৪১

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ.. ৪৬

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ৫৫

সামাজিক নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ৬১

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত.. ৬৭

আইসিটি, টেলিযোগাযোগ ও বিজ্ঞান গবেষণা.................................... ৭৩

কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন ৭৮
ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির বিকাশ ৮৪
বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্য ৮৮
স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন ৯৩
যোগাযোগ অবকাঠামো ৯৬
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন..১০৩
পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ১০৭
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা...১০৯
নারী ও শিশু উন্নয়ন.. ১১১
ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি..১১৩
সপ্তম অধ্যায়: রাজস্ব খাত সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ১১৫
আয়কর সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তাবনা..১১৬
আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর ১২৬
মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবনা ১৫১
অষ্টম অধ্যায়: বিনিয়ন্ত্রনকরণ (Deregulation)-এর মাধ্যমে ব্যবসা সহজীকরণ ১৬০
নবম অধ্যায়: উপসংহার... ১৭৮

সারণিসমূহের তালিকা

পরিশিষ্ট ক : বাজেট বরাদ্দ সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি ক-১: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ...................... ১৭৯
সারণি ক-২: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো....................... ১৮০
সারণি ক-৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র খাতওয়ারি বিভাজন.................. ১৮১
সারণি ক-৪: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ................................ ১৮৩
সারণি ক-৫: মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ.................................... ১৮৬

পরিশিষ্ট খ : আয়কর সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি ১: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করমুক্ত আয়ের সীমা...... ১৮৯
সারণি-২: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের জন্য করধাপ ও করহার.... ১৯০
সারণী-৩: কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ফার্ম, ট্রাস্ট ও অন্যান্য করদাতার করহার................ ১৯১

পরিশিষ্ট গ : আমদানি রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহ

সারণি-১(ক) থেকে সারণি-৮(গ).. ১৯৩-২৩৪

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাননীয় স্পিকার

আসসালামু আলাইকুম।

০১। দীর্ঘ দেড় দশকের ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লড়াইয়ের ধারাবাহিকতায় ২০২৪-এ ছাত্র-জনতার রক্তক্ষয়ী গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আবার নতুন করে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করেছে। এই যাত্রা পেরিয়ে ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিএনপির নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে। সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে আমি আজ এই মহান সংসদে আমাদের প্রথম বাজেট প্রস্তাবনা উত্থাপনের জন্য দাঁড়িয়েছি।

০২। শুরুতেই বিনম্র শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর শহিদদের এবং নির্যাতিত নারী-সহ সকল আত্মত্যাগী মানুষদের। একই সাথে স্মরণ করছি স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দীর্ঘ সংগ্রামে আত্মদানকারী সকল শহীদ এবং গুম-খুন-হামলা-মামলা ও গুলিবর্ষণের শিকার সকল আহত যোদ্ধাকে, যাদের আত্মত্যাগ আমাদের জাতীয় জীবনে গণতন্ত্র, অধিকার ও নতুন আশার দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

মাননীয় স্পিকার

০৩। দেশ ও জনগণের প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং পরবর্তীতে দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি বরাবরই জনগণের

আশা-আকাঙ্ক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়েছে। বিগত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে জেঁকে বসা ফ্যাসিবাদি শাসনের বিরুদ্ধেও এদেশের মানুষের দীর্ঘ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে বিএনপি। ২০১৬ সালের ভিশন ২০৩০, ২০২২ সালের রাষ্ট্র মেরামতের ২৭ দফা এবং ২০২৩ সালের যুগপৎ আন্দোলনের ৩১ দফার ভিত্তিতে বিএনপির নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে সেটিই ফ্যাসিবাদ-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের জমিন তৈরি করেছে। এই জমিনের ওপর দাঁড়িয়েই সংঘটিত হয়েছে ২০২৪-এর ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংস্কার, মেরামত ও রূপান্তরের ৩১ দফার পথ ধরে বিএনপি গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে আরও সম্প্রসারিত প্রস্তাব জুলাই জাতীয় সনদে উপস্থাপন করেছে। আমরা যে জুলাই জাতীয় সনদ স্বাক্ষর করেছি সেটা অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করার ঘোষণাও ইতোমধ্যে তিনি জাতির সামনে দিয়েছেন।

০৪। অনেক আগে থেকেই বিএনপি এই রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নকে সামনে এনেছে এই কারণে যে ফ্যাসিবাদ দেশে অর্থনীতির যে বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে, সমাজ-সংস্কৃতির বুনন (socio-cultural fabric) যেভাবে ধ্বংস করেছে তাতে এর পুনরুদ্ধার ও একে পুনরায় গতিশীল করা রাজনৈতিক সংস্কার ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও একই সাথে মনে রাখা দরকার অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ণ (Economic Democratisation) অর্থাৎ সব মানুষের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং মানবিক বিবেচনাসম্পন্ন সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠা ছাড়া এই রাজনৈতিক সংস্কার টেকসই হবে না।

০৫। ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ২০০১-২০০৬ সময়ে বিএনপি সরকারের দূরদর্শী ও কল্যাণমুখী অর্থনৈতিক দর্শনের কারণে অর্থনীতির মূল সূচকগুলো ইতিবাচক ধারায় ছিল। কিন্তু বিগত ফ্যাসিবাদী সরকার রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে অর্থনীতিতে সীমাহীন

দুর্নীতি ও লাগামহীন লুটপাটের মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠানকে অকার্যকর ও ধ্বংস করেছে। তথাকথিত উন্নয়নের স্লোগান দিয়ে মূলত লুটপাট ও অর্থ পাচারের মাধ্যমে অর্থনীতির মৌল ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছে। এই অবস্থার কেবল পুনরুদ্ধারই নয়, একে উত্তরণ ও সমৃদ্ধ পুনর্গঠনের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিএনপি'র ওপরে জনগণ যে ভরসা রেখেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বর্তমান সরকার সেই দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে।

০৬। আর সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্যই রাজনীতি ও অর্থনীতির পুনর্গঠনের অন্যতম প্রধান শর্ত হিসেবে আমরা জাতীয় বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়নকে কেবলমাত্র সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ না, বরং আমাদের দেশকে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আমাদের অমিত অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়ণের পথ-নকশার অংশ হিসেবে বাজেট উপস্থাপন করছি। আমাদের প্রস্তাবিত বাজেট হবে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের জন্য নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও মর্যাদাশীল জীবন নিশ্চিতকরণে সরকারের অভিপ্রায়ের একটি প্রতিফলন।

মাননীয় স্পিকার

০৭। আগেই উল্লেখ করেছি ফ্যাসিবাদী শাসনামলে অর্থনৈতিক নীতি ও পরিকল্পনায় বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষুদ্র দলীয় ও গোষ্ঠীগত দুরভিসন্ধিই ছিল প্রধান প্রবণতা। ফলে একদিকে- এদেশের খেটে খাওয়া মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ-সম্পদ দুর্নীতি ও দুরবৃত্তায়নের মাধ্যমে মুষ্টিমেয় লুটেরাদের হস্তগত হয়েছে এবং বিদেশে পাচার করা হয়েছে। অন্যদিকে- সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যর্থতাগুলোকে ঢাকা হয়েছে মিথ্যা পরিসংখ্যান ও কথার ফুলঝুরি দিয়ে।

০৮। ফলে কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র গঠনের মূল চালিকা শক্তি অর্থাৎ অর্থনৈতিক ইঞ্জিন বিগত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ক্রমেই দুর্বল হতে হতে একেবারে ধ্বংস হয়েছে।

আমরা সেই ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকেই নতুন যাত্রার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে চাইছি। নির্বাচনী ইশতেহারে আমরা- গণতন্ত্র, জবাবদিহিতা, সুশাসন, ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক সুযোগের বিস্তারের ওপর জোর দিয়ে একটি মানবিক, গণতান্ত্রিক ও কল্যাণমুখী বাংলাদেশ গড়ে তোলার রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলাম। সরকার গঠনের পর দ্রুততম সময়ের মধ্যে সে লক্ষ্যে আমরা ইতিমধ্যে কাজও শুরু করেছি।

মাননীয় স্পিকার

০৯। জনগণের গৌরবময় গণঅভ্যুত্থানের ফলশ্রুতিতে তৈরি হওয়া নতুন গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে আমাদের এই অনন্য অভিযাত্রার শুরুতেই ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার জেরে আমরা নতুন ও তীব্রতর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছি। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতির পাশাপাশি গোটা বিশ্বে যে নতুন রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মেরুকরণের বাস্তবতা তৈরি হয়েছে তা গোটা বিশ্বকে এবং বিশেষ করে আমাদেরকে বড় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। দেশের অর্থনীতির ভগ্নদশার পাশাপাশি বৈশ্বিক অস্থিরতায় তৈরি হওয়া নতুন ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার প্রত্যয়কে কেন্দ্রে রেখেই আমরা এবারের বাজেটে- স্থিতিশীলতা, বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও সর্বোপরি ন্যায্যতাকে মূল বিবেচনায় নিয়ে পরিকল্পনা করেছি, সামষ্টিক কৌশল নির্ধারণ করেছি।

১০। আমরা বিশ্বাস করি, এই পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত হবে। একই সাথে অর্থনীতির গণতন্ত্রায়নের মাধ্যমে জনমিতিক লভ্যাংশ (Demographic Dividend) ও দীর্ঘজীবিতা লভ্যাংশ (Longevity Dividend) এর সুযোগ কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক লভ্যাংশও (Democratic Dividend) অর্জন করবে।

সেই লক্ষ্যের আলোকে আগামী অর্থবছরে মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ৬.৫ শতাংশে উন্নীত করার পাশাপাশি অর্থনীতিতে টেকসই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা মানুষের জীবনযাত্রায় স্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়ে আনতে চাই। এ জন্য সরকার ১০টি প্রধান অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে বাজেট প্রস্তাব দাঁড় করিয়েছে-

(১) সবার জন্য উন্নয়ন: আমাদের লক্ষ্য সর্বজনের, সর্বশ্রেণীর, সর্বখাতের, সকল অঞ্চলের সুষম অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করে বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

(২) সবার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা: সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার হিসেবে বাস্তবমুখী দক্ষতা-নির্ভর ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে যোগ্য মানব সম্পদে পরিণত করা। দ্বিতীয়ত, মৌলিক অধিকার হিসেবে সবার জন্য মানসম্মত সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

(৩) সর্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা: সর্বজনীন জীবনচক্রভিত্তিক (Life Cycle Based) সুরক্ষা বলয় গড়ে তুলতে সকল বয়সের, সকল স্তরের নাগরিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি মজবুত করা।

(৪) বিনিয়োগ-নির্ভর, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনমুখী অর্থনীতি: পরিকল্পিত শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণের মাধ্যমে উদ্যোক্তা তৈরি এবং যুবসমাজের জন্য কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা। কৃষিকে উৎপাদন, জীবিকা ও জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার কৌশলগত খাত হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation) এবং সাশ্রয়ী ও সহজিকৃত ব্যবসার পরিবেশ: বিনিয়ন্ত্রণকরণের মাধ্যমে সরকারি কাজে বিলম্ব ও অপ্রয়োজনীয় ধাপ পরিহার করে একটি স্বচ্ছ, সহজ ও সাশ্রয়ী ব্যবসা-সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা।

(৬) আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা: ব্যাংক ও আর্থিক খাতের শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাদিহীতা প্রতিষ্ঠা করে আমানতকারীদের আস্থা ও দায়বদ্ধতা ফিরিয়ে আনা। পুঁজিবাজার সংস্কারের মাধ্যমে বিনিয়োগ উৎসাহ প্রদান।

(৭) জ্বালানি নিরাপত্তা: উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিতের পাশাপাশি সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, পরিবেশবান্ধব বিদ্যুৎ-জ্বালানি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আত্মনির্ভরশীল জ্বালানি নিরাপত্তা গড়ে তোলা।

(৮) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিকাশ: একটি ভবিষ্যৎমুখী, গতিশীল ও প্রকৃত অর্থে প্রযুক্তিগতভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ে তোলার মাধ্যমে বাংলাদেশকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান আইসিটি রপ্তানিকারক দেশে রূপান্তর করা।

(৯) প্রাণ, প্রকৃতি, পরিবেশ ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা: জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত থেকে দেশকে রক্ষা ও জীববৈচিত্র্য সুরক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণে বনায়নকে একটি সবুজ বিপ্লবে রূপান্তর, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পরিবেশগত বিবেচনার পাশাপাশি, নদীসমূহের নাব্যতা ফিরিয়ে আনা এবং খাল খনন কর্মসূচি পুনরায় শুরু করার মাধ্যমে একটি টেকসই, সবুজ ও পরিবেশ-সহনশীল বাসযোগ্য ভবিষ্যৎ গড়ে তোলা।

(১০) স্বচ্ছ, দক্ষ ও জবাবদিহিপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা: টেকসই রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মেধাভিত্তিক ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ বাস্তবায়ন দক্ষ ও কার্যকর করে তোলা।

মাননীয় স্পিকার

১১। এই সব অগ্রাধিকারের পাশাপাশি মূলধারার অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি (Creative Economy), ক্রীড়া অর্থনীতি (Sports Economy), সবুজ অর্থনীতি (Green Economy) এবং সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy)-এর মত খাতগুলোকে আমরা জাতীয় অর্থনীতির একেবারে কেন্দ্রে নিয়ে আসতে চাই।

১২। বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে এবং বাজেটের অগ্রাধিকার নির্ধারণে ও বাস্তবায়নে আমরা নীতিগতভাবে প্রধান বিবেচনায় রাখছি- ০১) ভ্যালু ফর মানি (Value for Money) অর্থাৎ সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার, ০২) রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট (Return on Investment) অর্থাৎ জনগণের সম্পদ যেসকল প্রকল্পে বিনিয়োজিত হচ্ছে তার কার্যকর অর্থনৈতিক সুফল মূল্যায়ন, ০৩) কর্মসংস্থান সৃষ্টি (Job Creation) অর্থাৎ সরকারের বিনিয়োগের সুনির্দিষ্টভাবে কর্মসংস্থান তৈরিতে ভূমিকা এবং ০৪) পরিবেশগত বিবেচনা (Environmental Consideration) অর্থাৎ প্রাণ-প্রকৃতি-পরিবেশ সুরক্ষার দিকে সজাগ দৃষ্টি।

মাননীয় স্পিকার

১৩। বর্তমান সরকার ইতিমধ্যেই মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব করে একটি প্রতিযোগিতামূলক, উৎপাদনশীল, ন্যায়ভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও

মর্যাদাবান বাংলাদেশের ভিত রচনার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই বাজেটে তার প্রাথমিক পদক্ষেপগুলোকেই আমরা প্রতিফলিত করেছি। আমরা আত্মবিশ্বাসী যে, এই বাজেট উন্নয়নকে বৈষম্যহীন, কর্মসংস্থানকে নিরাপদ ও শোভন, রাষ্ট্রকে জবাবদিহিতামূলক, এবং সকল শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের উন্নয়নের অভিযাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আগামী এক বছরের নীতি-পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

১৪। এ পর্যায়ে আমি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির তুলনামূলক চিত্র এবং বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর মধ্যপ্রাচ্য সংকট হতে উদ্ভূত ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে মহান জাতীয় সংসদকে অবহিত করতে চাই। উদ্দেশ্য, দেশের মানুষ যে অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে দিনযাপন করছেন, তার একটি স্পষ্ট চিত্র ফুটিয়ে তোলা।

(ক) সামষ্টিক অর্থনীতির তুলনামূলক চিত্র

প্রকৃত খাত: প্রবৃদ্ধি, উৎপাদন, বিনিয়োগ ও মূল্যস্ফীতির প্রবণতা

মাননীয় স্পিকার

১৫। বিগত কয়েক বছর বাংলাদেশের অর্থনীতি বহুমুখী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। নানামুখী চাপ, অস্থিরতা ও প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে অর্থনীতিকে এগোতে হয়েছে। বিএনপি সরকারের সর্বশেষ অর্থবছর অর্থাৎ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ৬.৭৮ শতাংশ। এই প্রবৃদ্ধি এসেছিল উৎপাদন খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে। সে সময়ে অর্থনীতি ছিল স্থিতিশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ; বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে ছিল কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য। কিন্তু পরবর্তীতে পতিত সরকারের সময়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরে তা ৫.৭৮ শতাংশে এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৪.২২ শতাংশে নেমে আসে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির গতি আরও শ্লথ হয়ে ৩.৪৯ শতাংশে নেমে এসেছে। এতে স্পষ্ট হয় যে, চরম দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার পাশাপাশি উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক খাতের চাপ, আর্থিক খাতের দুর্বলতা, বেসরকারি বিনিয়োগে অনিশ্চয়তা এবং মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস, এসবের সম্মিলিত প্রভাবে অর্থনীতির ভিত দুর্বল হয়ে পড়েছিল। উচ্চ সুদহার, জ্বালানি অনিশ্চয়তা, আর্থিক খাতে আস্থার সংকট এবং সুশাসনের অভাবে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাশিত গতি পায়নি। একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের খরচ সামলানো আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

মাননীয় স্পিকার,

১৬। বাংলাদেশে আধুনিক ও বিনিয়োগবান্ধব অর্থনীতি বিনির্মাণের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল বিএনপি সরকারের হাত ধরে। ১৯৮০ সালে বিএনপি'র সময়ে Foreign Private Investment (Promotion and Protection) Act, 1980 ও Bangladesh Industrial Investment (Promotion and Protection) Act, 1980 প্রণীত হয়েছিল, যা আজও বাংলাদেশে দেশী ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সুরক্ষায় প্রধান আইনি ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও উক্ত সময়ে বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা প্রত্যাহার, তৈরি পোশাক খাতের বিকাশে যুগান্তকারী 'ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি' ও বন্ডেড ওয়্যার হাউস সুবিধা প্রদান ও জনশক্তি রপ্তানির সূচনা হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৯৯১ সালে 'মূল্য সংযোজন কর' (VAT) প্রবর্তন বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কাঠামোগত আমূল পরিবর্তন এনেছিল।

মাননীয় স্পিকার

১৭। উচ্চ মূল্যস্ফীতি সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ১১.৬৬ শতাংশে পৌঁছায়; খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ১৪.১০ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর অভিঘাত সবচেয়ে বেশি পড়ে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের মানুষের জীবনে। তাদের প্রকৃত আয় কমে যায়, সঞ্চয় ক্ষয় হতে থাকে, এবং সংসারের নিত্যব্যয় মেটানো ক্রমেই কঠিন হয়ে ওঠে। অথচ ২০০৫-০৬ সময়ে মূল্যস্ফীতি ছিল তুলনামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে অর্থাৎ ৭.১৭ শতাংশ।

রাজস্ব খাত: কর-জিডিপি অনুপাত, রাজস্ব সংগ্রহ, ব্যয় ও ঘাটতির চিত্র

মাননীয় স্পিকার,

১৮। রাজস্ব খাতের দুর্বলতা আমাদের অর্থনীতির গভীর সমস্যাগুলোর একটি। বহু বছর ধরেই কর-জিডিপি অনুপাত নিম্ন পর্যায়ে রয়ে গেছে; এখনও তা ৮ শতাংশের নিচে অবস্থান করছে, যা সমপর্যায়ের অনেক দেশের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম।

এর অর্থ হলো, সরকারের আয় বাড়ানোর সক্ষমতা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। উন্নয়ন ও জনকল্যাণে ব্যয়ের চাহিদা যত বেড়েছে, রাজস্ব আহরণ ততটা বাড়েনি, ফলে ঘাটতি অর্থায়নের উপর চাপ বেড়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে মোট রাজস্ব আহরণ হয়েছে ৩ লক্ষ ৮২ হাজার ৮৯৬ কোটি টাকা, যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৯.৮৭ শতাংশ বেশি। উক্ত সময়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মাধ্যমে আদায় হয়েছে ৩ লক্ষ ২৯ হাজার ৭৭২ কোটি টাকা। এই অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক কম, যা সরকারের আর্থিক ভারসাম্যকে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করছে।

১৯। শুধু সম্পদ আহরণেই নয়, বাজেট বাস্তবায়নেও সক্ষমতার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে মোট বাজেটের আকার ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা থাকলেও আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে তা নির্ধারণ করা হয় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। তারপরও বাস্তবায়ন সীমাবদ্ধতার কারণে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে বাজেটকে সংশোধন ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হয়েছে, যা প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নেয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক নয়। উল্লেখ্য, চলতি অর্থবছরের এপ্রিল পর্যন্ত ১০ মাসে মোট ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৬০ শতাংশ; এক্ষেত্রে উন্নয়ন ব্যয়ের বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র ৪০.৭ শতাংশ। এ অভিজ্ঞতা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কেবল উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করাই যথেষ্ট নয়; রাজস্ব আহরণ, ব্যয় পরিকল্পনা এবং বাজেট বাস্তবায়নের মধ্যে বাস্তবসম্মত ভারসাম্য নিশ্চিত করাও জরুরি।

মাননীয় স্পিকার,

২০। আমি উল্লেখ করতে চাই, ২০০৫-০৬ সালে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ছিল ৮.২ শতাংশ এবং ব্যয় ছিল জিডিপি'র ১১.১ শতাংশ। ফলে বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপির ২.৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ে অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও ভুল নীতির কারণে দীর্ঘ ১৭ বছরেও রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পায়নি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরেও রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত ৮.২ শতাংশ ছিল। অন্যদিকে, একই সময়ে

ব্যয়ের পরিমান বেড়ে দাঁড়িয়েছে জিডিপি'র ১২.৩ শতাংশে, ফলে বাজেট ঘাটতি বেড়ে জিডিপি'র ৪.০৫ শতাংশ হয়েছে। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির চেয়ে সরকারি ব্যয়ের পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় বাজেট ঘাটতি কমানো যাচ্ছে না, যা সরকারের আর্থিক ব্যবস্থাপনায় চাপ সৃষ্টির পাশাপাশি, সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি বৃদ্ধি ও ঋণ স্থিতির টেকসই মাত্রাকে ক্রমান্বয়ে অবনমন করছে।

২১। বাজেট ঘাটতি পূরণে সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় উৎস থেকেই অর্থের সংস্থান করতে হয়েছে। ২০০৬ সালে বৈদেশিক ঋণ ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা, যা ২০২৪ সালে বেড়ে ৮ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। আমাদের রেখে যাওয়া অভ্যন্তরীণ ঋণ ৬৫ হাজার কোটি থেকে প্রায় ১৬ গুণের বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার কোটি টাকায় যা সত্যিই উদ্বেগের। সুদ ব্যয় ২০০৫-০৬ সালে ৮ হাজার ৫০০ কোটি টাকা থেকে ১৩ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩-২৪ সালে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে।

মুদ্রা ও আর্থিক খাত: মুদ্রানীতি, আর্থিক শৃঙ্খলা ও পুঁজিবাজার

মাননীয় স্পিকার,

২২। উচ্চ মূল্যস্ফীতির চাপ মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংককে কঠোর মুদ্রানীতি অনুসরণ করতে হয়েছে। তদনুযায়ী নীতি সুদহার ক্রমান্বয়ে ১০.০ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে এবং এর প্রভাব আন্তঃব্যাংক লেনদেনের সুদহারেও প্রতিফলিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহের প্রবৃদ্ধি সংকোচনের কারণে সামগ্রিক চাহিদার ওপর কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আনা সম্ভব হলেও ঋণের ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় উৎপাদন ও বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই চাপ সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (M2) প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৩ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩.৯ শতাংশ, যা অর্থনীতিতে প্রাণশক্তির ইঙ্গিত দেয়। পক্ষান্তরে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এই চিত্র সম্পূর্ণ বদলে যায়। M2 প্রবৃদ্ধি কমে দাঁড়ায় মাত্র ৭.৭ শতাংশ এবং রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৯ শতাংশ। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ১৮.৩ শতাংশ থেকে অনেক কমে ২০২৪-২৫ এ ৬.৫ শতাংশে নেমে এসেছে।

২৩। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আর্থিক খাতের যে বাস্তব অবস্থা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। দীর্ঘদিনের অনিয়ম, প্রভাবনির্ভর ও বেনামি ঋণ প্রদান, অস্বচ্ছতা, পুনঃতফশিলিকরণ সুবিধার অপব্যবহার এবং বিধি-বিধানের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকৃত খেলাপি ঋণের চিত্র আড়াল করে রাখার প্রবণতা ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিতকে দুর্বল করে দিয়েছে। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের হার ছিল ১৩.৬ শতাংশ, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকে বেড়ে ৩৫.৭৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যার পরিমাণ প্রায় ৬ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি টাকা। এর পরিণতিতে অনেক ব্যাংকে তারল্য সংকট দেখা দিয়েছে, আমানতকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন হয়েছে, এবং কিছু কিছু ব্যাংকের ক্ষেত্রে পুনর্গঠন (Resolution) অথবা একীভূতকরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ২০০৫ সালে সামগ্রিক ব্যাংকিং খাতে মূলধন পর্যাপ্ততা (Capital Adequacy Ratio) ছিল ৭.৩ শতাংশ, ২০২৫ সালের শেষে ঋণাত্মক অর্থাৎ -২.৬৪ শতাংশে নেমে আসে। ফলে ব্যাংক ব্যবস্থার উপর আমানতকারীদের আস্থা ক্ষুণ্ন হওয়ার পাশাপাশি তাদের জমানো অর্থ যথাসময়ে ও প্রয়োজনের সময় ফেরত না পেয়ে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্ভোগের মধ্যে পতিত হয়েছে।

২৪। লুটপাট, অব্যবস্থাপনা, স্ক্যাম ও ভুল নীতি গ্রহণের মাধ্যমে পুঁজিবাজারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস এবং এর উপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা পুরোপুরি নষ্ট করা হয়েছে। বিএনপি সরকার যত বার এদেশে সরকার পরিচালনা করেছে কখনোই ব্যাংক, আর্থিক খাতসহ পুজি বাজারে কোন সংকট সৃষ্টি হয়নি। জানুয়ারি ২০২৪ শেষে মোট বাজার মূলধন ছিল ৭ লক্ষ ৫১ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা; এপ্রিল ২০২৬ শেষে তা কমে ৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ১১৯ কোটিতে নেমে এসেছে। একই সময়ে ডিএসইর প্রধান সূচক ৬,১৫৩ থেকে কমে ৫,২৮৭-এ দাঁড়িয়েছে। এই প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, পুঁজিবাজারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, গভীরতা এবং দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের উপযোগী কাঠামো এখনো যথেষ্ট শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারেনি।

বহিঃখাত: বাণিজ্য, প্রবাস আয়, রিজার্ভ ও লেনদেনের ভারসাম্য

মাননীয় স্পিকার,

২৫। ২০০৫-০৬ সালে রপ্তানি ও আমদানির প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২১.৬ ও ১২.২ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ২০২৩-২৪ সালে সূচক দুটিরই প্রবৃদ্ধি ছিল ঋণাত্মক (-)। ২০০৫-০৬ সালে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হায় ৬৮ টাকা হতে ২০২৩-২৪ বেড়ে ১২২ টাকায় পৌঁছেছে, যা বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য ও বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে প্রভাব ফেলছে।

মাননীয় স্পিকার,

২৬। আমাদের রপ্তানি সীমিত কয়েকটি পণ্য এবং স্বল্প সংখ্যক বাজারের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল হওয়ায় বহিঃখাত ঝুঁকিতে রয়েছে। এছাড়াও স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের পর আমাদের নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হবে। তখন শুল্কসুবিধা, বাজারে বিশেষ প্রবেশাধিকার এবং স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত নানাবিধ নীতি ছাড় ধীরে ধীরে কমে আসবে। তাই এখন থেকেই আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। পণ্যের বৈচিত্র্য বাড়ানো, গুণগত মান উন্নত করা, নতুন বাজারে প্রবেশ, বাণিজ্য চুক্তিতে অগ্রগতি, বন্দর ও শুল্ক ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানিকে আরও প্রতিযোগিতামূলক করে তোলা, এসব বিষয়ের উপর জোর দেওয়া ছাড়া বিকল্প নেই। এ বাস্তবতায় আমাদের সরকার LDC Graduation অন্ততঃ ৩ বছর পিছিয়ে দেয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে করে এ বর্ধিত সময়ে প্রয়োজনীয় কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করা যায় এবং একটি মসৃণ ট্রানজিশন সম্ভব হয়।

সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা ও সুদ ব্যয়

মাননীয় স্পিকার,

২৭। সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা সরকারের টেকসই ঋণ ব্যবস্থাপনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। বিগত দেড় দশকে অর্থনীতির এ জায়গাটি মারাত্মক সংকটে পতিত হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে বর্ধিত ব্যয়ে ঋণনির্ভর অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প গ্রহণ সরকারের আর্থিক সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে সংকুচিত করেছে। ২০০৬ সালে সরকারের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ আমরা রেখে গিয়েছিলাম মাত্র ১ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকায়, ফ্যাসিবাদী সরকারের পতনের সময় ৩০ জুন ২০২৪ সালে তা ৬ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৮ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকায় যা সত্যিই উদ্বেগের। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে আমাদের রেখে যাওয়া ৬৫ হাজার কোটি টাকার ঋণ প্রায় ১৬ গুণের বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার কোটি টাকায় যা সত্যিই উদ্বেগের। সরকারের সুদ ব্যয়ের চিত্র সবচেয়ে উদ্বেগজনক। ২০০৫-০৬ সালে যেখানে সুদ পরিশোধ ছিল মাত্র ৮হাজার ৫০০ কোটি টাকা, ২০২৩-২৪ সালে সেটা ১৩ গুণের বেশী বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭০০ কোটি । এর কারণে সরকারি ঋণের Sustainability এর উপর চাপ সৃষ্টি করছে।

২৮। লাগামহীনভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের নামে ঋণ গ্রহণের কারণে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ বিশ্লেষণ অনুযায়ী বাংলাদেশের ঋণ ধারণ ক্ষমতা (Debt Carrying Capacity) ক্রমাগত দুর্বল হয়েছে। আইএমএফ তাদের Debt Sustainability Report-এ বাংলাদেশের ঋণমান আমাদের রেখে যাওয়া 'নিম্ন' ঝুঁকি ক্যাটাগরি হতে 'মধ্যম' ঝুঁকির দেশে অবনমন করে। এই অবনমন ঘটেছে মূলত উক্ত সরকারের আমলে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার দুর্বলতা, নীতি-শৃঙ্খলার অনুপস্থিতি এবং স্ফীত ও অস্বচ্ছ তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের কারণে।

মাননীয় স্পিকার,

২৯। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেওয়া হাজার হাজার কোটি টাকার সরকারি গ্যারান্টি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে পুঞ্জীভূত ক্যাপাসিটি চার্জ-সংক্রান্ত দায়, এবং ব্যাংকিং খাতের অনাদায়ী ঋণ থেকে উদ্ভূত আকস্মিক দায়সমূহ সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনাকে আরও ভঙ্গুর করে তুলেছে। এগুলো বিগত সরকার কখনো স্বীকার না করে সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থাকে নাজুক পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়েছে, যা আমাদের সরকারের কাজকে কঠিন করে দিয়েছে।

(খ) বৈশ্বিক ভূ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও তার প্রভাব (মধ্যপ্রাচ্য সংকট)

মাননীয় স্পিকার,

৩০। কোভিড পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতি এখনো পুরোপুরি স্বস্তির জায়গায় ফিরে আসেনি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের পূর্বাভাসে দেখা যাচ্ছে, ২০২৬ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি প্রায় ৩.৩ শতাংশের কাছাকাছি থাকতে পারে এবং বৈশ্বিক মূল্যস্ফীতিও প্রায় ৩.৮ শতাংশের আশপাশে অবস্থান করতে পারে। অর্থাৎ বিশ্ব অর্থনীতি এগোচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সে অগ্রযাত্রা এখনো ধীর, সতর্ক এবং অনিশ্চয়তায় পূর্ণ। এই অনিশ্চয়তার মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক সংকটের ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নতুন করে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। এ সংকট দীর্ঘস্থায়ী হলে জ্বালানির আন্তর্জাতিক মূল্য আরও বাড়বে, পরিবহন ও বীমা ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে, জাহাজ চলাচল ব্যাহত হতে পারে, এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্বাভাবিক প্রবাহে নতুন বিঘ্ন দেখা দিতে পারে। একইসঙ্গে বৈশ্বিক পর্যায়ে উচ্চ সুদের হার আন্তর্জাতিক ঋণপ্রবাহকে হুমকির সম্মুখীন করে রেখেছে। ফলে বৈদেশিক ঋণ, বাণিজ্যিক অর্থায়ন এবং জরুরি আমদানির খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি হবে। বাংলাদেশের মতো আমদানি নির্ভর এবং একই সঙ্গে প্রবাস আয় ও বহিঃবাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল অর্থনীতির জন্য এটি পুরোপুরি বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ ঝুঁকি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জ্বালানি নিরাপত্তা: তেল, গ্যাস, সার, পরিবহন ব্যয় ও সরবরাহের অনিশ্চয়তা

মাননীয় স্পিকার,

৩১। আমাদের সরকার গঠনের ১০ দিনের মাথায় মধ্যপ্রাচ্য সংকট শুরু হয়। অর্থনীতিতে আকস্মিক ঝুঁকি তৈরি করে। মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতার প্রথম ধাক্কা এসে লাগে জ্বালানির ক্ষেত্রে। মধ্যপ্রাচ্যের সংকটে আন্তর্জাতিক বাজারে তেল, এলএনজি ও সারের দাম দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি বিদ্যুৎ, কৃষি, পরিবহন ও শিল্পে উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়েছে, ফলে মূল্যস্ফীতি ও ভর্তুকির চাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে চাপ পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্য আমাদের প্রবাসী জনশক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। তাই ঐ অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার কারণে কর্মসংস্থান ও প্রবাস আয়প্রবাহের ওপর প্রভাব পড়তে পারে। সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মধ্যপ্রাচ্য সংকট শুরুর পর ডিজেলের আন্তর্জাতিক দাম, এলএনজির স্পট মূল্য এবং ইউরিয়া সারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৬ মাসে বিশ্ববাজারে পরিশোধিত ডিজেলের গড় এফওবি মূল্য ছিল ৮৬ মা.ডলার/ব্যারেল। মধ্যপ্রাচ্য সংকট শুরু হলে এক পর্যায়ে গত এপ্রিল মাসে প্রতি ব্যারেল ডিজেলের এফওবি মূল্য প্রায় ২৮৫ মা.ডলারে উঠে যায়। তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) এর স্পট মার্কেটে ক্রয়মূল্যও যুদ্ধ পূর্ববর্তী প্রায় ১০ মা. ডলার/এমএমবিটিইউ হতে এপ্রিল মাসে ২৮.২৮ মা. ডলার/এমএমবিটিইউ-তে উঠে যায়। পরবর্তীতে মূল্য কিছুটা কমে এলেও বর্তমানে স্পট মার্কেটে বর্ধিত দামেই এলএনজি সংগ্রহ করতে হচ্ছে। যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে প্রতি মেট্রিক টন ইউরিয়া সারের এফওবি মূল্য ৪২২ মা.ডলার হতে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে ৮৫০ মা.ডলার/মে. টনে উন্নীত হয়েছে। এই বাড়তি মূল্য আমদানি নির্ভর অর্থনীতির জন্য তাৎক্ষণিক আর্থিক চাপ তৈরি করেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা, মূল্যস্ফীতি ও প্রবাস আয়ের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব

মাননীয় স্পিকার,

৩২। জ্বালানির মূল্যে ঊর্ধ্বগতির প্রভাব খাদ্যশৃঙ্খলের প্রতিটি ধাপে এসে পড়ে। কৃষি উৎপাদন খরচ, সেচ ও পরিবহন ব্যয় এবং মজুদ ও বাজারজাতকরণের ব্যয় বাড়ে। ফলে খাদ্যের দাম ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এবং সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিতে নতুন করে ঊর্ধ্বমুখী চাপ তৈরি হতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য ও সারের দাম একসঙ্গে বাড়লে সেই চাপ আরও তীব্র হয়। তখন এর অভিঘাত শুধু বাজারেই নয়, সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

৩৩। মধ্যপ্রাচ্য আমাদের প্রবাসী জনশক্তির জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য। সেখানে দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা বিরাজ করলে কর্মসংস্থানের সুযোগ, আয়প্রবাহ এবং প্রবাস আয়ের ধারাবাহিকতার ওপর প্রভাব পড়তে পারে। প্রবাস আয়ের উপর এখনো কোনরূপ বিরূপ প্রভাব না পড়লেও আমরা ইতোমধ্যেই জনশক্তি রপ্তানিতে এর প্রভাব লক্ষ্য করছি। জানুয়ারি ২০২৬ মাসে ৯৫ হাজার জনশক্তি রপ্তানির বিপরীতে মার্চ মাসে এ সংখ্যা প্রায় ৪৪ হাজারে নেমে এসেছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে তা সত্যিই আমাদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আন্তর্জাতিক পরিবর্তিত পরিবেশে স্থিতিশীলতা, সতর্কতা ও বিকল্প পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

মাননীয় স্পিকার,

৩৪। আজকের বিশ্ব অর্থনীতির বাস্তবতা হলো, অনিশ্চয়তা এখন আর ব্যতিক্রম নয়, বরং এটি এখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার একটি স্থায়ী প্রেক্ষাপট (Neo-Normal)। যুদ্ধ, জ্বালানি বাজারের অস্থিরতা, বৈশ্বিক সুদহারের ওঠানামা, বাণিজ্য রাজনীতির পরিবর্তন এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন, এসবের যেকোনো একটি ঘটনাই

অল্প সময়ের মধ্যে দেশের আমদানিনির্ভর অর্থনীতির ওপর বড় চাপ সৃষ্টি করতে পারে। কাজেই আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনীতিকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে বাইরের ধাক্কা এলেও অভ্যন্তরীণ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর এ অভিঘাতের মাত্রা মোকাবেলা করে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখা।

তৃতীয় অধ্যায়: সরকারের মধ্যমেয়াদি অর্থনৈতিক নীতি-কৌশল

৩৫। দেশের বর্তমান বাস্তবতা পর্যালোচনায় স্পষ্ট যে ফ্যাসিবাদী সরকারের অনিয়ম, দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে অর্থনীতি এখনও নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। তবে আমরা বিশ্বাস করি যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা, সঠিক নীতি, কার্যকর সংস্কার ও বাস্তবমুখী পরিকল্পনার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ সম্ভব। অর্থনীতির পুনরুদ্ধার, বাজারে আস্থা ফিরিয়ে আনা এবং নতুন প্রবৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টিতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

(ক) সামষ্টিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা

মাননীয় স্পিকার

৩৬। সরকার গঠনের পর থেকেই আমরা জনগণের জীবনমান উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমাদের বিশ্বাস, টেকসই উন্নয়ন কেবলমাত্র সীমিত কিছু গোষ্ঠীর সুবিধা বা অল্প কয়েকজনের সম্পদ সঞ্চয়ের ওপর নির্ভর করতে পারে না; বরং একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সৃজনশীলতা, শ্রম, দক্ষতা ও উৎপাদনশীল সক্ষমতার ওপর।

মাননীয় স্পিকার,

৩৭। বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতা এবং মূল্যস্ফীতিজনিত চাপ মোকাবিলাকরতঃ দেশের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে দেশের অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা অর্জন, পুনর্গঠন ও বিনিয়োগ নির্ভর প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে কৌশলগত কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ২০৩০-৩১ অর্থবছরের

মধ্যে দেশের প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশে উন্নীত করা, মূল্যস্ফীতি ৫ শতাংশে নামিয়ে আনা, প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পরিমাণ জিডিপি'র ২.৭ শতাংশে উন্নীত করা, মোট বিনিয়োগ জিডিপি'র ৪০ শতাংশে উন্নীত করতে চাই।

মাননীয় স্পিকার,

৩৮। আমাদের সরকার এই পরিকল্পনা তিনটি ধাপে বাস্তবায়ন করবে, যাকে আমরা 3R (Recovery & Stabilization, Restoration and Reconstruction for Acceleration Strategy) কৌশল হিসেবে বিবেচনা করছি। প্রথম ধাপ হচ্ছে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার কার্যক্রম- যা এক বছর মেয়াদি। এই ধাপের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অর্থনীতির অবনতির ধারা রোধ করা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। বর্তমানে চলমান সংকট মোকাবিলা করে অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনার পাশাপাশি সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে সহায়তার আওতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। পুনরুদ্ধার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি সেবা দ্রুততম সময়ে প্রদান, ব্যবসার লাইসেন্স প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং এ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে সমন্বিতভাবে সম্পাদন করা হচ্ছে।

৩৯। মধ্যপ্রাচ্য সংকটের কারণে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা একটি অন্যতম চ্যালেঞ্জ হলেও আমাদের সরকার সফলতার সাথে তা করতে পেরেছে, যদিও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের ফলে ভোক্তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের প্রভাবে অনিশ্চয়তা বোধ থেকে জ্বালানি তেলের জন্য প্রত্যাশী জনগণ কয়েকদিন ফিলিং স্টেশনগুলোতে ভিড় করেছেন এবং এজন্য কিছুদিন দীর্ঘ লাইনে থাকতে হয়েছে যাতে তারা সাময়িক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। এক্ষেত্রে সরকার উচ্চমূল্য দিয়ে হলেও বিকল্প উৎস হতে জ্বালানি ও এলএনজি সংগ্রহ করে পরিস্থিতি দ্রুত সামাল দিয়েছে এবং জনগণের যাতে অসুবিধা না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে জ্বালানির মূল্য সামান্য হারে সমন্বয় করেছে।

৪০। আমাদের পরিকল্পনার দ্বিতীয় ধাপ হচ্ছে অর্থনীতির উত্তরণ। আমরা মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির উত্তরণ ঘটাতে চাই- যা বর্তমান সরকারের প্রথম তিন বছর মেয়াদের মধ্যে সম্পন্ন হবে। এ সময়ে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন, রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার ও অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগ ও বেসরকারি খাত উন্নয়ন, ব্যাংক ও আর্থিক খাত পুনর্গঠন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ ও বৈদেশিক খাত শক্তিশালীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং কৃষি, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

৪১। আমাদের পরিকল্পনার তৃতীয় ধাপটি হচ্ছে অর্থনীতির পুনর্গঠন কার্যক্রম- যা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। এ সময়ে অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর, উৎপাদনশীল মানবসম্পদ তৈরি, বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধির পাশাপাশি উদ্ভাবননির্ভর প্রবৃদ্ধিতে উত্তরণ, শক্তিশালী আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, বাণিজ্য বহুমুখীকরণ ও বৈশ্বিক সংযোগ বৃদ্ধি, জ্বালানি নিরাপত্তা ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা হবে।

মাননীয় স্পিকার,

৪২। অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার, উত্তরণ ও পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে সরকার সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। বিগত কয়েক বছর ধরে চলমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাকে হ্রাসের পাশাপাশি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বাধাগ্রস্ত করছে। বৈশ্বিক নানা অভিঘাতের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ সরবরাহ শৃঙ্খলে বিভিন্ন প্রকার বাঁধা, মার্কেট কার্টেল বা বাজারে প্রতিযোগিতাকে প্রাধান্য না দিয়ে একচেটিয়া বাজার তৈরি ও মুনাফা অর্জন, পণ্য পরিবহণের সময় বিভিন্ন পক্ষের চাঁদাবাজি এবং মধ্যসত্ত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বর্তমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির জন্য অনেকাংশে দায়ী।

৪৩। আমাদের সরকার দেশের জনগণকে উচ্চ মূল্যস্ফীতির অভিঘাত থেকে মুক্ত করতে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের অর্থনীতি আমদানি নির্ভর হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার ব্যাপক অবচিতি দেশে উচ্চ বিনিময় হার মূল্যস্ফীতিতে বড় ভূমিকা

রাখে। এজন্য একটি স্থিতিশীল মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা বজায় রাখতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালীকরণে জোর দেয়া হচ্ছে।

৪৪। মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতির কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে বাজারে অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত রাখা হবে। তবে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা হবে। একই সঙ্গে রপ্তানি বৃদ্ধি, রেমিট্যান্স প্রবাহ সম্প্রসারণ এবং অপ্রয়োজনীয় আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করা হবে। সরকারি ব্যয়ের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অগ্রাধিকারভিত্তিক ব্যয় ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রাখা হবে। এর মাধ্যমে অর্থনীতিতে আস্থা ও স্থিতিশীলতা ফিরে আসবে, যা বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করবে।

৪৫। রাজস্ব ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে ঢেলে সাজিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধি বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এর অংশ হিসেবে রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে আলাদা করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং কর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে করনীতি প্রণয়ন করা হবে। সরকারের মধ্যমেয়াদি রাজস্ব কৌশলের অংশ হিসেবে রাজস্ব আহরণের ভিত্তি সম্প্রসারণ, কর প্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে কর নেট সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন করদাতাকে অন্তর্ভুক্ত করা, কর নিবন্ধন ও রিটার্ন দাখিল প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ডিজিটাইজড করা এবং কর ফাঁকি ও পরিহার রোধে তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি জোরদার করার উপর আমরা জোর দেবো। ভ্যাট ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন, উৎসে কর কর্তন ব্যবস্থার কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং ঝুঁকিভিত্তিক নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের দক্ষতা বাড়ানো হবে। একই সঙ্গে করদাতাবান্ধব সেবা সম্প্রসারণ, কর কাঠামো সরলীকরণ এবং স্বেচ্ছায় কর পরিশোধে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব প্রশাসনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে ব্যাপক হারে কর অব্যাহতি ছাড় বিদ্যমান থাকায় সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। সেজন্য সরকার কর ছাড় (Tax Exemption) যৌক্তিকীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এসআরও (SRO) ভিত্তিক কর ছাড়ের সুবিধা কমিয়ে আনা হচ্ছে। এখন থেকে কর রেয়াত বা ছাড়ের ক্ষেত্রে সংসদে অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি

শুল্ক ও কর ব্যবস্থার সমন্বিত সংস্কারের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ বাড়িয়ে উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য সরকারের আর্থিক সক্ষমতা শক্তিশালী করা হবে।

৪৬। বর্তমানে আমাদের রাজস্ব-জিডিপি ও কর-জিডিপির অনুপাত যথাক্রমে ৮ ও ৬.৮ শতাংশ। আমরা আগামী ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে রাজস্ব-জিডিপি ও কর-জিডিপির অনুপাতকে যথাক্রমে ১১ ও ৯.৬ শতাংশে উন্নীত করতে চাই। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ সম্পর্কিত বাজেট প্রস্তাবসমূহ আমি সপ্তম অধ্যায়ে উপস্থাপন করবো। ফ্যাসিবাদী সরকারের সময় দুর্নীতি-সংশ্লিষ্ট ও অপরিকল্পিত প্রকল্প গ্রহণ এবং তার অর্থায়নের জন্য বিপুল পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করায় আমাদের Debt Sustainability ঝুঁকির মুখে পড়েছে। আমরা ‘মধ্যম’ মানের ঝুঁকি থেকে ‘নিম্ন’ ঝুঁকির ঋণমানে ফিরে আসতে চাই। তাই, আমরা রাজস্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজেট ঘাটতি একটি সহনীয় পর্যায়ে রেখে ঋণ ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি, অতীতের ঋণনির্ভর প্রবৃদ্ধির ধারা থেকে বেরিয়ে এসে উৎপাদন, কর্মসংস্থান ও বেসরকারি বিনিয়োগকেন্দ্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার সময় এসেছে। তাই, টেকসই অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য ঋণনির্ভরতা কমিয়ে বিনিয়োগনির্ভরতা বাড়ানোর নীতিকৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪৭। আমরা সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে অধিকতর দক্ষ, ফলপ্রসূ এবং জনকল্যাণমুখী করার লক্ষ্যে একটি কৌশলগত ব্যয় কাঠামো বাস্তবায়ন করতে চাই। সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে প্রতিটি সরকারি ব্যয় ও বিনিয়োগে আর্থ-সামাজিক রিটার্ন বিবেচনায় নেওয়া হবে, যাতে জনগণের অর্থ সর্বাধিক জনকল্যাণ ও উৎপাদনশীল খাতে ব্যয় হয়। অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জ্বালানি, কৃষি ও কর্মসংস্থানমুখী খাতে ব্যয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে, কারণ এসব বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে জিডিপি’র ৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। একই সঙ্গে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা, ব্যয়-সুবিধা বিশ্লেষণ এবং বাস্তবায়ন সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে, যেন অপ্রয়োজনীয় বা কম ফলপ্রসূ ব্যয় হ্রাস পায়, রিটার্ন অন

ইনভেস্টমেন্ট (return on investment) নিশ্চিত হয় এবং ভ্যালু ফর মানি (value for money) অর্জন করা সম্ভব হয়।

৪৮। সরকারি ব্যয়ের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপচয় কমানো, অগ্রাধিকারহীন ব্যয় সংকোচন এবং প্রশাসনিক ব্যয়ে মিতব্যয়িতা নিশ্চিত করা হবে। একই সঙ্গে ভর্তুকি ব্যবস্থাকে অধিকতর লক্ষ্যভিত্তিক ও যৌক্তিক করা হবে, যাতে প্রকৃত উপকারভোগীরা এর সুবিধা পায় এবং সরকারের আর্থিক ব্যবস্থার ওপর অযাচিত চাপ কমে। কৃষি, খাদ্য ও বিদ্যুতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত রাখা হলেও অদক্ষ ও অপ্রয়োজনীয় ভর্তুকি ধীরে ধীরে পুনর্বিন্যাস করা হবে।

৪৯। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে সরকারি ব্যয়কে আরও লক্ষ্যভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও কার্যকর করতে আমরা কাঠামোগত সংস্কার করব। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো এমনভাবে পুনর্বিন্যাস করা হবে যাতে প্রকৃত দরিদ্র, ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী সরাসরি উপকৃত হয় এবং সম্পদের অপচয় কমে। সরকারি ক্রয়, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাজেট বাস্তবায়নে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি জোরদার করা হবে, যাতে ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পায়। নির্বাচনি অঙ্গীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, জ্বালানি নিরাপত্তা, কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সম্প্রসারণে সরকারি ব্যয়কে অধিকতর ফলাফলভিত্তিক করা হবে। এর মাধ্যমে সরকারি ব্যয় শুধু তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবে না, বরং একটি উৎপাদনশীল ও টেকসই অর্থনীতির ভিত্তি নির্মাণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(খ) বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

৫০। সরকারের 3R Strategy-এর মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নয়ন এবং বেসরকারি খাতের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো ব্যবসার প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিত করে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে তা সমাধান করে ব্যবসায়িক অনিশ্চয়তা ও ব্যবসার খরচ হ্রাস

করা এবং ইজ অব ডুইং বিজনেসের মাধ্যমে বিনিয়োগের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ উদ্যোগের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে বিনিয়োগের গতি বাড়বে, শিল্প উৎপাদন পুনরুদ্ধার হবে এবং অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধির ভিত্তি সুদৃঢ় হবে।

৫১। উচ্চ মূল্য সংযোজনসম্পন্ন শিল্প, প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন, রপ্তানিমুখী সেবা খাত এবং উদ্ভাবনী উদ্যোক্তা পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সমন্বিত নীতি বাস্তবায়ন করা হবে। গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তি স্থানান্তর এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেসরকারি খাতের উৎপাদনশীলতা ও বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ অর্থায়নের জন্য শক্তিশালী পুঁজিবাজার, বন্ড মার্কেট এবং বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এই কৌশলসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারি খাতকে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৫২। বর্তমান সরকার সকল বিনিয়োগ সেবা এক ছাতার নীচে নিয়ে আসার লক্ষ্যে বিনিয়ন্ত্রণকরণের (Deregulation) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ বিষয়ে আমি অষ্টম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছি। আমাদের লক্ষ্য সুস্পষ্ট - রাষ্ট্র যেন প্রতিবন্ধক নয়, বরং উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধারাবাহিক সংস্কার কেবল দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সহজ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এর মধ্য দিয়ে সহজ ও সাশ্রয়ী ব্যবসায় পরিবেশ উন্নত হবে, দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সব স্তরের উদ্যোগে নতুন গতি আসবে, উৎপাদন ও রপ্তানির ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে এবং কর্মসংস্থানের পরিসর বিস্তৃত হবে।

(গ) আর্থিক খাতের সংস্কার

ব্যাংক ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান

৫৩। অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও বিনিয়োগ প্রবাহ সচল রাখতে সরকারের মধ্যমেয়াদি কৌশলের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে ব্যাংক ও আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা আনয়ন

ও এ খাতের প্রতি আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে খেলাপি ঋণ হ্রাস, ঋণ অনুমোদন ও পুনঃতফসিল ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং ব্যাংক পরিচালনায় জবাবদিহিতা জোরদার করা হচ্ছে। দুর্বল ব্যাংকসমূহের আর্থিক সক্ষমতা পুনর্গঠনের জন্য ঝুঁকিভিত্তিক তদারকি ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পুনঃমূলধনীকরণ ও ব্যবস্থাপনা সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, সরকারকে ব্যাংক পুনঃমূলধনীকরণের লক্ষ্যে চলতি অর্থবছরের ৪০ হাজার কোটি টাকার অধিক ব্যয় করতে হচ্ছে। ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং ব্যাংক পরিচালনা নীতিমালাকে পারিবারিক প্রভাবমুক্ত করার নিমিত্ত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ক্ষমতা শক্তিশালী করে আর্থিক খাতে নীতি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা বাড়ানো হবে। ব্যাংকিং খাতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডভিত্তিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, মূলধন পর্যাপ্ততা এবং করপোরেট গভর্ন্যান্স নিশ্চিত করা হবে, যাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল ও প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠতে পারে। একইসঙ্গে আর্থিক খাতে প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে ডিজিটাল ফাইন্যান্স, ফিনটেক এবং উদ্ভাবনী আর্থিক সেবার প্রসার ঘটানো হবে।

৫৪। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিধি বাড়িয়ে নারী, তরুণ উদ্যোক্তা এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নের সুযোগ সম্প্রসারণ করা হবে। একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, কৃষি এবং উৎপাদনশীল খাতে ঋণপ্রবাহ বাড়াতে লক্ষ্যভিত্তিক পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি জোরদার করা হবে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে ডিজিটাল ব্যাংকিং, মোবাইল আর্থিক সেবা এবং গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন সম্প্রসারণ ও সহজতর করা হবে।

পুঁজি বাজার

মাননীয় স্পিকার

৫৫। সরকার দেশের অর্থনীতির পুনর্গঠনের অংশ হিসেবে একটি আধুনিক, শক্তিশালী ও টেকসই আর্থিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যাংক ও পুঁজিবাজার খাতে কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়ন করবে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ অর্থায়নের জন্য বন্ড

মার্কেট, এবং বিকল্প অর্থায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে, যাতে ব্যাংকনির্ভর অর্থায়নের ওপর চাপ কমে। পুঁজিবাজারকে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের কার্যকর প্ল্যাটফর্মে রূপান্তরের জন্য নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে এবং বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা জোরদার করা হবে। এ উদ্দেশ্যে শেয়ারবাজারের পাশাপাশি করপোরেট বন্ড মার্কেট, মিউচুয়াল ফান্ড, গ্রিন বন্ড, সুকুক এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ উপকরণের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগ্য কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে উৎসাহিত করতে তালিকাভুক্তির ধাপসমূহ পর্যালোচনা ও সরলীকরণ করা হবে। প্রতিবেদন ও তথ্য প্রকাশের শর্তাবলী সংশোধনপূর্বক আরও সহজ, সুস্পষ্ট এবং বাস্তবসম্মত করা হবে, যাতে ভালো কোম্পানি পুঁজিবাজারে আসতে উৎসাহিত হয়। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের বিকল্প উৎস গড়ে তুলতে কর্পোরেট বন্ড মার্কেট সম্প্রসারণ, স্থানীয় সরকার ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নে পৌর বন্ড (Municipal Bond) ইস্যুর কাঠামো প্রণয়ন করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

৫৬। বিশ্বব্যাপী পুঁজি গঠনের প্লাটফর্ম হিসেবে পুঁজিবাজার প্রধান ভূমিকা পালন করে আসলেও আমাদের দেশে এ ধারা অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা ব্যাংকের উপরই ভরসা করে এসেছে। যে পুঁজিবাজার শিল্পায়নের মূলধন গঠনে ভূমিকা রেখে দেশকে অর্থনৈতিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার কথা, আস্থাহীনতার কারণে সেখানে হয়েছে উল্টোটা। আমরা ঋণ নির্ভর বিনিয়োগকে ইক্যুইটিতে রুপান্তর করতে চাই। আমাদের লক্ষ্য বর্তমান ঋণভিত্তিক অর্থনীতি থেকে দূরে সরে এসে বিনিয়োগভিত্তিক (Investment & FDI) অর্থনীতি গড়ে তোলা। এ লক্ষ্যে পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করতে এবং এর প্রতি জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে আমরা কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করবো।

(ঘ) জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ

মাননীয় স্পিকার,

৫৭। অর্থনীতির পুনরুদ্ধার এবং উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে সরকার জ্বালানি নিরাপত্তা ও অবকাঠামো উন্নয়নকে মধ্যমেয়াদি কৌশলের অন্যতম অগ্রাধিকার খাত হিসেবে বিবেচনা করছে। আমাদের মোট জ্বালানি তেলের চাহিদার প্রায় ৯৫ শতাংশ, প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদার প্রায় ৩৪ শতাংশ এলএনজি আকারে এবং এলপিজি চাহিদার শতভাগ আমদানি করতে হয়। এ চাহিদার সিংহভাগ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। সে কারণে ভবিষ্যতে মধ্যপ্রাচ্য সংকটের অনুরূপ সম্ভাব্য সংকট মোকাবেলার জন্য আমরা জ্বালানির উৎস বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নিয়েছি এবং দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান জোরদারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি।

৫৮। বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে বিদ্যমান উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি ও তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার উৎসাহিত করতে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে শিল্প, কৃষি ও আবাসিক খাতে জ্বালানির সাশ্রয়ী ও দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হবে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হবে, যাতে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি ত্বরান্বিত হয়। এসব উদ্যোগের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে জ্বালানি সরবরাহের স্থিতিশীলতা ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে এবং উৎপাদন ও বিনিয়োগের জন্য একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে উঠবে।

৫৯। বর্তমান সরকারের মেয়াদেই একটি নিরাপদ, দক্ষ ও পরিবেশ সহনশীল জ্বালানি ব্যবস্থা এবং আধুনিক টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমন্বিত কৌশল বাস্তবায়ন করা হবে। সৌর, বায়ু এবং অন্যান্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানির সম্প্রসারণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে একটি নিম্ন-কার্বন অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে তোলা হবে। একই সঙ্গে জাতীয় গ্রিড আধুনিকায়ন, স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার এবং জ্বালানি অবকাঠামোর স্থিতিস্থাপকতা বাড়িয়ে ভবিষ্যৎ চাহিদা মোকাবিলার সক্ষমতা তৈরি করা হবে।

(ঙ) কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পিকার

৬০। 'করবো কাজ, গড়বো দেশ' নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি কৌশলের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। কারণ একটি অর্থনীতি যখন শিল্প ও উৎপাদন খাতের গতিশীলতা হারায়, তখন কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয় এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। বিগত সময়ে দেশের শ্রমবাজারে এই প্রবণতা স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। গত এক দশকে কৃষিখাতে মোট মূল্য সংযোজনের অংশ কমলেও শিল্প ও সেবা খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে; কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হলো, এই সময়ে কৃষিখাতে কর্মসংস্থান বেড়েছে, বিপরীতে শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থান প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি।

মাননীয় স্পিকার,

৬১। সরকার শিল্প, সেবা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, তথ্যপ্রযুক্তি এবং আধুনিক কৃষিভিত্তিক শিল্পে কর্মসংস্থান সম্প্রসারণকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। শ্রমবাজারের চাহিদাভিত্তিক কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ সম্প্রসারণ, তরুণ উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সহায়তা এবং নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে। একই সঙ্গে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানিমুখী শিল্প সম্প্রসারণ এবং দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে কর্মসংস্থানের কাঠামোগত ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা হবে। এছাড়া, ক্রিয়েটিভ খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। সরকারের এই সমন্বিত পদক্ষেপের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে একটি

উৎপাদনশীল, দক্ষ এবং টেকসই কর্মসংস্থানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলা হবে, যা আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাস এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও গতিশীল করবে।

মাননীয় স্পিকার,

৬২। আমরা ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে এ খাতকেও কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত হিসেবে তুলে আনতে চাই। আর্ট, সংগীত, থিয়েটার ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের বিকাশে বিশেষায়িত জোন গড়ে তুলে এ খাতের শিল্পী-কলাকুশলীদের জীবন-মান উন্নয়ন ও জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। খেলাধুলাকে অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত হিসেবে গড়ে তোলা হবে যাতে মানুষ এটিকে সম্মানজনক পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে, বাংলাদেশকে এর মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে পারে এবং জিডিপি-তে এ খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এবারের বাজেটে ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি নিয়ে প্রস্তাবসমূহ ষষ্ঠ অধ্যায়ের খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার অংশে উপস্থাপন করবো।

(চ) সুশাসন

মাননীয় স্পিকার

৬৩। 'মেধাভিত্তিক বাংলাদেশ' বিনির্মাণের লক্ষ্যে সকল ধরণের নিয়োগ, বদলি ও পদোন্নতিতে মেধা, সততা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ যোগ্যতাই অন্যতম মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা হবে। আমি উল্লেখ করতে চাই, সরকারি কর্মচারিরা বিগত প্রায় ১১ বছর যাবত একই বেতন কাঠামোতে বেতন-ভাতা পাচ্ছেন। ইতোমধ্যে মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে জীবনযাত্রার ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা সরকারি কর্মচারিদের জন্য নতুন বেতন কাঠামো আগামী ১ জুলাই ২০২৬ হতে ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করার ঘোষণা দিচ্ছি।

৬৪। আমরা বিশ্বাস করি, এই ধারাবাহিক সংস্কার কেবল দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সহজ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এর মধ্য দিয়ে ব্যবসা পরিবেশ উন্নত হবে, দেশীয়

ও বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সব স্তরের উদ্যোগে নতুন গতি আসবে, উৎপাদন ও রপ্তানির ভিত্তি আরও শক্তিশালী হবে এবং কর্মসংস্থানের পরিসর বিস্তৃত হবে। বিএনপি'র নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী অর্থনীতির গণতন্ত্রায়ণ, সুশাসন, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানমুখী প্রবৃদ্ধির যে পথ আমরা গ্রহণ করেছি, এই অধ্যায়ে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ তারই বাস্তব ভিত্তি নির্মাণ করবে।

৬৫। আমাদের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত লক্ষ্য বাংলাদেশকে বর্তমান ২৬তম অর্থনীতি (Purchasing Power Parity-ভিত্তিক) হতে আগামী ৫ বছরের মধ্যে শীর্ষ ২০ অর্থনীতিতে পরিনত করা। এ লক্ষ্য অর্জনে দেশের সকল জনগণকে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির আওতায় আনা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং অবকাঠামো ও বন্দর ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের মাধ্যমে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে অর্থনীতিকে এ সরকারের মেয়াদে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হবে। বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বা এফডিআই জিডিপির ০.৪৫ শতাংশ থেকে ২.৭ শতাংশে উন্নীত করার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(ছ) অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

৬৬। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও অবকাঠামোগত বৈষম্য কমিয়ে সমতাভিত্তিক সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। দেশের যে অঞ্চল যেই অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত, আমাদের সরকার সে অঞ্চলে সেই উপযুক্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নে অগ্রাধিকার প্রদান করবে। অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের অংশ হিসেবে চট্টগ্রামকে দেশের বাণিজ্যিক রাজধানী হিসেবে গড়ে তোলা আমাদের সরকারের একটি কৌশলগত উদ্যোগ। চট্টগ্রামকে আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য বন্দরের আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে। দেশের উত্তরাঞ্চলে কৃষিভিত্তিক শিল্পায়ন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে। উত্তরাঞ্চলের কৃষি-নিবিড় জেলাগুলোতে অগ্রাধিকার

ভিত্তিতে বিশেষায়িত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প, কোল্ড-চেইন, সংরক্ষণাগার, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প ও লজিস্টিকস উন্নয়নের বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। হাওর-বাঁওড় এলাকার মানুষের টেকসই উন্নয়নের জন্য কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস পালন, পর্যটন ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বহুমুখী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

৬৭। এবারের বাজেট প্রণয়ন ও সরকারের মধ্যমেয়াদি নীতি-কোশল নির্ধারণে বাজেট পূর্ববর্তী অংশীজনদের সাথে ধারাবাহিক আলোচনায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ সক্রিয় বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। বর্তমানের সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও আমরা মনে করি, নতুন বাজেট অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা করবে। বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, উদ্যোক্তা বিকাশ এবং উৎপাদনশীল খাতের সম্প্রসারণের মাধ্যমে অর্থনীতিকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করা হবে। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা, যেখানে বেসরকারি খাত হবে প্রবৃদ্ধির প্রধান চালিকাশক্তি এবং তরুণ ও নারীদের জন্য সৃষ্টি হবে নতুন সম্ভাবনার ক্ষেত্র।

চতুর্থ অধ্যায়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৬৮। সার্বিক রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের অগ্রগতি বিবেচনায় চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে কিছুটা সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে। সংশোধিত বাজেটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি-১ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৬৯। **প্রস্তাবিত সংশোধিত রাজস্ব আয়:** চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত মূল বাজেটে মোট রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার ৫৮.৭ শতাংশ অর্জিত হয়েছে এবং বিগত অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৬.৯ শতাংশ। তবে, গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ এবং এ সরকারের উন্নয়ন ও করদাতাবান্ধব নীতি ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতি সঞ্চারিত হয়েছে, যা রাজস্ব আহরণের প্রবৃদ্ধিকে জোরদার করবে। তাই রাজস্ব আদায়ের এ প্রবণতাসহ সার্বিক বিবেচনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেট হতে ২৪ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করছি।

৭০। **প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয়:** চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল মোট ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৫ হাজার ৩০৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে সরকারি ব্যয়, বিশেষ করে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের গতি কিছুটা মন্থর বিবেচনায় সংশোধিত বাজেটে সরকারি ব্যয় ২ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে ৭ লক্ষ ৮৮ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৭১। **সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি ও অর্থায়ন:** চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা। রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি প্রস্তাব করছি ২ লক্ষ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৩.৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, মূল বাজেটে ঘাটতি ধরা হয়েছিল জিডিপির ৩.৬

শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ৬৩ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার প্রস্তাব করছি।

পঞ্চম অধ্যায়: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

মাননীয় স্পিকার

৭২। আমরা অর্থনীতিকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে নিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে এবারের বাজেটে ১০টি প্রধান অগ্রাধিকার বিবেচনায় রেখে বাজেট কাঠামো প্রণয়ন করেছি। এ পর্যায়ে আমি আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটের ওপর আলোকপাত করছি। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র পরিশিষ্ট ক এর সারণি-২ তে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেছি।

৭৩। দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই। তাই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে বিভিন্ন সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ ও করদাতাবান্ধব করতে নানা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রাজস্ব আদায় সহজ ও তাৎক্ষণিকভাবে তা সরাসরি সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ-চালান (A-challan) ব্যবস্থা আগামী ১ জুলাই থেকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কর অব্যাহতি কমিয়ে আনা, রাজস্ব ফাঁকির ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, বিদ্যমান ভ্যাট আদায় ও কাঠামো যৌক্তিকীকরণসহ স্বল্পমেয়াদি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে কর আহরণের পরিমাণ এবং কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

৭৪। আমাদের কর-বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) আয় বাড়ানোর ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের রাজস্ব আয় বাড়াতে “কর-বহির্ভূত রাজস্ব (Non-Tax Revenue) এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বহির্ভূত কর রাজস্ব সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০২৬” প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত নীতিমালার আওতায় সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এনটিআর উৎস চিহ্নিতকরণ, যুক্তিসংগত ফি নির্ধারণ, প্রতি তিন বছর অন্তর রেইট যৌক্তিকীকরণ বা হালনাগাদকরণ এবং নতুন রাজস্ব উৎস অনুসন্ধান করা হবে। তাছাড়া ডিজিটালাইজেশন, এ-চালানের ব্যবহার এবং রিয়েল-টাইম রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে রাজস্ব ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত

করা হবে। যুক্তিসংগত ফি নির্ধারণের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন সেবার প্রায় ৪৯৩টি রেইট হালনাগাদ করা হয়েছে।

৭৫। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেশন, কোম্পানি, ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সরকারের বিনিয়োগ রয়েছে। এ ধরনের বিনিয়োগ হলো সরকারের মূলধন বা ইক্যুইটি, যার বিপরীতে সরকার মুনাফা/লভ্যাংশ প্রাপ্য। তবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইক্যুইটি হিসেবে সরকারের বিনিয়োগের কোনো পরিপূর্ণ ডাটাবেজ নেই। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সরকারের বিনিয়োগ বা ইক্যুইটির একটি পূর্ণ ডাটাবেজ তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ বা ইক্যুইটির বিপরীতে প্রাপ্য মুনাফা/লভ্যাংশ আদায় নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এ সকল পদক্ষেপের ফলে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে, যা আমাদের স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

৭৬। **প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়:** রাজস্ব খাতের এ সকল সংস্কার ও কার্যক্রম বিবেচনায় আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা জিডিপির ১০.২ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মাধ্যমে ৬ লক্ষ ৪ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস হতে ৯১ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব করছি।

৭৭। **প্রস্তাবিত ব্যয়:** আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা জিডিপি'র ১৩.৭ শতাংশ এবং বিগত অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ১ লক্ষ ৪৮ হাজার কোটি টাকা বেশি। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট ৩ লক্ষ কোটি টাকাসহ মোট উন্নয়ন ব্যয় ৩ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৫ কোটি টাকা এবং পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট ৬ লক্ষ ২১ হাজার ৯২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আমরা ক্রমান্বয়ে বাজেটে উন্নয়ন ব্যয়ের অংশ বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। সে লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মোট উন্নয়ন ব্যয় চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ (সংশোধিত) ২৭.২৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৩.৭০ শতাংশে উন্নীত করার এবং পরিচালন ব্যয় চলতি অর্থবছরের ৭২.৭৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে আগামী অর্থবছরে ৬৬.৩০ শতাংশে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। মোট ব্যয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ

ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ পরিশোধ বাবদ ২২ হাজার ৫ শত কোটি টাকা ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৭৮। প্রস্তাবিত বাজেটে উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে প্রান্তিক ও নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং জ্ঞানভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে অপরিহার্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তি খাতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিনিয়োগ ও টেকসই উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নেও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ পরিশিষ্ট ‘ক’ এর সারণি-৩ এ তুলে ধরা হয়েছে।

৭৯। **সামগ্রিক ব্যয় কাঠামো:** সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা খাত- এ তিনটি অংশে বিভক্ত আমাদের সামগ্রিক ব্যয়ের কাঠামো পরিশিষ্ট ‘ক’ এর সারণি-৪ এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক অবকাঠামো খাতে মোট ২ লক্ষ ৭৯ হাজার ১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মোট বরাদ্দের ২৯.৭৪ শতাংশ। ভৌত অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৮৮ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ১৮.৬৬ শতাংশ। সাধারণ সেবা খাতে প্রস্তাব করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ১১৭ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ২৬.১৩ শতাংশ। সামাজিক খাতের বর্ধিত ও সর্বোচ্চ ব্যয় প্রস্তাব সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতিফলন।

৮০। **প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ৪৩ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি’র ৩.৬ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ২৭ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ১ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার জন্য প্রস্তাব পেশ করছি। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে ব্যাংকিং ব্যবস্থা হতে ১ লক্ষ ১২ হাজার কোটি টাকা নির্বাহ করা হবে। চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরে যা ছিল ১ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ আমরা ব্যাংকিং ব্যবস্থা

হতে ঋণ গ্রহনের পরিমাণ আগামী অর্থবছরে ৬ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করার প্রস্তাব করেছি।

৮১। ফ্যাসিবাদী সরকারের সময়ে ব্যাপকহারে ঋণ গ্রহণের ফলে দেশের ঋণ পরিশোধ ও সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় অত্যধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতিও বেড়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপির ২.৯ শতাংশ। পক্ষান্তরে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ ঘাটতি বেড়ে হয়েছে জিডিপি'র ৪.০৫ শতাংশ।

৮২। আমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই আর্থিক চাপ মোকাবিলার পাশাপাশি অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কাজ করে যাচ্ছি। আমরা অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছি, ঋণ ব্যবস্থাপনাকে সংস্কার করছি, উচ্চ রিটার্ন সমৃদ্ধ খাতে সরকারি বিনিয়োগ করছি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঠামো আধুনিকায়ন করছি। এসবের ফলে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে, বিনিয়োগের গুণগত মান নিশ্চিত হবে, বাজারে অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে এবং মাল্টিপ্লায়ার প্রভাবে (Multiplier effect) অর্থনৈতিক কর্মকান্ড অধিকতর গতিশীল হবে এবং ভবিষ্যতে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে যা পর্যায়ক্রমে বাজেট ঘাটতি হ্রাসে সহায়ক হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

মাননীয় স্পিকার

৮৩। এ পর্যায়ে আমি সরকারের অগ্রাধিকার অনুসারে খাতভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামোর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরছি। খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ক': সারণি ৪-এ সংযোজন করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার,

৮৪। আগামী অর্থবছরের বাজেট প্রণয়ন করতে গিয়ে বিশেষ কিছু প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সরকারের সীমিত সম্পদ নিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন আমাদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যে এবারের বাজেটে আমরা অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করেছি। তাছাড়া, বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটও বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির বর্তমান অবস্থা, বিশেষ করে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে স্থবিরতা, রপ্তানিতে নিম্নমুখী প্রবণতা ইত্যাদি বিবেচনার পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিনিয়ন্ত্রণকরণ নীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায় পরিবেশের উন্নয়নের বিষয়টি এবারের বাজেট প্রণয়নের সময়ে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

৮৫। মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতার কারণে সৃষ্ট জ্বালানি নিরাপত্তার সমস্যাও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। সার্বিকভাবে, সম্পদ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, দক্ষতাভিত্তিক কর্মসংস্থান, , সামাজিক সুরক্ষা, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, নারীর ক্ষমতায়ন, জ্বালানি নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন, স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন, ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

৮৬। এবারের বাজেটে শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নকে আমরা জাতীয় অগ্রযাত্রার নিউক্লিয়াস হিসেবে বিবেচনা করেছি। একটি জাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় তার জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, সৃজনশীলতা ও কর্মক্ষমতার দ্বারা। তাই বর্তমান সরকার শিক্ষাকে কেবল সনদ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে নয়; বরং জাতীয় পুনর্গঠন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠা এবং কর্মসংস্থানমুখী অর্থনীতির সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আমরা আগামী ৫ বছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির ৫ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। অবকাঠামো উন্নয়ন, শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি, শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ এবং দেশীয় ও বৈদেশিক শ্রমবাজারের উপযোগী মানবসম্পদ গড়ে তোলার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি, দায়িত্ব গ্রহণের পর তার বাস্তব ভিত্তি নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

৮৭। ফ্যাসিবাদের দীর্ঘ সময়ে ভেঙে পড়া রাষ্ট্রকাঠামোর সবচেয়ে সংকটাপন্ন খাতগুলোর একটি ছিল শিক্ষা। তারুণ্যের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে যে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে আজ আমরা গণতান্ত্রিক বাংলাদেশে ফিরে এসেছি, সেখানে অবশ্যই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা সৎ, যোগ্য, দক্ষ এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা আজ কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়। বরং মানবসম্পদ উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জাতীয় অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি আমাদের তরুণ জনগোষ্ঠী। এই বিশাল ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডকে জাতীয় সম্পদে রূপান্তর করতে হলে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে পুনর্গঠন করতে হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী জ্ঞান, দক্ষতা, নৈতিকতা এবং উদ্ভাবনী সক্ষমতায় সমৃদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে।

৮৮। আমাদের উদ্দেশ্য একদিকে শিক্ষাখাতে শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, অন্যদিকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের জন্য সেই পরিবেশ নিশ্চিত করা যেখানে তারা আধুনিক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে নিজেদের সর্বোচ্চ সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান শিক্ষা কারিকুলামকে রূপান্তর করছেন, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং মানবিক চরিত্রের বিকাশ ঘটে। কারণ তিনি বিশ্বাস করেন, শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের বিষয় নয়; এটি মানুষ গড়ার সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম।

মাননীয় স্পিকার

৮৯। এই লক্ষ্যেই আমরা শিক্ষা কারিকুলামে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, তৃতীয় ভাষা শিক্ষা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিকাশ, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা এবং ‘লার্নিং উইথ হ্যাপিনেস" বা আনন্দময় শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে চাই। আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যেখানে শিক্ষার্থীরা পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি সৃজনশীলতা, সমস্যা সমাধান, নেতৃত্ব, উদ্ভাবন এবং দলগত কাজের মতো বাস্তব জীবনের দক্ষতাও অর্জন করবে। আমরা বিশ্বাস করি, সবার জন্য সাফল্যের পথ এক নয়। সবাইকে ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে, এমন ধারণা আমরা সমর্থন করি না। বরং প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রতিভা, আগ্রহ ও সক্ষমতা অনুযায়ী বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করাই রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমরা সেই কাঠামো গড়ে তুলতে চাই, যেখানে একজন শিক্ষার্থী তার নিজ মেধা, পছন্দ বা আকর্ষণ অনুযায়ী দক্ষ কারিগর, প্রযুক্তিবিদ, কৃষি উদ্যোক্তা, গবেষক, শিল্পী, শিক্ষক, ব্যবসায়ী কিংবা অন্য যেকোনো পেশায় সমান মর্যাদা ও সাফল্যের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৯০। ভবিষ্যতে শিক্ষা খাতে অবকাঠামো-কেন্দ্রিক বিনিয়োগের পরিবর্তে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি নিশ্চিত করা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি, কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণ ও গুণগত মানোন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গঠন, কর্মবাজার-সংশ্লিষ্ট পাঠ্যক্রম উন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের নেতৃত্ব ও চরিত্র বিকাশে সহায়তা করা।

৯১। আনন্দময় শিক্ষার পাঠ্যক্রম হবে যুগোপযোগী, দক্ষতাভিত্তিক ও বাস্তবজীবনমুখী, যেখানে নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেওয়া হবে। মুখস্থনির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও প্রয়োগভিত্তিক শিক্ষাকে উৎসাহিত করা হবে। প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে ক্লাব ভিত্তিক সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন- বিতর্ক, বিজ্ঞান মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সাহিত্যচর্চাকে উৎসাহিত করা হবে। পাশাপাশি প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অন্তত একটি খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক এবং প্রান্তিক পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্ট নিয়মিত আয়োজন করা হবে। স্কুল-কলেজসমূহে স্কাউটস, বিএনসিসি ও গার্লস গাইডস এর কার্যক্রম সম্প্রসারণে সর্বোচ্চ গুরূত্ব দেওয়া হবে।

মাননীয় স্পিকার

৯২। বাংলাদেশকে একটি দক্ষতাভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তর করতে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে পর্যায়ক্রমে সবার জন্য কারিগরি শিক্ষা চালু করা হবে, যাতে প্রতিটি শিক্ষার্থী কর্মবাজার-উপযোগী অন্তত একটি দক্ষতা- কৃষি, আইসিটি, বিদ্যুৎ, ইলেকট্রনিক্স, গ্রাফিক ডিজাইন, পর্যটন, স্বাস্থ্যসেবা, নির্মাণ ও সৃজনশীল শিল্পসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায়। শিক্ষাক্রমে বাংলা ও ইংরেজির পাশাপাশি বাধ্যতামূলক তৃতীয় ভাষা যেমন- জাপানিজ, কোরিয়ান, ম্যান্ডারিন, আরবি, ফ্রেঞ্চ, জার্মান ইত্যাদি কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে। ইতোমধ্যে সরকার তৃতীয় ভাষা শিক্ষার জন্য বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গমনেচ্ছু শিক্ষার্থীদের ১০ লক্ষ টাকা ঋণ সুবিধা প্রদান করছে।

৯৩। শিক্ষা হবে সকলের অধিকার। এর অংশ হিসেবে মেয়েদের জন্য বিনামূল্যে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি মেধাভিত্তিক বৃত্তি কর্মসূচি শক্তিশালীকরন, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ইউনিফর্ম, জুতা ও স্কুলব্যাগ সরবরাহ, প্রতিবন্ধী ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং বিশেষায়িত সহায়ক প্রযুক্তি ও শিক্ষাসামগ্রী প্রদান নিশ্চিত করা হবে। ছাত্র-ছাত্রীদের পুষ্টির চাহিদা মেটাতে এবং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে মিড-ডে মিল কর্মসূচি

চালু ও পর্যায়ক্রমে সারা দেশে সম্প্রসারণ এবং ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের সেনিটেশন ও হাইজেনকে প্রাধান্য দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে। প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে "ওয়ান টিচার, ওয়ান ট্যাব" কর্মসূচি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই সুবিধা সম্প্রসারণ, প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য একটি স্বতন্ত্র এডু আইডি চালুকরণ, ডিজিটাল লাইব্রেরির ব্যবস্থাকরণ এবং শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, কোডিং ও ডিজিটাল লিটারেসির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করার ব্যবস্থা করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

৯৪। পরিবেশ ও নাগরিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে "ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি" কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু সচেতনতা শিক্ষা অন্তর্ভুক্তি, খাল খনন, পরিচ্ছন্নতা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্তকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ প্রতিরোধ বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং পোষ্য প্রাণী পালনে উৎসাহ প্রদান নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষাকে সরাসরি কর্মসংস্থান, উৎপাদনশীলতা এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে। শক্তিশালী ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগ গড়ে তোলা হবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এপ্রেনটিসশীপ ও ইন্টার্নশিপ সুবিধা পাবে এবং স্টার্ট-আপ চালুকরণ ও উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। এছাড়াও শিল্পখাত-স্বীকৃত স্বল্পমেয়াদি কোর্স চালুকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পখাতের যৌথ উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

৯৫। আমরা "ব্রেইন ড্রেইন"কে "ব্রেইন সার্কুলেশন"-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করছি। বিদেশে বসবাসরত বৈশ্বিক জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উচ্চশিক্ষিত বাংলাদেশিদের দেশের শিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। এই লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন ক্রেডিট ট্রান্সফার ব্যবস্থা, স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম, সামার স্কুল, ভিজিটিং স্কলার উদ্যোগ এবং যৌথ গবেষণা কার্যক্রম চালু করা হবে, যাতে দেশের শিক্ষার্থীরা বিশ্বমানের শিক্ষা, গবেষণা ও পেশাগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। দেশীয় গবেষণা ও উদ্ভাবনে সরকার

গুরুত্ব প্রদান এবং কার্যকর পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চিত করবে। আমাদের লক্ষ্য হবে দেশের আর্থ-সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহের বাস্তবভিত্তিক ও টেকসই সমাধান নিশ্চিত করা।

মাননীয় স্পিকার

৯৬। সরকার দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন ধারার শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সনদের সমমান কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার প্রতিটি স্তরে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং পাঠদান কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন আমাদের অগ্রাধিকার। আমাদের শিক্ষার্থীরা হবে বাংলাদেশের গর্ব এবং বিশ্বের দায়িত্বশীল নাগরিক। এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তারা শিখবে মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সহনশীলতা, পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন এবংআন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তির সংস্কৃতি।

৯৭। আমরা মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, গণিত, ইংরেজি ও তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষার মান উন্নয়ন, কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু, উচ্চশিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং ডিজিটাল শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষাসামগ্রীর প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে চাই। শিক্ষার মান উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে শিক্ষক। শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ নিশ্চিতকরণ, শিক্ষকদের মর্যাদা, কল্যাণ ও পেশাগত উন্নয়ন এবং গ্রামীণ ও দুর্গম অঞ্চলে কর্মরত শিক্ষকদের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হবে।

৯৮। আগামীর বাংলাদেশের গল্প লিখবে আজকের শিশুরা, কিশোর-কিশোরীরা, তরুণ-তরুণীরা, যুবক-যুবতীরা। তাদের মেধা, পরিশ্রম, সৃজনশীলতা এবং অদম্য সম্ভাবনাই হবে জাতির অগ্রযাত্রার প্রধান শক্তি। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এমন পরিবেশ নিশ্চিত করা, যেখানে তাদের স্বপ্ন যেন প্রেরণার অভাবে থেমে না যায় এবং প্রতিভা যেন বিকশিত হওয়ার আগেই হারিয়ে না যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা এমন আগামীর প্রজন্ম গড়ে তুলতে চাই, যারা কেবল নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়বে না, বরং সমাজ ও দেশের জন্য নতুন সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন

করবে। যারা কেবল সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে না, বরং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে; যারা সময়ের অনুসারী নয়, বরং পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেবে।

মাননীয় স্পিকার

৯৯। আমরা শিক্ষা খাতে আগামী অর্থবছরে বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশে উন্নীত করে সর্বমোট ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ৬০৬ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ছিল ৮৭ হাজার ২০৬ কোটি টাকা, জিডিপি'র ১.৩৯ শতাংশ।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

১০০। একটি স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনই টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের পূর্বশর্ত। কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও জবাবদিহিতার অভাবে দেশের স্বাস্থ্যখাত দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়েছে, যার প্রতিফলন আমরা দেখেছি কোভিড-১৯ মহামারির সময় এবং সাম্প্রতিক হাম সংক্রমণে শিশু মৃত্যুর ঘটনায়। ফ্যাসিবাদী সময়ে স্বাস্থ্য খাতে অপরিকল্পিত অবকাঠামো নির্মাণ ও উপকরণ ক্রয়ে যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে, তার একটি বড় অংশই দুর্নীতির মাধ্যমে লুটপাট করা হয়েছে, তাই স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন হয়নি। সে কারণে আজ দেশের হাসপাতালগুলো অতিরিক্ত রোগীর চাপে হিমশিম খাচ্ছে, সাধারণ মানুষ মানসম্মত চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত, আর বিপুল সংখ্যক রোগী বিদেশমুখী হওয়ায় মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। একইসঙ্গে জনগণের চিকিৎসা ব্যয়ের বড় অংশ নিজেদের পকেট থেকে বহন করতে হচ্ছে, যা অসংখ্য পরিবারকে আর্থিক সংকটে ও দারিদ্র্যের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

১০১। এই বাস্তবতা পরিবর্তনে বিএনপি সরকারের লক্ষ্য শুধু হাসপাতাল বাড়ানো নয়, বরং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে চিকিৎসা-কেন্দ্রিক ধারা থেকে প্রতিরোধ-কেন্দ্রিক ধারায় রূপান্তর করা। তাই আমাদের অঙ্গীকার হলো গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত

শক্তিশালী প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি উন্নয়ন, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, টিকাদান, ক্যান্সার ও ডায়াবেটিসসহ অসংক্রামক রোগের আগাম শনাক্তকরণ এবং জনসচেতনতার উপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া। এর মাধ্যমে রোগীর অপ্রয়োজনীয় চাপ কমবে, জনগণের উচ্চ চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস পাবে এবং সীমিত জাতীয় সম্পদের উপর চাপ কমিয়ে একটি মানবিক, আধুনিক ও সাশ্রয়ী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

১০২। জনগণের স্বাস্থ্যকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে বিএনপি সরকারের একটি ঐতিহাসিক নির্বাচনী অঙ্গীকার হলো আগামী ৫ বছরের মধ্যে সামগ্রিক স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ধাপে ধাপে জিডিপির ৫.০ শতাংশে উন্নীত করা। কারণ একটি দরিদ্র পরিবার যেন চিকিৎসা ব্যয় বহন করতে গিয়ে নিঃস্ব না হয় এটি নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমাদের সরকার স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগকে ব্যয় নয়, বরং মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জাতীয় অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্যতম প্রধান বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করছে। সে লক্ষ্যে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ জিডিপির ১.০১ শতাংশে উন্নীত করা হচ্ছে, যা একটি জনমুখী, দায়িত্বশীল ও ভবিষ্যতমুখী স্বাস্থ্যব্যবস্থা গঠনের সূচনা করবে।

মাননীয় স্পিকার

১০৩। নির্বাচনি ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে এবং শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে এক বা একাধিক আধুনিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। এই ইউনিটগুলো হবে জনগণের জন্য সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও প্রতিরোধভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবার কেন্দ্রবিন্দু। প্রতিটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিটের অধীনে থাকবে তিনটি প্রান্তিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র (কমিউনিটি ক্লিনিক), যেখান থেকে প্রশিক্ষিত কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কাররা নিয়মিত রোগ প্রতিরোধমূলক পরামর্শ, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টি সহায়তা, এবং প্রয়োজনীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবেন। এর ফলে, সাধারণ মানুষকে বড় হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল হতে হবে না, রোগ প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত হবে, চিকিৎসা ব্যয় কমবে এবং জনগণের আউট-অব-পকেট ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে।

১০৪। সর্বজনীন স্বাস্থ্য সুরক্ষার আওতায় প্রত্যেক নাগরিককে একটি করে আধুনিক "হেলথ কার্ড" প্রদান করা হবে, যা একটি সমন্বিত রোগী ব্যবস্থাপনা (Integrated Patient Management System) এবং সমন্বিত রোগী রেফারেল (Integrated Patient Referral System)-এর সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এর মাধ্যমে দেশের যেকোনো প্রাথমিক, মাধ্যমিক বা বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগীর পূর্ববর্তী চিকিৎসা ইতিহাস, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব হবে। ফলে চিকিৎসার মান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে, ভুল চিকিৎসা ও ওষুধের পুনরাবৃত্তি কমবে এবং রোগী আরও দ্রুত, সুশৃঙ্খল ও কার্যকর সেবা পাবেন। একইসঙ্গে এই ডিজিটাল স্বাস্থ্যব্যবস্থা দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যখাতে শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় স্পিকার

১০৫। জটিল রোগের বিশেষায়িত চিকিৎসা সহজলভ্য ও সুশৃঙ্খল করার লক্ষ্যে প্রতিটি জেলা হাসপাতাল এবং সংশ্লিষ্ট সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে সমন্বিতভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ 'সেকেন্ডারি স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট' হিসেবে গড়ে তোলা হবে। এই কাঠামোর আওতায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি মা, নবজাতক, শিশু ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার প্রধান কেন্দ্র হিসেবে শক্তিশালী করা হবে, যাতে অধিকাংশ জরুরি ও প্রয়োজনীয় মাতৃ ও শিশুসেবা উপজেলা পর্যায়ের মধ্যেই নিশ্চিত করা সম্ভব হয়।

১০৬। সার্জারিসহ জটিল ও বিশেষায়িত চিকিৎসাসেবা জেলা সদর হাসপাতালগুলোতে কেন্দ্রীভূত করা হবে। এর ফলে রোগীদের অপ্রয়োজনীয়ভাবে ঢাকামুখী হতে হবে না, চিকিৎসা ব্যয় ও ভোগান্তি কমবে এবং দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা আরও কার্যকর, সমন্বিত ও জনবান্ধব হবে। রোগী পরিবহনের দুর্দশা লাঘবের জন্য সরকার শীঘ্রই 'জাতীয় অ্যাম্বুলেন্স পুল ও জরুরি সেবা নেটওয়ার্ক' গঠন করবে। সরকার পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের মাধ্যমে প্রাণঘাতী ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সম্প্রসারণ করবে । এ ব্যবস্থার আওতায় সরকার নির্ধারিত ও মানসম্মত বেসরকারি হাসপাতালসমূহ থেকে কৌশলগত ক্রয়

(Strategic Purchasing)-এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা ক্রয় করবে, যাতে সরকারি হাসপাতালের দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষমাণ দরিদ্র ও নিম্নআয়ের জনগণ দ্রুত ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করতে পারেন। ফলে, একদিকে সরকারি হাসপাতালের উপর অতিরিক্ত চাপ কমবে, অন্যদিকে সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্প খরচে উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১০৭। সুস্থ, মেধাবী ও উৎপাদনশীল মানবসম্পদ গড়ে তুলতে সরকার একটি সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও আধুনিক জাতীয় পুষ্টি কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে। বাংলাদেশের পাঁচ বছরের নিচের শিশুদের খর্বাকৃতি (Stunting) মোকাবেলায় সরকার বহুমুখী ও বহু-খাতভিত্তিক একটি সমন্বিত জাতীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে। কারণ অপুষ্টি শুধু স্বাস্থ্যখাতের সমস্যা নয়, এটি খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, কৃষি, সামাজিক সুরক্ষা, নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং জনসচেতনতার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। এই কর্মসূচির আওতায় গর্ভাবস্থায় মাতৃ পুষ্টি উন্নয়ন, কিশোরী মেয়েদের পুষ্টি ও রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধ, নিরাপদ মাতৃত্ব, শিশুর তীব্র অপুষ্টির চিকিৎসা, মার্তৃদুগ্ধ পানে উৎসাহ প্রদান, পরিপূরক খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং খাদ্য ও পুষ্টি শিক্ষা জোরদার করা হবে।

১০৮। দেশের সাধারণ মানুষের জন্য মানসম্মত ওষুধের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং ওষুধের মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখাকে বর্তমান সরকার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছে। এ লক্ষ্যে 'অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের জাতীয় তালিকা' হালনাগাদকরণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী ওষুধনীতি প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে, যাতে জনগণ নিরাপদ, কার্যকর ও সাশ্রয়ী মূল্যের ওষুধ পেতে পারেন। বাংলাদেশের ওষুধ শিল্প স্থানীয় চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ওষুধ ও সংশ্লিষ্ট পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে এ খাত দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমান সরকার এ শিল্পকে আরও শক্তিশালী করতে API (Active Pharmaceutical Ingredient) শিল্প পার্কসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, গবেষণা, বিনিয়োগ ও নীতিগত সহায়তা অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি দেশব্যাপী একটি টেকসই ও আধুনিক ওষুধ ও ভ্যাকসিন সরবরাহ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে, যাতে

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও সময়মতো প্রয়োজনীয় ওষুধ ও টিকা পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়।

১০৯। আমাকে অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে বলতে হচ্ছে যে, বিগত সরকারগুলোর টিকা সংগ্রহ ও টিকাদান কার্যক্রম বাস্তবায়নে অবহেলা ও যথাযথ পরিকল্পনার অভাবে দেশজুড়ে হাম-এর প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং শিশু মৃত্যুর মতো হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যেই প্রায় শতভাগ শিশুকে হাম-রুবেলা টিকা প্রদান করছে। এই সাফল্য আমাদের টিকাদান ব্যবস্থার সক্ষমতা পুনর্গঠন এবং শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

মাননীয় স্পিকার

১১০। মানসম্পন্ন, মানবিক ও আধুনিক চিকিৎসক তৈরির লক্ষ্যে এমবিবিএস শিক্ষার বর্তমান কারিকুলামে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনা হবে। এ লক্ষ্যে ইন্টিগ্রেটেড মডিউলার পদ্ধতি, আধুনিক ক্লিনিক্যাল শিক্ষাব্যবস্থা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI)-ভিত্তিক চিকিৎসা জ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (BMDC)-এর তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষজ্ঞ প্যানেল গঠন করে এমবিবিএস কারিকুলামকে যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে একটি আধুনিক, দক্ষতা-ভিত্তিক ও ভবিষ্যতমুখী নতুন এমবিবিএস কারিকুলাম চালুর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে বিডিএস ও অ্যালাইড হেলথ শিক্ষার কারিকুলামও হালনাগাদ করা হবে।

১১১। মেডিকেল ও ডেন্টাল শিক্ষাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সহজলভ্য করতে ছাত্রছাত্রীদের জন্য শিক্ষাঋণ ও ব্যাংক ঋণ সুবিধা চালু করা হবে। এছাড়া বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য গমনকারী মেধাবী শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বিশেষ ব্যাংক ঋণ কর্মসূচি চালুর পরিকল্পনাও গ্রহণ করা হচ্ছে, যাতে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কোনো মেধাবী শিক্ষার্থীর অগ্রযাত্রার পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

১১২। দেশের সকল সরকারি মেডিক্যাল কলেজকে আধুনিক, মানসম্মত ও শিক্ষাবান্ধব প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত সংস্কার ও অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বিশেষভাবে পুরাতন মেডিক্যাল কলেজসমূহের একাডেমিক ভবন, ছাত্রাবাস, ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি, হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ সুবিধাসমূহ আধুনিকায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ও প্রশিক্ষণরত চিকিৎসকদের জন্য একটি নিরাপদ, উন্নত ও মানসম্পন্ন শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

১১৩। দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্থ অব্যবহৃত অবকাঠামো ব্যবহার করে ৫টি আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মেডিক্যাল ও ডেন্টাল শিক্ষার্থী এবং ইন্টার্ন চিকিৎসকদের গ্রামীণ বাস্তবতা ও কমিউনিটি স্বাস্থ্যব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত করতে কমিউনিটি মেডিসিন শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বাধ্যতামূলক গ্রামীণ আবাসিক প্রশিক্ষণ (Residential Field Site Training - RFST) কার্যক্রম পরিচালনায় এসব অবকাঠামো ব্যবহার করা হবে। এর মাধ্যমে ভবিষ্যৎ চিকিৎসকদের মধ্যে গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্যচাহিদা সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান, মানবিক মূল্যবোধ ও সেবার মানসিকতা আরও শক্তিশালী হবে।

১১৪। স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন অব্যবহৃত ১৯২টি স্থাপনা ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে হস্তান্তর করা হয়েছে। জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকার এসব স্থাপনাকে পর্যায়ক্রমে আধুনিক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা ইউনিট হিসেবে চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) মডেলের মাধ্যমে এসব কেন্দ্র পরিচালনা করা হবে, যাতে দক্ষ ব্যবস্থাপনা, মানসম্মত সেবা এবং দ্রুত কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায়।

১১৫। দেশব্যাপী মানসম্মত ও জনমুখী স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সরকার স্বাস্থ্যখাতে প্রয়োজনীয় সহায়ক জনবল নিয়োগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। দেশের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিনের শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যে

অবিলম্বে ৫,০০০ এমবিবিএস চিকিৎসক নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে বিশেষ করে উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে চিকিৎসক সংকট উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে এবং সাধারণ মানুষ আরও দ্রুত ও মানসম্মত চিকিৎসাসেবা পাবেন।

১১৬। নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী নতুন করে আরও ১ লক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নারী ও শিশু স্বাস্থ্যসেবা, কমিউনিটি পর্যায়ের সেবা এবং প্রতিরোধভিত্তিক স্বাস্থ্যব্যবস্থা জোরদারের লক্ষ্যে মোট নিয়োগের প্রায় ৮০ শতাংশ নারী স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই সারাদেশে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণ ও মাতৃস্বাস্থ্য সুরক্ষা জোরদারের লক্ষ্যে নতুনভাবে ৯৪১টি সিনিয়র স্টাফ নার্স এবং ৯৪৭টি মিডওয়াইফ পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১১৭। আমাদের সরকার বিশ্বাস করে যে, একটি শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হলো উচ্চমানের নার্সিং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। তাই নার্সিং শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে সরকার বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। এ উদ্দেশ্যে নার্সিং শিক্ষকদের আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য কানাডা সরকারের সহযোগিতায় একটি বিশেষায়িত নার্স শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নার্সিং ও মিডওয়াইফারি খাতে উচ্চশিক্ষা ও পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সরকারি ২৫টি নার্সিং কলেজে ২ বছর মেয়াদি এমএসসি ইন নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে এবং আরও ৮টি সরকারি নার্সিং কলেজে এ কোর্স চালুর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। পাশাপাশি ৪টি নার্সিং কলেজে ৪ বছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং কোর্স চালু করা হয়েছে। সরকার পর্যায়ক্রমে নার্সিং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক ল্যাব ও সিমুলেশন সুবিধা বৃদ্ধি, ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা চালু এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কারিকুলাম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের নার্সিং শিক্ষাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

১১৮। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে কেয়ারগিভারের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা সম্ভব হলে একদিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হবে এবং একইসাথে প্রবাস আয় অর্জনের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। দেশেও কেয়ারগিভারের চাহিদাও প্রতিনিয়ত বাড়ছে। স্থানীয় ও বৈদেশিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশের শিক্ষিত বেকার-যুবক যুবতিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৪ মাস মেয়াদি 'জেনারেল কেয়ার গিভার' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর-এ কর্মরত ৬০ হাজার সেবা প্রদানকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১১৯। বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০১২ হালনাগাদকরণপূর্বক বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০২৫ প্রকাশিত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে শূন্য অপূর্ণ চাহিদা, শূন্য প্রতিরোধযোগ্য মাতৃমৃত্যু এবং শূন্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা অর্জনের লক্ষ্যে অধিকারভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনা সেবার ন্যায়সংগত ও অন্তর্ভুক্তিসমূহ প্রবেশাধিকার নিশ্চিতের জন্য বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফ্যামিলি প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজি ২০২৫-২০৩০ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত স্ট্র্যাটেজির আলোকে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমকে কর্মকাণ্ডকে ঢেলে সাজানো হবে। জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) কর্তৃক বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও স্বাস্থ্যসেবা জরিপ (BMMS), বাংলাদেশ জনমিতি ও স্বাস্থ্য জরিপ (BDHS) ২০২৬-২৭, বাংলাদেশ স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান জরিপ (BHFS) ২০২৬-২৭ ইত্যাদি গবেষণা ও জরিপ সম্পাদন করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

১২০। দেশের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং আমদানিনির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার চিকিৎসা সরঞ্জাম ও মেডিকেল ডিভাইস শিল্পকে একটি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত শিল্পখাত হিসেবে উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে দেশের অধিকাংশ

চিকিৎসা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়, যার ফলে বিপুল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হচ্ছে। অথচ দেশে সিরিঞ্জ, ব্লাড প্রেসার মেশিন, অক্সিমিটার, মেডিকেল ল্যাবের বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, ভেন্টিলেটর, এক্স-রে মেশিন, ইসিজি মেশিন, হাসপাতাল বেড, ডায়াগনস্টিক কিট ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

১২১। ঔষধ শিল্পের রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্ন শুল্ক ও কর সুবিধার পাশাপাশি, রপ্তানির ক্ষেত্রে বিশেষ প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এছাড়া আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন টেস্টিং ও সার্টিফিকেশন ল্যাব স্থাপন, অনলাইন লাইসেন্সিং ব্যবস্থা চালু, বিশেষায়িত মেডিকেল টেকনোলজি পার্ক প্রতিষ্ঠা এবং স্বল্পসুদে অর্থায়ন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনেও সরকার বিশেষ গুরুত্ব দেবে। সরকার বিশ্বাস করে, ওষুধ শিল্পের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় চিকিৎসা সরঞ্জাম শিল্পও বাংলাদেশের নতুন রপ্তানিমুখী প্রবৃদ্ধির খাতে পরিণত হবে এবং স্বাস্থ্যসেবা, কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় স্পিকার

১২২। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ৬৯ হাজার ৪০৯ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা জিডিপির ১.০২ শতাংশ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৩৫ হাজার ৪৭৭ কোটি টাকা, জিডিপি'র ০.৫৮ শতাংশ।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

কৃষি খাত

মাননীয় স্পিকার

১২৩। আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো কৃষিকে জাতীয় সমৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তিতে পরিণত করা। দেশের অর্থনীতি ও খাদ্য নিরাপত্তার মূলভিত্তি এই কৃষি খাতকে আমরা একটি আত্মনির্ভর, জলবায়ু-সহিষ্ণু ও প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর। এই রূপরেখায় কৃষকের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসে সার, বীজ ও সেচসহ কৃষি উপকরণের সুলভ মূল্য নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য নিরসন এবং আধুনিক বিপণন ও হিমাগার অবকাঠামো গড়ে তোলার ওপর আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা কৃষকগণকে কেবল উৎপাদনকারী নয়, বরং ক্ষমতায়িত উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে কার্যকর নীতি গ্রহণ করেছি। সর্বোপরি, উত্তম কৃষি চর্চার মাধ্যমে নিরাপদ খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিতকরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির টেকসই রূপান্তর আমাদের অভীষ্ট।

১২৪। কৃষি খাতে মৌলিক রূপান্তর আনতে এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ১০টি সেবা পৌঁছে দিতে সরকার পহেলা বৈশাখ ১৪৩৩ (১৪ এপ্রিল ২০২৬) থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘কৃষক কার্ড’ কর্মসূচি চালু করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এই কর্মসূচির প্রি-পাইলটিং হিসেবে দেশের আটটি বিভাগের ১০টি জেলার ১১টি উপজেলার ১১টি ব্লকে ২২ হাজার ৬৫ জন কৃষককে কার্ড প্রদান করা হয়েছে। মৎস্যচাষি, প্রাণিসম্পদ খামারি এবং লবণচাষিদেরও এই বিশেষ কার্ডের আওতায় আনা হয়েছে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০০ উপজেলায় ৪২.৫ লক্ষ কৃষককে ‘কৃষক কার্ড’ প্রদান করা হবে এবং দেশের সকল কৃষককে পর্যায়ক্রমে ‘কৃষক কার্ড’ প্রদান করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই কার্ডের মাধ্যমে ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষকগণ প্রতি বছর একবার ২,৫০০ টাকা করে নগদ সহায়তার পাশাপাশি আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুত আরও ১০ ধরনের বহুমুখী সুবিধা পাবেন। আমি ২০২৬-২৭

অর্থবছরে প্রাথমিকভাবে কৃষক কার্ড বাবদ ১ হাজার ৬২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

১২৫। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী শস্য, ফসল, মৎস্য ও পশুপালন খাতে গৃহীত সর্বোচ্চ ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ সুদসহ মওকুফ কর্মসূচি ইতোমধ্যেই বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং এ বাবদ চলতি অর্থ বছরে ১ হাজার ৫৬৭ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এর ফলে, কৃষি উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাবের পাশাপাশি গ্রামীণ অর্থনীতিতে নতুন গতি সঞ্চারিত হয়েছে। এছাড়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা এবং কৃষি উৎপাদনে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি বীমা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

১২৬। কৃষি খাতকে শক্তিশালী করতে তফশিলি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করা হবে। আমদানি নির্ভরতা হ্রাসে ডাল, তৈলবীজ, মশলা ও ভুট্টা চাষে ৪ শতাংশ রেয়াতি সুদে ঋণ প্রদান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণ চাষে ৪ শতাংশ এবং পার্বত্য জেলায় কৃষকদের জন্য বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ৫ শতাংশ সুদে ঋণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখাসহ সম্প্রসারণ করা হবে। কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় বিনামূল্যে বীজ, সার ও অন্যান্য উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ভর্তুকির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে ও সাশ্রয়ী উৎপাদন নিশ্চিতে আমরা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কর্মসূচি জোরদার করেছি। এছাড়া, কৃষিপণ্যের বহুমুখীকরণের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি, পচনশীল পণ্যের জন্য কোল্ড স্টোরেজ ও কোল্ড চেইন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সার, বীজ ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ বিতরণ, কৃষি পুনর্বাসন ও প্রণোদনা কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পাদনের লক্ষ্যে কৃষক ডাটাবেজ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি ক্ষেত্রে ঋণপ্রবাহ অব্যাহত রাখতে পুনর্ভরণ কর্মসূচির মাধ্যমে সুদ ভর্তুকি প্রদান করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

১২৭। ইতোপূর্বে বিএনপি সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত 'স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খনন কর্মসূচি' বাংলাদেশের একটি সফল সামাজিক আন্দোলনের নাম যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পুনরায় চালু করেছেন। এ কর্মসূচির আওতায় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়ও ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর চাপ হ্রাস পাবে, প্রাকৃতিক পানিপ্রবাহ পুনরুদ্ধার, জলাবদ্ধতা নিরসন ও সেচ ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি হবে এবং এর ফলে কৃষি উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া, পরিবেশবান্ধব সেচ ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করতে ৯৮টি সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্প এবং ২৭টি সৌরশক্তিচালিত ডাগ-ওয়েল স্থাপন করা হবে। ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির (যেমন: ড্রিপ ইরিগেশন, একুয়েফার রিচার্জ) প্রসার ঘটানো হবে।

১২৮। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে ভর্তুকি মূল্যে কৃষক পর্যায়ে সার সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP) এর সহায়তায় বিনামূল্যে রাশিয়া থেকে ৩০ হাজার মেট্রিক টন সার সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রণোদনা বাবদ কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। মাটির স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষায় জৈব সার, সবুজ সার ও জীবাণু সারের ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা হবে।

১২৯। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ও উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ফসল সংগ্রহোত্তর (post-harvest) ক্ষতি কমিয়ে আনা হচ্ছে। আমরা সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে আধুনিক সংরক্ষণাগার, প্যাকেজিং হাউজ, কুল চেইনসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধামূলক স্থাপনা নির্মাণকে উৎসাহিত করছি। আম চাষীদের জন্য বরেন্দ্র অঞ্চলে বিশেষ হিমাগার স্থাপন করা হবে। কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় প্যাকিং হাউজে স্থাপিত উদ্ভিদ সংগনিরোধ ল্যাবরেটরিকে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করা হচ্ছে।

১৩০। কৃষি গবেষণাকে গুরুত্ব প্রদান করে প্রতি বছর নতুন নতুন উচ্চ ফলনশীল ও প্রতিকূলতা সহনশীল জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

মোকাবিলায় লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনে কৃষি গবেষণা জোরদারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে 'এগ্রোপ্রেনারশীপ স্টার্ট-আপ নীতিমালা' এবং বৃহৎ পরিসরে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও কৃষিঋণের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করতে 'কৃষি সমবায় নীতিমালা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

মাননীয় স্পিকার

১৩১। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। এ বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও আমাদের সরকার এ বিষয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ। এ লক্ষ্যে সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ৩৮.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন, যা ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪১.২৯ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ডিজিটাল খাদ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে 'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে সকল উপজেলায় কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয় ও নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে খাদ্য গুদামের মোট ধারণ ক্ষমতা ছিল ২৩.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন, এটি বৃদ্ধি করে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২৪.৫০ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৩২। দারিদ্র্য বিমোচন এবং স্বল্প আয়ের মানুষকে মূল্যস্ফীতির চাপ থেকে সুরক্ষা দিতে ইতোমধ্যে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৫ লক্ষ উপকারভোগী পরিবারকে কর্মাভাবকালীন ৬ মাসে ১৫ টাকা কেজি দরে প্রতিমাসে ৩০ কেজি চাল প্রদান করা হচ্ছে। চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ৪১৯ উপজেলায় অতিরিক্ত OMS কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় প্রতিদিন ভর্তুকিমূল্যে প্রতি কেজি চাল ৩০

টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। এছাড়া, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য খাদ্য প্রাপ্তি সহজ করার উদ্দেশ্যে সারা দেশে ১ হাজারের বেশি বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে ভর্তুকিমূল্যে চাল ও আটা সরবরাহ অব্যাহত রাখা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ভোক্তাদের স্বচ্ছ তালিকা প্রস্তুতকরণে ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এর পাশাপাশি 'খাদ্যবান্ধব বিতরণ' অ্যাপ এর মাধ্যমে খাদ্যশস্য বিতরণের পাইলটিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। খাদ্যশস্যের বাজারদর পর্যবেক্ষণে অনলাইন মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

মাননীয় স্পিকার

১৩৩। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতকে আমরা জাতীয় অগ্রাধিকার হিসেবে নির্ধারণ করেছি। দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের শতভাগ যোগান নিশ্চিতকরণসহ পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই খাতের ভূমিকা অপরিসীম। মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে ৫৬ লক্ষ ৩৫ হাজার মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন।

১৩৪। সুনীল অর্থনীতির ওপর গুরুত্বারোপ করে সরকার গভীর সমুদ্রে টুনা ও পেলাজিক মাছ আহরণে বাণিজ্যিক ভেসেল পরিচালনা, সামুদ্রিক শৈবাল চাষের সম্প্রসারণ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে মৎস্য রপ্তানি আয় ১ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য রক্ষার লক্ষ্যে কুয়াকাটা ও সলিমপুরকে নতুন সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা এবং মাতারবাড়িতে আধুনিক মৎস্য বন্দর স্থাপনের মাধ্যমে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। সমুদ্র সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে 'Improvement of Fish Landing Center of Bangladesh Fisheries Development Corporation in Cox's Bazar District' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৩৫। দেশের মৎস্য বৈচিত্র্য রক্ষায় সরকার বিলুপ্তপ্রায় দেশীয় মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও জীনপুল সংরক্ষণে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছের বংশবৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে ৮টি বিভাগে বিল নার্সারি স্থাপন ও অভয়াশ্রম রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। সরকার দেশীয় প্রজাতির মাছের নার্সারি ব্যবস্থাপনা ও বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদ কৌশল উন্নয়ন করবে, যা আমাদের হারিয়ে যাওয়া দেশীয় মাছের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা পুনরুজ্জীবিত করবে।

১৩৬। আমরা প্রকৃত মৎস্যজীবী ও কৃষকদের সুরক্ষায় 'জাল যার জলা তার' নীতির ভিত্তিতে জলমহাল, উপকূলীয় খাল ও হাওরগুলো স্থানীয় মৎস্যজীবী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য উন্মুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই খাতের টেকসই প্রবৃদ্ধি ও জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি করে হাওর ও সুন্দরবন এলাকা নতুন করে অন্তর্ভুক্তিসহ মোট ১৫ লক্ষ জেলে পরিবারকে ভিজিএফ সুবিধার আওতায় আনা হচ্ছে। মৎস্য চাষিদের ঝুঁকি মোকাবিলায় দেশে প্রথমবারের মতো মৎস্য বিমা স্কিম চালু এবং বাণিজ্যিক মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ খাত

মাননীয় স্পিকার

১৩৭। দেশের ক্রমবর্ধমান নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিএলআরআই (BLRI) কর্তৃক উদ্ভাবিত এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ও গোট পক্স ভ্যাকসিন ট্রায়াল সম্পন্ন করে দ্রুতই মাঠ পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। পাশাপাশি প্রতি উপজেলায় পর্যাপ্ত প্রাণী রোগ প্রতিষেধক ঔষধের যোগান নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রচেষ্টা গ্রহণ করছে। হাঁস-মুরগি ও মৎস্য খামারের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত

‘ফিড’ উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

মাননীয় স্পিকার,

১৩৮। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট ৪৩ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করার প্রস্তাব করছি যা জিডিপির ০.৬৩ শতাংশ, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ৩৭ হাজার ১২৬ কোটি টাকা (জিডিপির ০.৬১ শতাংশ)।

সামাজিক নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক সুরক্ষা

মাননীয় স্পিকার

১৩৯। দেশের সাধারণ জনগণকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনীতির মূলধারায় নিয়ে আসা আমাদের উন্নয়ন দর্শনের অন্যতম লক্ষ্য। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে অবস্থান করছে। সম্পদের সুষম বণ্টন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিই মূলতঃ এ ধরনের বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। আমাদের লক্ষ্য সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা। অতি দারিদ্র্যের হার দ্রুত কমিয়ে আনতে বর্তমান সরকার সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদের (ঘ)-এর আলোকে সামাজিক নিরাপত্তা খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে।

১৪০। দেশের বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী ও টেকসই নয়। এজন্য আমাদের সরকার একটি মানবিক, ন্যায়সংগত ও মর্যাদাভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা

কাঠামো গড়ে তুলতে চায়, যেখানে রাষ্ট্র প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও জীবিকা রক্ষায় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। এ ক্ষেত্রে 'জীবনচক্রভিত্তিক পদ্ধতি' অনুসরণে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা হবে, যেখানে একজন নাগরিকের জন্ম থেকে জীবনকালের প্রতিটি ধাপ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় অন্তর্ভুক্ত হবে। আমাদের সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামোর মূল দর্শন-'অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও স্বনির্ভরতা' (Economic empowerment and self-reliance) অনুসরণপূর্বক আমরা নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চাই।

মাননীয় স্পিকার

১৪১। সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে আমাদের সরকারের সিগনেচার প্রোগ্রাম হলো 'ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচি', যার কার্যক্রম সরকার গঠনের ১ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। এর মূল দর্শন হলো "ব্যক্তি নয়, পরিবারই উন্নয়নের মূল একক" । ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের প্রকৃত দরিদ্র পরিবারগুলোকে চিহ্নিত করে তাদের খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্বাবলম্বীকরণের সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। বর্তমানে দেশে প্রচলিত ৯০ টিরও বেশি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মধ্যে বিদ্যমান সমন্বয়হীনতা, একই ব্যক্তির একাধিক সুবিধা গ্রহণ (Double-dipping) এবং উল্লেখযোগ্য শতাংশ প্রকৃত দরিদ্রদের বাদ পড়ার মতো ত্রুটিগুলো দূর করে একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ে তোলাই এ কর্মসূচির লক্ষ্য। ২০৩০ সালের মধ্যে পর্যায়ক্রমে 'ফ্যামিলি কার্ড' কর্মসূচি দেশব্যাপী বিস্তৃত করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে এই কার্ডটি সরাসরি পরিবারের 'মা' বা 'নারী প্রধান' সদস্যের নামে ইস্যু করা হচ্ছে।

১৪২। আপনারা ইতোমধ্যেই জেনেছেন যে, এই কার্ডের মাধ্যমে G2P (Government to person) পদ্ধতিতে মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা করে ভাতা

সরাসরি মোবাইল বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রদান করা হচ্ছে। এ হার বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতার হার অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ। এছাড়া ফ্যামিলি কার্ডে Family Tree সম্পর্কিত তথ্যাদি অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে। ফ্যামিলি কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে আমরা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির অন্যান্য ভাতাকার্যক্রমকে প্রতিস্থাপন করতে চাই এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এ কার্ডকে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি "সর্বজনীন সোশ্যাল আইডি কার্ড" হিসেবে রূপান্তর করতে চাই। এ পর্যন্ত ৬০,০৪৪ জন পরিবারের নারী প্রধান এ কার্ডের মাধ্যমে ভাতা প্রাপ্ত হচ্ছেন। আগামী অর্থবছরের মধ্যে আমি ৪১ লক্ষ নারীকে ফ্যামিলি কার্ড প্রদান এবং এ বাবদ আগামী বাজেটে ১৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

১৪৩। আগামী অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৬২ লক্ষে এবং ভাতার হার ৫০ টাকা বৃদ্ধি করে ৭০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি। একইভাবে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ বৃদ্ধি করে ৩০ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার হার ৬৫০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৭০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি। প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ৩৪.৫ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৮ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার হার ৯০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১০০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৮১ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ১ লক্ষে এবং মাসিক ভাতার হার ১০০-১৫০ টাকা বৃদ্ধি করে প্রাথমিক স্তরে ১ হাজার টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ১ হাজার ১০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১ হাজার ২০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১ হাজার ৪০০ টাকা করার প্রস্তাব করছি।

১৪৪। আমরা গর্ভবতী মা ও নবজাতক শিশুদের সুরক্ষার জন্য "মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি" এর মাধ্যমে মাসিক ৮৫০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করছি। আগামী অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার বৃদ্ধি করে মোট ১৮,৯৫,২০০ জন করার এবং এ খাতে আগামী অর্থ বছরে ১ হাজার ৯৪৪ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার

প্রস্তাব করছি। এছাড়া, ক্যানসারসহ ৬টি দুরারোগ্য ব্যাধির সহায়তা কার্যক্রমের উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৫ হাজারে উন্নীত করেছি এবং এককালীন আর্থিক সহায়তার পরিমাণ ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। সমাজের প্রতিটি নাগরিককে আর্থিক সুরক্ষা বলয়ের মধ্যে নিয়ে আসা এবং কেউ যাতে উন্নয়নের সুফল হতে বঞ্চিত না হয় - আমাদের সরকার তা নিশ্চিত করবে।

মাননীয় স্পিকার

১৪৫। জাতি গঠনে সিনিয়র সিটিজেনদের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের সরকার তাদের কল্যাণে সদা সচেষ্ট। তাই আমি ৬৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য সরকারি মালিকানাধীন গণপরিবহন তথা ট্রেন ও মেট্রোরেলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভাড়া ২৫ শতাংশ হ্রাসের প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

১৪৬। বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতা সম্প্রসারণ, মূল্যস্ফীতির নিরিখে ভাতার হার বৃদ্ধি, উপকারভোগী নির্বাচন থেকে শুরু করে ভাতা বিতরণ পর্যন্ত কার্যক্রমে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এটিকে আধুনিক ও টেকসই করা হবে। অধিকন্তু, সমাজের অবহেলিত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়কে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা হয়েছে। আমাদের সরকার বেসরকারি খাতে নিয়োজিত ব্যক্তিদের পেনশনের আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাকে আরও আকর্ষণীয় করতে 'পেনশন ফান্ড' ব্যবস্থাপনা উন্নত করা এবং মোট অর্থের ৩০ শতাংশ এককালীন গ্র্যাচুয়িটি হিসেবে প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এছাড়াও, সরকার হতদরিদ্র এতিম শিশুদের জন্য রাষ্ট্রীয় ভরণপোষণ তহবিল গঠন এবং পিতা মাতার ভরণপোষণ আইন, ২০১৩ এর দুর্বলতা দূর করা ও কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

১৪৭। সরকার মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণ ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করছে। সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের মাসিক সম্মানী ২০ হাজার টাকা অপরিবর্তিত রাখার এবং খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা যেমন বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম,বীর বিক্রম ও বীর প্রতিক এর পরিবারকে প্রদেয় ভাতার হার ৫ হাজার টাকা করে বৃদ্ধি যথাক্রমে ৪০ হাজার, ৩০ হাজার, ২৫ হাজার ও ২৫ হাজার করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা, চিকিৎসা সেবা ও দাফন অনুদানসহ বিভিন্ন সুবিধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। MIS পদ্ধতিতে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বিত তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে এবং G2P প্রক্রিয়ায় সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। যুদ্ধাহত, খেতাবপ্রাপ্ত ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা EFT প্রক্রিয়ায় প্রদান করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঋণ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। সরকার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আবাসন নিশ্চিত করতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪,৭৩০টি বীর নিবাস নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে।

১৪৮। জুলাই গণভ্যুত্থানে শহিদ পরিবারদের মাসিক ২০ হাজার টাকা এবং এ, বি ও সি ক্যাটাগরিতে আহতদের যথাক্রমে ২০, ১৫ ও ১০ হাজার টাকা মাসিক ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী বাজেটে উহা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে ভাতাভোগীর সংখ্যা ১,৮৫৭ জন বৃদ্ধি করে ১৬,৫১৩ জন করার প্রস্তাব করছি। এছাড়া জুলাই গণভ্যুত্থানে শহিদ পরিবার এবং কর্মক্ষমতা হারানো জুলাই যোদ্ধাদের পরিবারের আবাসনের জন্য চলমান প্রকল্পের অংশ হিসেবে আগামী অর্থবছরে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

১৪৯। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে অধিকতর স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ সিঙ্গেল রেজিস্ট্রি সিস্টেম চালু করেছে। এর মাধ্যমে উপকারভোগীর মোবাইল বা ব্যাংক একাউন্টে সরাসরি অর্থ প্রেরণ করা হচ্ছে। এ সিস্টেমে প্রায় ৪ কোটি উপকারভোগীর তথ্য সংরক্ষিত আছে এবং আরও ২ কোটি নাগরিকের তথ্য যাচাইয়ের সুযোগ রয়েছে। ফলে দ্বৈততা পরিহার, একাউন্ট যাচাই ও উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। পাশাপাশি, অর্থ বিভাগ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ডায়নামিক সোশ্যাল রেজিস্ট্রি (ডিএসআর) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে, যেখানে নাগরিকরা যে কোনো জায়গা থেকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। এ সিস্টেমের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দারিদ্র্যের মাত্রা নির্ণয় করে সঠিক উপকারভোগী নির্বাচন করা যাবে।

মাননীয় স্পিকার

১৫০। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১ লক্ষ ৪৪ হাজার ৩৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। বিগত ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত

বিদ্যুৎ

মাননীয় স্পিকার

১৫১। শিল্পোৎপাদনসহ প্রায় সকল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রধান চালিকাশক্তি হলো নিরবচ্ছিন্ন ও সাশ্রয়ী বিদ্যুৎ। ফ্যাসিবাদী সরকারের অপরিকল্পিত বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি এবং এ খাতে সীমাহীন দুর্নীতি, লুটপাট, অব্যবস্থাপনা ও অনিয়মের ফলে বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বিদ্যুৎ খাতে হরিলুট ও অর্থ পাচার হয়েছে। এ সময়ে সম্পাদিত বেশ কিছু মেগা প্রকল্পে একতরফা ও বিতর্কিত শর্ত যুক্ত থাকায় বিদ্যুৎ আমদানি ও ক্রয়ে অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা আমাদের উপর চেপে বসেছে। জীবাশ্ম জ্বালানির উপর অতি মাত্রায় নির্ভরতাও এ খাতে ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। উৎপাদন ব্যয় ও বিক্রয়মূল্যের পার্থক্যের কারণে চলতি অর্থবছরে এ খাতে ভর্তুকির পরিমাণ ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গিয়েছে। বর্তমানে দেশের স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৮,৯১৯ মেগাওয়াট (আমদানি ও অন-গ্রিড নবায়নযোগ্যসহ) হলেও নিরবচ্ছিন্ন ও মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ এখনো নিশ্চিত হয়নি।

মাননীয় স্পিকার

১৫২। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। বিদ্যুতখাতে দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রতিরোধপূর্বক এই খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতির সাথে জড়িতদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা গ্রহণসহ নিবিড় মনিটরিং করা হচ্ছে। আমরা অদক্ষ বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোকে বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছি, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন করছি এবং সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন বা 'লিস্ট কস্ট জেনারেশন' পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ক্যাপাসিটি চার্জ ও বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি

পর্যালোচনার মাধ্যমে এ খাতে আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও, সঞ্চালন ও বিতরণ নেটওয়ার্কের পূর্ণাঙ্গ আধুনিকায়ন এবং স্মার্ট গ্রিড উন্নয়নের মাধ্যমে সিস্টেম লস কমিয়ে সরবরাহের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানো হবে। দুর্গম ও দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুতায়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৫৩। বিদ্যুৎ খাতের ট্যারিফ যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র পদ্ধতিতে বিদ্যুকেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে মেট্রোপলিটন এলাকাগুলোতে বিতরণ লাইন ও সাবস্টেশনসমূহ ভূ-গর্ভস্থ করার কাজ চলমান রয়েছে। SCADA/GIS/AMI ইন্টিগ্রেশনসহ সর্বনিম্ন ব্যয়ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে সর্বোত্তম জ্বালানি মিশ্রণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Power Sector Strategy Paper (2026-2050) এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। গ্রাহক সেবা সহজতর করতে নতুন সংযোগ ও বিল পরিশোধের পুরো প্রক্রিয়াকে অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৫৪। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি গ্যাসভিত্তিক। স্থানীয় গ্যাসের মজুদ কমে যাওয়ার ফলে বিদেশ থেকে এলএনজি আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। এপ্রেক্ষিতে নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দেশীয় উৎস সমূহের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি আমদানির নির্ভরতা কমিয়ে আনা হবে। নবায়নযোগ্য জ্বালানির যন্ত্রাংশসমূহ যথা- সোলার, উইন্ড এবং ব্যাটারি প্ল্যান্ট দেশে উৎপাদনে বিনিয়োগকারীদের সহযোগিতা ও প্রণোদনা প্রদান করা হবে। সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ২০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। পাশাপাশি ২০৫০ সালের মধ্যে ৩০ শতাংশ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের পরিকল্পনা রয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে রুফটপ সোলার কার্যক্রম জোরদারকরণ, উপকূলীয় ও এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহে বায়ু বিদ্যুৎ সমীক্ষা বাস্তবায়ন, বৃহৎ ইউটিলিটি স্কেল সৌরপ্রকল্প বাস্তবায়ন, বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত সার্ভে, সমীক্ষা পাইলট প্রকল্প ও বাণিজ্যিক প্রকল্প বাস্তবায়ন, জাতীয় এনার্জি

স্টোরেজ রোডম্যাপ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, গ্রিড ফ্লেক্সিবিলিটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জ্বালানি-দক্ষ যন্ত্রপাতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং মনোনীত ভোক্তা (Designated Consumer)-শিল্পপ্রতিষ্ঠানে জ্বালানির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে জ্বালানি নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

১৫৫। সরকার বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও মানসম্মত সরবরাহ নিশ্চিত করতে ২০৩০ সালের মধ্যে উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পাশাপাশি সঞ্চালন লাইন ২৫,০০০ সার্কিট কিলোমিটারে সম্প্রসারণে কাজ করছে। এছাড়াও ২৪০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। ইতোমধ্যে একটি চুল্লিতে ফুয়েল রড প্রবেশ করানো হয়েছে, যা থেকে আগামী আগস্ট ২০২৬ নাগাদ ৩০০ মেগাওয়াট এবং জানুয়ারি ২০২৭ নাগাদ ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে যুক্ত হবে। সামগ্রিকভাবে স্বনির্ভর, সাশ্রয়ী, নিরবচ্ছিন্ন, পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমাদের সরকার কাজ করছে।

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

মাননীয় স্পিকার

১৫৬। ফ্যাসিবাদী সরকারের জ্বালানি খাতে দীর্ঘস্থায়ী ভুল নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, আমদানি নির্ভরতা জ্বালানি খাতকে গভীর সংকটে ফেলেছে। এ সময় শুধুমাত্র তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (LNG) এবং জ্বালানি তেল আমদানির ওপর জোর দেওয়া হয়। দেশের নিজস্ব স্থলভাগ ও বঙ্গোপসাগরে গ্যাস অনুসন্ধানে, জ্বালানি তেল রিফাইনিং ও মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। সাম্প্রতিক মধ্যপ্রাচ্যে ভূ-রাজনৈতিক সংকটের ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল (ডিজেল) ও এলএনজি'র স্পট মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণ জনগণের কষ্টের কথা বিবেচনা করে আমরা জ্বালানি খাতে বিপুল পরিমাণ ভর্তুকি

প্রদান করেছি এবং জ্বালানি তেলের মূল্য সামান্য সমন্বয় করেছি। অন্যদিকে গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক ও মূল্য অপরিবর্তিত রেখেছি।

মাননীয় স্পিকার

১৫৭। সরকার জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জ্বালানি তেল রিফাইনিং সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ আমদানি উৎস বহুমুখীকরণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আমরা জ্বালানির কৌশলগত মজুত ব্যবস্থা গড়ে তুলবো। দেশের ভেতরে ও সমুদ্রে গ্যাস অনুসনন্ধান ও উত্তোলনে প্রাধান্য দিচ্ছি। দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার প্রদান করছি।

১৫৮। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিমিটেড (বাপেক্স)-এর মাধ্যমে ২০২৫-২৬ থেকে ২০২৭-২৮ পর্যন্ত সময়ে ২৭০ কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ৭০০ লাইন কি.মি. টু-ডি (2D) সাইসমিক জরিপ এবং ৭০০ বর্গ কি.মি. থ্রি-ডি (3D) সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বাপেক্স এর নিজস্ব রিগ দ্বারা ৬৯টি কূপ খনন এবং ৩১টি কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পরিকল্পনা রয়েছে। সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য নতুন করে 'বাংলাদেশ অফশোর বিডিং রাউন্ড' ঘোষণা করা হয়েছে। অফসোর গ্যাস অনুসন্ধান, উত্তোলন আকর্ষণীয় করাসহ আন্তর্জাতিক কোম্পানিসমূহের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দেশের স্বার্থ সমুন্নত রেখে মডেল প্রডাকশন শেয়ারিং কনট্রাক্ট (PSC) সংশোধন করা হয়েছে। অগভীর সমুদ্রে ৯টি ও গভীর সমুদ্রে ১৫টি ব্লক আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানিগুলোর জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে, যেখানে উৎপাদন-বণ্টন চুক্তির মাধ্যমে অনুসন্ধান কাজ পরিচালিত হবে। এছাড়াও, জ্বালানি অনুসন্ধান সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাপেক্সের জন্য দুইটি নতুন অনুসন্ধান রিগ (Exploration Rig) ক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার 'ক্রিটিক্যাল মিনারেল এক্সপ্লোরেশন' উদ্যোগের

মাধ্যমে প্রথাগত জ্বালানি পণ্যের বাইরে অফশোর গ্যাস ও আনকনভেনশনাল হাইড্রোকার্বন অনুসন্ধানেও বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৫৯। জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যয় সাশ্রয়ী ও টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। বৈশ্বিক বাজারের অস্থিরতা মোকাবিলা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে কৌশলগত জ্বালানি মজুদ (Strategic Energy Reserve) ও সংরক্ষণ অবকাঠামো উন্নয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে, যা দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। জ্বালানি নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে মহেশখালীতে বিদ্যমান দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালের পাশাপাশি নতুন টার্মিনাল স্থাপনের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। একইসাথে মহেশখালীর মাতারবাড়িতে একটি ল্যান্ড-বেজড এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ ও পরামর্শক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ভোলা এলাকার গ্যাস জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহকরণে লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। গ্যাসের অপচয়, অবৈধ সংযোগ ও সিস্টেম লস বন্ধের লক্ষ্যে প্রি-পেইড মিটার স্থাপন জোরদার করা হচ্ছে।

১৬০। আমদানিকৃত জ্বালানির ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস এবং সরবরাহের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে সরকার জ্বালানি উৎস বহুমুখীকরণ নীতি অনুসরণ করছে, যার মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপসহ অন্যান্য সম্ভাবনাময় অঞ্চলের সঙ্গে জ্বালানি আমদানি সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। একইসাথে, জ্বালানি সেক্টরে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, বিনিয়োগবান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

১৬১। জ্বালানি তেল পরিবহণে স্থাপিত ৬০১.৫০ কিলোমিটার পাইপলাইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। জ্বালানি তেলের রিফাইনিং ও মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বা উপকূলীয় শিল্পাঞ্চলে ধাপে ধাপে ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ক্রুড অয়েল রিফাইনারি নির্মাণে আমরা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এরই ধারাবাহিকতায় জ্বালানি তেল পরিশোধনের সক্ষমতা বাড়াতে প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন সক্ষমতার ২য় ERL স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া জ্বালানি পরিবহন মনিটরিং জোরদারে ২,৭২২টি ট্যাংকলরীতে 'স্মার্ট ফুয়েল ডিস্ট্রিবিউশন মনিটরিং সিস্টেম' চালু করা হয়েছে। এছাড়াও জ্বালানি তেল খালাসে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (SPM) চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের খনিজ সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা এবং ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। কয়লা উত্তোলনে বড়পুকুরিয়া দ্বিতীয় ফেইজ ও দিঘীপাড়া কোল ফিল্ড স্থাপনের লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। যমুনা ও মেঘনা নদীর বালিতে জিরকন ও মোনাজাইটের মতো মূল্যবান খনিজের অর্থনৈতিক মূল্যায়ন এবং বিস্ফোরক পরিদপ্তরের সেবাসমূহের ডিজিটাল রূপান্তরের লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

মাননীয় স্পিকার

১৬২। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় এ খাতে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ১৭ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১৬ হাজার ৯৫২ কোটি টাকা।

আইসিটি, টেলিযোগাযোগ ও বিজ্ঞান গবেষণা

দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে বিজ্ঞান ও গবেষণা

মাননীয় স্পিকার

১৬৩। বর্তমান সময়ে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তিগুলো বৈশ্বিক অর্থনীতির চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এবারের বাজেটে অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে উদ্ভূত সুযোগ কাজে লাগিয়ে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ অনুযায়ী বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমে প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনশক্তি তৈরি এবং আধুনিক ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার। এ লক্ষ্যে STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) শিক্ষাকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া এবং গবেষণাকে সরাসরি বিশ্ব বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা প্রচলিত গবেষণার গণ্ডি পেরিয়ে Research to Market (R2M) এবং Innovate to Market (I2M) কৌশল গ্রহণ করেছি। এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি বা পণ্য সরাসরি বাণিজ্যিকীকরণে সহায়তা করা হবে। এছাড়া মহাকাশ গবেষণা, সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি এবং ভূমিকম্প ও সিসমোগ্রাফি গবেষণায় নিজেদের অবস্থান তৈরিতে নতুন করে উদ্যোগ গ্রহণের পরিকল্পনাও হাতে নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৬৪। দেশের সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় সাশ্রয়ী মূল্যে উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর পরমাণু চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের ১টি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউটসহ ২২টি পরমাণু চিকিৎসা ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে সাধারণ ও পরমাণু চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতকরণে অনলাইন নেটওয়ার্কিংভিত্তিক একটি ‘সমন্বিত নিউক্লিয়ার মেডিসিন তথ্য ব্যবস্থা’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬৫। সমুদ্র উপকূলীয় ও নদীবিধৌত দ্বীপ এলাকায় বিরল খনিজ (Rare Earth Element) অনুসন্ধানে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সেন্ট মার্টিনে প্রবাল পুনরুদ্ধার এবং উপকূলীয় অগভীর সমুদ্রে বায়ু প্রবাহ বিশ্লেষণ করে অফশোর উইন্ড এনার্জির ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৬৬। সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পরবর্তী প্রজন্মকে বিজ্ঞানমনস্ক এবং মহাকাশ বিজ্ঞানে তরুণদের উদ্বুদ্ধ করতে ঢাকা ও রাজশাহীর পাশাপাশি খুলনা, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহে অত্যাধুনিক নভোথিয়েটার স্থাপন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ঢাকাস্থ নভোথিয়েটারকে আরও আধুনিকায়ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি জেলায় পর্যায়ক্রমে বিজ্ঞান কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। দেশে উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিনির্ভর তরুণ প্রজন্ম গড়ে তুলতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ‘বাংলাদেশ ইনোভেশন ফেয়ার’ আয়োজন করা হচ্ছে। টেক্সটাইল, ফার্মেসি, কৃষি ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তি খাতে একাধিক গবেষণা প্রকল্প অনুদান পেয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো নিজস্ব সক্ষমতায় দেশী মীরকাদিম গরু, ভেড়া ও হাঁসের পূর্ণাঙ্গ জিনোম সিকোয়েন্স উন্মোচন করেছেন। বায়োটেকনোলজি ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে জিনোম এডিটিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে জলবায়ু সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত উদ্ভাবন করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), সেমিকন্ডাক্টর, রোবটিক্স, মেশিন লার্নিং এবং বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস-এর জন্য বিশেষ গবেষণাগার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে গবেষণার কোন বিকল্প নেই। তাই আমাদের সরকার দেশ-বিদেশে বিশ্বমানের গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে 'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ' ট্রাস্টের মাধ্যমে গবেষকদের আর্থিক সহায়তা অব্যাহত রাখবে।

১৬৭। মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা এবং সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে গবেষণা ও উদ্ভাবন কার্যক্রম বাবদ ১০০ কোটি টাকা এবং সুনীল অর্থনীতির বিকাশে আরো ১০০ কোটি টাকাসহ সর্বমোট ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

আইসিটি ও টেলিযোগাযোগ খাত

মাননীয় স্পিকার

১৬৮। বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আইসিটি এবং টেলিকম একটি বিপুল সম্ভাবনাময় সেক্টর। এ সেক্টর হতে পারে আগামী দিনে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম চালিকা শক্তি। অথচ বর্তমানে দেশের জিডিপিতে এ খাতের অবদান মাত্র ১-২ শতাংশ। যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে তা ১০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব। এই ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ, ওয়ারলেস ও ওয়ারলাইন কানেক্টিভিটি সম্প্রসারণ, দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি, ওয়ান সিটিজেন-ওয়ান আইডি-ওয়ান ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবস্থা চালুকরণ, বিনিয়োগ বান্ধব নীতি প্রণয়ন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এ সেক্টরকে সরকার থ্রাস্ট (অগ্রাধিকার) সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

১৬৯। আইসিটি খাতের উন্নয়নের জন্য সাশ্রয়ী ও নির্ভরযোগ্য ইন্টারনেটের কোনো বিকল্প নেই। থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে পর্যাপ্ত স্পেকট্রাম এবং ফাইবার বেইজড কানেক্টিভিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়ন ও বৈশ্বিক মানদণ্ডে পৌঁছানোর লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়নসহ ব্যাপক টেলিকম সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই লক্ষ্যে মোবাইল অপারেটর এবং ফিক্সড ব্রডব্যান্ড সার্ভিস প্রোভাইডারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে ৯০ শতাংশ মানুষের কাছে 5G পৌঁছে দেওয়া এবং ১০০ এমবিপিএস ব্রডব্যান্ড গতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশেষ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে সাধারণ মানুষের কাছে সুলভ মূল্যে দ্রুতগতির ইন্টারনেট পৌঁছে দিতে সরকার ন্যাশনাল ফাইবার ব্যাংক স্থাপনসহ

নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ট্রেন ও বিমানবন্দরগুলোতে উচ্চ গতির ফ্রি ইন্টারনেট সুবিধা চালু করা হয়েছে, যার সুফল জনগণ ইতোমধ্যে ভোগ করছে। উল্লেখ্য, সরকার গত ৪ মাসে ৪১ লক্ষ নতুন 4G মোবাইল সংযোগ এবং ৪ লক্ষ উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করেছে।

১৭০। Boston Consulting Group (BCG) এর তথ্য অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের নবম বৃহত্তম কনজ্যুমার অর্থনীতি। একটি সমন্বিত ডিজিটাল রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং ডিজিটাল অর্থনীতি বিনির্মাণে সরকার 'ওয়ান সিটিজেন, ওয়ান আইডি, ওয়ান ডিজিটাল ওয়ালেট' ধারণা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে প্রতিটি নাগরিক একটি একক ডিজিটাল পরিচয়ের আওতায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সেবা গ্রহণ করতে পারবে। ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবস্থার মাধ্যমে নিরাপদ ও সহজে আর্থিক লেনদেন, ভাতা, ফি ও অন্যান্য পেমেন্ট সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে একাধিক আইডির কারণে তথ্য যাচাই ও আন্তঃসংযোগের বিদ্যমান জটিলতা নিরসন সম্ভব হবে। একই সঙ্গে এই ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (DPI) তথ্য আদান-প্রদান ও আন্তঃসংযোগকে আরও শক্তিশালী করবে। ফলশ্রুতিতে সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। নাগরিকদের সেবাপ্রাপ্তি হবে আরও সহজ ও দ্রুততর।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), ইলেকট্রনিক্স শিল্প ও তরুণ উদ্যোক্তা উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১৭১। চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও ডিজিটাল রূপান্তরের এ সময়ে সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)-কে দেশের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে একটি বড় সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করেছে। সরকারি সেবায় বিদ্যমান অসুবিধা ও জটিলতা দূর করতে এআইভিত্তিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং সেবার মান উন্নয়ন আরও সহজ হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে এআই ব্যবহার করে প্রশাসনিক কার্যক্রমকে আরও দক্ষ, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী করা সম্ভব হবে। এআই ব্যবহার করে স্মার্ট সিটি বিনির্মাণ এবং নাগরিক সেবাকে জনবান্ধব করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষা ব্যবস্থায় এআই অন্তর্ভুক্ত করে তরুণ প্রজন্মকে ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রের উপযোগী ও দক্ষ করে করে গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা

হয়েছে। পাশাপাশি স্বাস্থ্য, কৃষি ও জনসেবামূলক খাতেও এআই ব্যবহারে সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর এই উদ্যোগ স্মার্ট ও সেবাবান্ধব বাংলাদেশ গঠনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে।

১৭২। তৈরি পোশাকের পর বাংলাদেশের ইলেকট্রনিক্স খাত বর্তমানে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল ও সম্ভাবনাময় খাত। বিপুল সম্ভাবনাময় এ দেশের আইসিটি সেক্টরের বিকাশের ক্ষেত্রে ডিজিটাল ডিভাইসের সহজলভ্যতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে একদিকে যেমন দেশের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে ডিজিটাল ডিভাইস পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, পাশাপাশি তা বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে। এ খাতে যথাযথ নীতি সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশকে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে একটি সেরা ইলেক্ট্রনিক্স ম্যানোফেকচারিং গ্লোবাল হাবে রূপান্তর করা হবে।

১৭৩। বাংলাদেশের অপার সম্ভাবনাময় মেধাবী তরুণ জনগোষ্ঠীকে বর্তমান সরকার দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ ও উন্নয়নের চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করছে। তাদের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী সক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে স্টার্টআপ, ফ্রিল্যান্সিং ও ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্মসূচির মাধ্যমে তরুণদের বৈশ্বিক কর্মবাজারের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে। সরকার চায় তরুণরা নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির নেতৃত্ব দেবে। আইসিটি ও ডিজিটাল অর্থনীতির সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা হবে। এ লক্ষ্যে একটি সময়োপযোগী স্টার্ট আপ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন পর্যায়ের স্টার্ট আপ ফান্ডগুলোকে একীভূত করে একটি সমন্বিত স্টার্ট আপ ফান্ডিং ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তরুণদের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে একটি উদ্ভাবনী, আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশ গড়ে তোলাই সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। সরকার বিশ্বাস করে যথাযথ সহায়তা পেলে বাংলাদেশের মেধাবী ও সৃজনশীল তরুণরা আগামীতে যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালি, চীনের Shenzhen, সিংগাপুর, কিংবা দুবাইয়ের মতো বাংলাদেশেও বিশ্বমানের টেক হাব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে।

১৭৪। তথ্য প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা বিবেচনায় এ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এই অর্থ 'স্টার্ট-আপ তহবিল' হিসেবে, নারী উদ্যোক্তা তৈরিতে, নারী উন্নয়নে এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরিতে ব্যবহার করা হবে।

কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

দেশব্যাপী কর্মসংস্থান

মাননীয় স্পিকার

১৭৫। 'করবো কাজ, গড়বো দেশ' নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন খাতভিত্তিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সরকারের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। ধারাবাহিকভাবে, দেশের অর্থনীতির সার্বিক সংস্কারের মাধ্যমে খাত ও অঞ্চলভিত্তিক অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে এবং শিল্পে-বাণিজ্যে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে তরুণদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে উপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। আমাদের সরকারের অঙ্গীকার হলো দেশব্যাপী ব্যাপক নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, যার মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে সচ্ছলতা ও স্বনির্ভরতা নিশ্চিত হবে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমরা সফলকাম হবো। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে একটি বৈষম্যহীন কর্মসংস্থান ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারি 'এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ' ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নিয়েছি। এখানে নিবন্ধিত প্রার্থীদের মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শূন্যপদে নিয়োগ প্রদানে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হবে। যাদের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে, উপযুক্ত দক্ষতা অর্জনের জন্য তাদেরকে যথাযথ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

১৭৬। অটোমেশন ও চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দক্ষ ও উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়নের

উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা প্রযুক্তি খাতে প্রতি বছর দুই লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি। এছাড়া, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় থেকে ফ্রিল্যান্সিং ও ক্রিয়েটিভ সেক্টরে ব্যাপক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও আট লক্ষ পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত লক্ষ্য বাস্তবায়নে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় থেকে যুবকদের জন্য ফ্রিল্যান্সিং, মোবাইল সার্ভিসিং, কেয়ারগিভিং ও ভাষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

১৭৭। আমাদের সরকারের এই উন্নয়ন যাত্রা কেবল শহরকেন্দ্রিক নয়; প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন গ্রামের নিরক্ষর ব্যক্তি, গৃহিণী, প্রবীণ ও দীর্ঘমেয়াদি বেকারদের জন্য লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসংস্থান কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে হাঁস-মুরগি-পশুপালন, হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ও ডিজিটাল দক্ষতা প্রশিক্ষণসহ সুলভে ক্ষুদ্রঋণ ও সরঞ্জাম সহায়তা প্রদান করা হবে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের অবদানের গুরুত্ব বিবেচনায় অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত বিভিন্ন পেশার মানুষজন যথা: রিকশাচালক, দিনমজুর, হকার, পরিবহন শ্রমিকসহ সকলের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্যসেবা ও যৌক্তিক মজুরি নিশ্চিত করা হবে এবং তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। দেশের জনমিতিক লভ্যাংশ সুবিধা ২০৪০ সাল পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে। এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে কর্মক্ষম যুব জনগোষ্ঠীর জন্য মানসম্মত শিক্ষা, বাজারভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে ২০৪০ সালের পর হতে দেশে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। ভবিষ্যতের এই দীর্ঘজীবিতা লভ্যাংশের কথা মাথায় রেখে সরকার প্রবীণ জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ উন্নয়নে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করছে।

শ্রমিক কল্যাণ ও কর্মপরিবেশ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১৭৮। আমাদের সরকার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে নানামুখী কার্যকর উদ্যোগ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বাজারে দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সংগতি রেখে ন্যূনতম মজুরি রিভিউ করার মাধ্যমে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিত করা হবে। এ লক্ষ্যে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের জন্য ১০টি অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত চিহ্নিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ৫টি খাতকে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বয়ে একটি সমন্বিত পরিদর্শন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। একই সাথে, দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদান নিশ্চিত করে আমরা শ্রমিকের অধিকার ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। Labour Information Management System (LIMS) ডাটাবেজে সকল শ্রমিকের তথ্য ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন করা হচ্ছে এবং এ সিস্টেমটি তাদেরকে প্রদেয় যাবতীয় সুবিধার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে। শ্রমিকদের আইনি সুরক্ষা সুদৃঢ় করতে আমরা ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬ জারি করেছি।

নারী ও শিশুবান্ধব কর্মপরিবেশ

মাননীয় স্পিকার

১৭৯। একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বৈষম্যহীন শ্রমবাজার গঠনে নারী ও শিশুবান্ধব কর্মস্থল নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার। সেই লক্ষ্যে কর্মক্ষেত্রে নারী শ্রমিক ও কর্মজীবীদের প্রতি যেকোনো প্রকার সহিংসতা বা যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি কার্যকর করা হবে। তাঁদের জন্য নিরাপদ আবাসন ও যাতায়াত ব্যবস্থা অধিকতর সম্প্রসারিত করা হচ্ছে। এছাড়া, সম্পূর্ণ নারী পরিচালিত ও নারীর ব্যবস্থাপনায় 'পিঙ্ক বাস সার্ভিস' চালু করা হচ্ছে। শিশু শ্রম বিশেষ করে জবরদস্তিমূলক শিশু শ্রম বন্ধে আইনি ব্যবস্থা সুদৃঢ় করাসহ তাদের

বিকাশের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সুনির্দিষ্ট সময়াবদ্ধ জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০২৬-২০৩০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ ও বৈষম্যহীন কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে আমাদের সরকারের এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও প্রবাসী কল্যাণ

মাননীয় স্পিকার

১৮০। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ ও প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সুরক্ষা ও কল্যাণে আমাদের সরকার বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। আমি এখানে প্রয়াত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করতে চাই, কেননা তাঁর হাত ধরেই বাংলাদেশের সর্বপ্রথম জনশক্তি রপ্তানি কার্যক্রম সূচিত হয়েছিল, যা আজকের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং শ্রমবাজার বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। বৈদেশিক কর্মসংস্থান সম্প্রসারণ, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান, ঝুঁকিমুক্ত অভিবাসন নিশ্চিতকরণ এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। প্রবাসী কর্মীদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে সরকার একটি বিশেষ 'প্রবাসী কার্ড' প্রবর্তন করছে, যেখানে কর্মীর ব্যক্তিগত তথ্য, দক্ষতা ও চাকরির শর্তাবলী সংরক্ষিত থাকবে। কার্ডটি ব্যাংক পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে যুক্ত থাকবে, যাতে প্রবাস আয় প্রেরণ আরও সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ হয়। এছাড়া, প্রবাসী কল্যাণ সেবা, বীমা, ব্যাংকিং সুবিধা এবং জরুরি সহায়তার সাথে কার্ডটি সংযুক্ত করা হবে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছর থেকেই পর্যায়ক্রমে প্রবাসীদের মাঝে এই 'প্রবাসী কার্ড' বিতরণ কার্যক্রম শুরু করা হবে।

১৮১। সরকার বিদ্যমান শ্রমবাজারের সম্প্রসারণের পাশাপাশি নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিকল্প শ্রমবাজার হিসাবে আমরা রাশিয়া, পর্তুগাল, রোমানিয়া, ব্রাজিল, গ্রিস, সার্বিয়া, নর্থ মেসিডোনিয়া- এই দেশগুলোর সঙ্গে

ইতোমধ্যে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এছাড়া, দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আমরা আবারও মালয়েশিয়া, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতের শ্রমবাজার খোলার প্রক্রিয়া শুরু করেছি।

১৮২। বিদেশি নিয়োগকর্তাদের আস্থা অর্জন ও মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী 'স্কিল ভেরিফিকেশন প্রোগ্রাম' চালু করা হবে। এর মাধ্যমে প্রতিটি কর্মীর দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সার্টিফিকেট যাচাই করে একটি 'স্মার্ট স্কিল ব্যাংক' বা ডাটাবেজ তৈরি করা হবে। যাচাইকৃত কর্মীদের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ডিজিটাল সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে, যাতে বিদেশি নিয়োগকর্তারা সরাসরি মান নিয়ন্ত্রিত দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে পারেন। কারিগরি প্রশিক্ষণ সক্ষমতা বাড়াতে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছর হতে যন্ত্রপাতি আপগ্রেড ও নতুন ভবন নির্মাণের বাস্তবভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। পলিটেকনিক, টিটিসি ও বিটিইবিসহ সরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৭ হাজার ৫০০ জন দেশীয় প্রশিক্ষকের পাশাপাশি ১ হাজার জন বিদেশি দক্ষ প্রশিক্ষক এবং ভাষা শিক্ষার প্রসারে ১ হাজার জন প্রশিক্ষক ও নেটিভ স্পিকার নিয়োগ করা হবে। পাশাপাশি, একটি 'ফরেন ল্যাংগুয়েজ ই-লার্নিং সেন্টার' এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি 'মাইগ্রেশন মার্কেট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

১৮৩। বাংলাদেশী শ্রমিক প্রধান দেশের দূতাবাসগুলোতে বিদেশে বিপদগ্রস্ত কর্মীদের সুরক্ষায় 'বাংলাদেশ সাপোর্ট সেন্টার' স্থাপন করা হবে, যা জেলে থাকা, নিগৃহীত বা প্রতারিত কর্মীদের উদ্ধার, নতুন কর্মসংস্থান সন্ধান এবং নিয়োগকর্তার সাথে বিরোধে আইনি সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়া, দেশে ফেরত প্রবাসীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা ও পুনর্বাসনে নানামুখী প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। বিদেশে মৃত্যুবরণকারী প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মীদের মৃতদেহ সম্মানের সাথে দেশে প্রত্যাবর্তনের পদ্ধতি সহজতর করা হবে। Overseas Employment Platform (OEP)-এর মাধ্যমে অভিবাসন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে ডিজিটাল করা হয়েছে। দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান ১১০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের (টিটিসি)

কার্যক্রম জোরদারকরণসহ আরও ৫০টি উপজেলায় নতুন ৫০টি টিটিসি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। "দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় ১ লক্ষ ২ হাজার ৪০০ জনকে দক্ষ ড্রাইভার হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ চলমান রয়েছে, যার মাধ্যমে ইউরোপ, জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের সহজ শর্তে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং এ কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

প্রবাস আয় বৃদ্ধি:

মাননীয় স্পিকার

১৮৪। আমাদের সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরের মাসেই অর্থাৎ মার্চ, ২০২৬ মাসে প্রবাসীদের পাঠানো মাসিক রেমিট্যান্স ৩.৭৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছায়, যা দেশের ইতিহাসে একক মাসে সর্বোচ্চ। রেমিট্যান্সের এই প্রবাহ আমাদের গণতান্ত্রিক সরকারের প্রতি প্রবাসী বাংলাদেশিদের আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলন। আমরা আশা করছি এই ধারা অব্যাহত থাকবে। সরকার প্রবাস আয় বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহ দিচ্ছে এবং এখাতে ২.৫ শতাংশ নগদ প্রণোদনা অব্যাহত রাখা হবে।

দক্ষতা উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১৮৫। অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক শ্রম বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে অকুপেশন ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বিদেশে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এমন খাতগুলোর জন্য আমরা খাতভিত্তিক কোর্স এবং পাঠ্যক্রম চালুর কাজ শুরু করেছি। বাজারভিত্তিক প্রশিক্ষণ, কারিকুলাম উন্নয়ন, সার্টিফিকেশন, অ্যাক্রেডিটেশন ও মান নিয়ন্ত্রণ জোরদার করছি।

১৮৬। বর্তমানে ‘জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ’ (এনএসডিএ) দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নীতিকৌশল এবং দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের পাঠক্রম প্রণয়নসহ দেশের মানবসম্পদের দক্ষতা উন্নয়নের সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করে আসছে। তাছাড়া, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনশীল জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্ত অর্থ বিভাগের অধীন গঠিত ‘জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন তহবিল’ (NHRDF) হতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে যা অব্যাহত রাখা হবে। পাশাপাশি, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ও উদীয়মান শিল্পসমূহের উৎপাদনশীলতা ও বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার অর্থ বিভাগের অধীনে ‘Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program’ (SICIP) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রোগ্রামের আওতায় প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার জনকে বাজার-চাহিদাভিত্তিক মাঝারি হতে উচ্চতর দক্ষতার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কমপক্ষে ৬৫ শতাংশের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হচ্ছে।

ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির বিকাশ

মাননীয় স্পিকার

১৮৭। ক্রিয়েটিভ খাতটি আমাদের অর্থনীতিতে একটি সম্ভাবনাময় খাত হলেও কখনোই তা গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়নি। আমাদের সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার পূরণে ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করছি। আমাদের লক্ষ্য দেশের ক্রিয়েটিভ শিল্পের বিশাল অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে অর্থনীতির মূল ধারায় সম্পৃক্ত করা। এই সম্ভাবনাময় খাতটি মানবসম্পদ উন্নয়ন, জাতীয় ব্র্যান্ড এবং ভবিষ্যৎ কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে অবদান রাখতে সক্ষম বলে আমরা মনে করছি। এ খাতের টেকসই উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী খাতের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণে কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ লক্ষ্যে সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক সময়াবদ্ধ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে।

১৮৮। ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির উন্নয়নে জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ক্রিয়েটিভ হাব গঠন করা অত্যন্ত জরুরী। এ সকল ক্রিয়েটিভ হাবসমূহে সাংস্কৃতিক মঞ্চ, বই এর দোকান (বই পড়ার সুবিধা সম্বলিত), সিনেপ্লেক্স, ছোট আকারের ক্যাফেটেরিয়ার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট এলাকার স্পেশাল পন্য প্রদর্শন ও বিপণনের ব্যবস্থাও থাকবে। দেশজুড়ে আঞ্চলিক সৃজনশীল হাব গড়ে তুলতে ১০ বছরের বিনিয়োগ ও সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ঢাকার পূর্বাচলে ১৬০ একর জায়গার ওপর পিপিপি মডেলে বিশ্বমানের একটি সেন্ট্রাল ক্রিয়েটিভ হাব স্থাপনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। কারওয়ান বাজারের জমিতে ও তেজগাঁওয়ে অবস্থিত সার্ভে জেনারেল অফিসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় অবস্থিত অব্যবহৃত জমিতে এবং বিসিকের অব্যবহৃত শিল্প প্লটের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে ক্রিয়েটিভ হাব স্থাপনের সম্ভাবতা যাচাই করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এবং শিশু একাডেমী ও শিল্পকলা একাডেমি চত্বরে ‘ক্রিয়েটিভ হাব’ স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে ইনোভেশন হাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্নাতক পর্যায়ের কলেজসমূহে ইনোভেশন হাব চালুর বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

১৮৯। ক্রিয়েটিভ অর্থনীতিভিত্তিক পণ্য চিহ্নিতকরণ ও ডিজাইন উন্নয়নে সরকার বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে। সরকারের ‘১টি-গ্রাম-১টি-পণ্য’ উদ্যোগ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ক্রিয়েটিভ অর্থনীতিভিত্তিক পণ্য যেমন: তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, বুনন শিল্প, শীতলপাটি, শতরঞ্জি, কাঠের খেলনা, হাতে তৈরি গয়না, টেরাকোটা, ইত্যাদিসহ আরও অনেক পণ্য চিহ্নিত (product identification) করা হবে। ক্রিয়েটিভ পণ্যের উন্নয়ন ও নকশার মানোন্নয়নের জন্য দেশীয় ডিজাইনারদের সমন্বয়ে একটি ‘National Pool of Designers’ গঠন করা হচ্ছে। বিসিকের আওতাধীন নকশাকেন্দ্রকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (Global Benchmark) এর ভিত্তিতে আধুনিকায়ন ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশিষ্ট ফ্যাশন ডিজাইনারদের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

১৯০। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য (cultural heritage), অঞ্চলভিত্তিক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য (rich heritage) এবং ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা (heritage building) পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে Cultural Tourism উন্নয়নে সরকার বিশেষ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ঐতিহ্যবাহী Heritage স্থাপনা Restoration করে International Festivals আয়োজনের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ২-৩টি থিমের ওপর ভিত্তি করে দুটি পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। Heritage Restoration ও আন্তর্জাতিক উৎসব আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরি দক্ষতা (Expertise) চিহ্নিত করা হচ্ছে। নতুন প্রজন্মের প্রতিভা বিকাশে জাতীয় পর্যায়ের ঐতিহ্যবাহী "নতুন কুঁড়ি" ও "নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস" প্রতিযোগিতাকে আধুনিক ও সম্প্রসারিত করে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় উৎসব (যেমন: শীতকালের পিঠা উৎসব), সাংস্কৃতিক উৎসব (যেমন: বাউল উৎসব), আঞ্চলিক উৎসব (যেমন- উত্তরবঙ্গের জামাই মেলা), অন্যান্য উৎসব যেমন: নদী ও সভ্যতা ভিত্তিক বৈচিত্র্য, ইত্যাদি বহুমুখী ও ঐতিহ্যমন্ডিত কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে মাসভিত্তিক ও থিমভিত্তিক জাতীয় ও আঞ্চলিক ক্যালেন্ডার প্রস্তুতের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

১৯১। আমাদের সরকার পর্যটন খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে ইকোট্যুরিজম উন্নয়নে বিশেষ নজর দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে আমরা ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পর্যটন খাতের পেশাজীবীদের বিশ্বমানের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি আন্তর্জাতিক মানের বিশেষায়িত ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হবে। রন্ধনশিল্প (Culinary Art) সহ পর্যটন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণকে আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে উন্নীত করার লক্ষ্যে International Hospitality Benchmark নির্ধারণ করা হবে। পর্যটন খাতের প্রশিক্ষনার্থীদের ক্ষেত্রে বিশ্বখ্যাত সংস্থা কর্তৃক আন্তর্জাতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে সার্টিফিকেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। পর্যটন খাতের সামগ্রিক সম্ভাবনা, বৈচিত্র্য এবং আধুনিক ক্রিয়েটিভ থিমগুলোকে (Creative Themes) অন্তর্ভুক্ত করে একটি সময়োপযোগী ও সমন্বিত 'পর্যটন মহাপরিকল্পনা' দ্রুত চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

১৯২। আমাদের সরকার ক্রিয়েটিভ পণ্যসমূহের বৈশ্বিক বিপণন কার্যক্রম জোরদার করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছে। বাংলাদেশী কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও এই খাত

সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোকে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশে সক্রিয় সহায়তা দেওয়া হবে। জাতীয় ব্র্যান্ড চালুকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরীর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক উৎসব ও বাজারে ক্রিয়েটিভ সম্ভাবনাকে তুলে ধরতে Created in Bangladesh নামে জাতীয় ব্র্যান্ড চালুর উদ্যোগ গ্রহণ। থিয়েটার ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-কে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করারও পরিকল্পনা রয়েছে। চলচ্চিত্রের উন্নয়ন এবং OTT প্লাটফর্মে অংশগ্রহণের জন্য আন্তর্জাতিক মানের কারিগরি মানসম্পন্ন স্টুডিও গড়ে তোলা হবে। এ খাতের নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য আর্থিক প্রদান এবং রপ্তানি-প্রস্তুত বাণিজ্যিক প্রকল্পের জন্য পারফরম্যান্স-ভিত্তিক গ্রান্ট স্কিম চালু করার হবে।

১৯৩। আমাদের সরকার ক্রিয়েটিভ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতসমূহের উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার মাধ্যমে এই খাতের অবদান জিডিপির ১.৫ শতাংশে উন্নীত করতে এবং এ খাতে পাঁচ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে নানামুখী কর্মকৌশল গ্রহণ করছে। গ্রামীন কারুশিল্পীদের global value chain এ অন্তর্ভুক্তি, পণ্যের মান ও ডিজাইন বৈচিত্রকরণে সহায়তা, অর্থায়ন ও উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

১৯৪। আমি আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি খাতের উন্নয়নে প্রাথমিকভাবে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিএসআর (CSR) খাত থেকে আরও ৫০০ কোটি টাকার তহবিল সংগ্রহ করা হবে।

ক্রীড়া উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

১৯৫। ক্রীড়া খাতকে শুধু বিনোদন নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক খাত হিসেবে গড়ে তোলা, যেখানে খেলাধুলা, ইভেন্ট, মিডিয়া, পণ্য, পর্যটন ও সেবা—সব মিলিয়ে আয়, কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ সৃষ্টি হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ইতোমধ্যেই 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' কর্মসূচি চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১২-১৪

বছরের প্রতিভাবান ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হবে। এতে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, অ্যাথলেটিকস, ব্যাডমিন্টন, দাবা, সাঁতার ও মার্শাল আর্ট, মোট ৮টি খেলা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' এ সারা দেশ থেকে ১ লক্ষ ২১ হাজার ৪৯২ জন কিশোর ও ৪৭ হাজার ১৩০ জন কিশোরীসহ মোট ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬২২ জন খেলোয়াড় নিবন্ধন করেছে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আমি এ বাবদ ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রস্তাব করছি।

১৯৬। ২০৩০ সালের মধ্যে খেলাধুলার কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশ্বমানচিত্রে বাংলাদেশ যাতে একটি গ্রহণযোগ্য স্থান করে নিতে পারে সে লক্ষ্যে পরিকল্পিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। খেলাধুলাকে পেশা হিসেবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ৩০০ জন ক্রীড়াবিদকে ক্রীড়া ভাতা প্রদান করা হয়েছে। আমরা ৬৪টি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছি, সেটির অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১০টি জেলায় স্পোর্টস ভিলেজের প্রাথমিক নকশা প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 'স্পোর্টস ডিপ্লোম্যাসি’ জোরদারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে অন্তত একটি খেলাধুলায় অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন পর্যায়ে নিয়মিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও টুর্নামেন্ট আয়োজন করা হবে।

বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্য

মাননীয় স্পিকার

১৯৭। বিগত বছরগুলোতে আমরা উচ্চ প্রবৃদ্ধি, মেগা প্রজেক্ট, ডিজিটালাইজেশনের উচ্চভিলাষী ঘোষণা শুনলেও বাস্তবে দেখেছি বিনিয়োগে স্থবিরতা, শিল্পায়ন ধীরগতি এবং প্রত্যাশিত কর্মসংস্থানের অনুপস্থিতি। একই সাথে বিনিয়োগকারীরা আস্থাহীনতায় ভুগেছেন, নীতির ক্ষেত্রে Predictability এর অভাব এবং জটিল অনুমোদন প্রক্রিয়া তাদের নিরুৎসাহিত করেছে। এবারের বাজেট সেই অচলায়তন ভাঙার বাজেট।

১৯৮। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনে 'কস্ট অব ডুইং বিজনেস' (Cost of Doing Business) এবং 'ইজ অব ডুইং বিজনেস' (Ease of Doing Business) এর উন্নয়নে দৃশ্যমান পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে । অর্থনীতিতে বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation) নীতিকে প্রাধান্য দিয়ে একটি কার্যকর ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টি, বিনিয়োগ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও প্রতিযোগিতা বাড়াতে বর্তমান সরকার একাধিক বিনিয়ন্ত্রণকরণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের একাধিক বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে মসৃণ (seamless) সমন্বয়ের জন্য Inter-Active Website তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে সকল বিনিয়োগ সেবা খাতভিত্তিক (Sector-wise) ম্যাপিং করে সেগুলো streamline ও শতভাগ ডিজিটাইজ করে BIDA-OSS-এর সাথে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে প্রাথমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। Ease of Doing Business নিশ্চিতকরণে বিনিয়োগকারীদের দ্রুত, পূর্বানুমানযোগ্য, সমন্বিত এবং স্বচ্ছ সরকারি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশে সব ধরনের ব্যবসায়িক অনুমোদনের নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল সেবার একক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে BanglaBiz চালু করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আমি অষ্টম অধ্যায়ে উপস্থাপন করেছি। দেশের সম্ভাবনাময় ১৯টি খাতকে প্রাধান্য দিয়ে সরকার বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণে হিট ম্যাপ প্রকাশ করেছে।

মাননীয় স্পিকার

১৯৯। বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (BEPZA) বর্তমানে ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) এবং ২টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে (EZ) শিল্প কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উন্নত অবকাঠামো, বিনিয়োগবান্ধব নীতি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব অঞ্চলে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে। দেশের অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পটুয়াখালী ও যশোর জেলায় নতুন ইপিজেড স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। ইপিজেড দুটি চালু হলে পটুয়াখালী ইপিজেডে প্রায় এক লক্ষ এবং যশোর ইপিজেডে প্রায় দেড় লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। এছাড়া গাইবান্ধা জেলায় রংপুর ইপিজেড এবং সিরাজগঞ্জ জেলায় সিরাজগঞ্জ ইপিজেড স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

২০০। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (BEZA) এর ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার ২৮টি ক্যাটাগরিতে ১২৫টি সেবা প্রদান করে, যার মধ্যে ৬০টি সেবা অনলাইনভুক্ত। ইতোমধ্যে ৮৮টি সেবার স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রস্তুত করা হয়েছে। 'Green and Resilient Economic Zone (GREZ)' নির্দেশিকা অনুযায়ী জোনগুলোতে পরিবেশবান্ধব শিল্পায়ন নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি বিনিয়োগের বিপরীতে সর্বোচ্চ সামাজিক রিটার্ন (Social Return) নিশ্চিত করতে নিয়মিত মনিটরিং ও মূল্যায়ন (M&E) কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য জ্বালানি (সৌর বিদ্যুৎ), কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (CETP) স্থাপন করা হচ্ছে। ঢাকা-চট্টগ্রামকেন্দ্রিক শিল্পায়নের চাপ কমাতে এবং স্থানীয় দারিদ্র্য নিরসনসহ অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, চাঁদপুর এবং কুষ্টিয়া জেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২০১। বৈশ্বিক বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পর শুল্ক ও কোটামুক্ত সুবিধা হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা বিবেচনায় বৈশ্বিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অটুট রাখার লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এ প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তির আলোকে সম্ভাবনাময় দেশসমূহের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA), ইকোনমিক পার্টনারশিপ চুক্তি (Economic Partnership Agreement-EPA) -এর ন্যায় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

২০২। তৈরি পোশাক বাংলাদেশের রপ্তানি তথা অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে স্বীকৃত। দেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় ৮২ শতাংশ এ খাত হতে অর্জিত হয়। একটি খাতের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে সরকার রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণের

জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তৈরি পোশাকের বাইরেও বাংলাদেশের হস্তশিল্প, গৃহসজ্জা, পাটপণ্য, প্রাকৃতিক প্রসাধনী, খেলনা ও শিশুপণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে পরিচিত করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। আমরা দেশের তৈরি পোশাক ব্যতীত অন্যান্য খাতসমূহের রপ্তানি সম্প্রসারণ ও রপ্তানিমুখী শিল্পখাতকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৮টি খাত যথা- খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্নিচার শিল্প, ইলেকট্রনিক্স শিল্প, স্টিলজাত দ্রব্য, প্লাস্টিক পণ্য, চামড়াজাত পণ্য শিল্পকে ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে অর্থাৎ শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল/উপকরণ আমদানির সুবিধা প্রদান করেছি। কৃষিজাত পণ্য, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস, ইলেকট্রনিক্স, স্বর্ণ, ডায়মন্ডসহ সম্ভাবনাময় সকল রপ্তানিমুখী খাতকে খাতকে কাস্টমস বন্ডেড সুবিধা অথবা শুল্কমুক্তভাবে ব্যাংক গ্যারান্টির সুবিধার আওতায় পণ্য আমদানির সুযোগ প্রদান করা হবে।

২০৩। একক পণ্যের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে এ নীতিগত সহায়তা পণ্য বহুমুখীকরণ প্রচেষ্টাকে বেগবান করবে। প্রচলিত রপ্তানি বাজারের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে রপ্তানি বাজার বহুমুখীকরণেরও উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। নতুন রপ্তানি গন্তব্য হিসেবে ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্যসহ ইউরোপের দেশসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হচ্ছে। বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদের Business Single Window (BSW) এর মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক্যালি Certificate of Origin (CoO) জারিকরণসহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ সেবাগুলো অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও, খাতভিত্তিক রপ্তানিকারকদের বিদেশি ক্রেতা অন্বেষণে সহযোগিতা প্রদানের জন্য Interactive Exporters Database তৈরি করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২০৪। নিরাপদ জাহাজ ভাঙ্গা এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের বিকাশে আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা এবং গ্রিন শিপ ব্রেকিং ট্রানজেকশন কার্যকর করে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব শিপ রিসাইক্লিং নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও নীতিমালা সময়োপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে জ্বালানি সাশ্রয়ী

ও পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক বাইক ও স্কুটারের (EV) উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে নীতি সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সার্ভিস প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা, এসএমই ক্লাস্টার ম্যাপিং হালনাগাদকরণ এবং Youth Entrepreneurship for Students and Startup কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি প্রান্তিক এলাকার উদ্যোক্তাদের প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নের আওতায় আনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্পে টার্গেটেড সাপোর্ট কর্মসূচির আওতায় নতুন উদ্যোক্তা তৈরি ও মেন্টরশিপ প্রদান, বিদ্যমান উদ্যোক্তাকে দক্ষতামূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, উদ্যোক্তাদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা, উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ সহায়তা ছাড়াও রপ্তানি, ডিজাইনিং, ব্রান্ডিং এবং দেশি-বিদেশি মার্কেটপ্লেসে বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় প্লাটফর্ম সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। সারাদেশে বিসিকের অব্যবহৃত প্লটে দ্রুত শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও, বিদ্যমান শিল্পাঞ্চলসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং শিল্পপার্কগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। একই সঙ্গে বিনিয়োগবান্ধব নীতি গ্রহণ, রপ্তানি খাতে বৈচিত্র্য আনয়ন এবং বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। শিল্পখাতে অর্থায়ন ও প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি ‘ন্যাশনাল গ্রিন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি’-এর আওতায় বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহার, বর্জ্য থেকে সম্পদ উৎপাদন এবং স্বল্প-কার্বন শিল্পায়নকে উৎসাহিত করা হবে, যাতে পরিবেশবান্ধব গ্রিন ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলা যায়।

২০৫। দেশীয় কৃষি খাত, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, এসএমই শিল্প এবং রুগ্ন ও বন্ধ কলকারখানাসমূহের জন্য সহজ শর্তে এবং পুনর্ভরন পদ্ধতিতে ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৬০ হাজার কোটি টাকার Stimulus Package-2026 ঘোষণা করা হয়েছে। উক্ত প্যাকেজের মধ্যে ৪১ হাজার কোটি টাকা রিফাইন্যান্সিং তহবিল এবং ১৯ হাজার কোটি টাকা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল। এ তহবিলের আওতায় ৫টি প্যাকেজ নিম্নরূপ-

I. বন্ধ কলকারখানা চালুকরণ ও সেবা খাতের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা;
II. কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ১০ হাজার কোটি টাকা;

III. সিএমএসএমই (CMSME) খাতে ৫ হাজার কোটি টাকা;
IV. রপ্তানি বহুমুখীকরণে ৩ হাজার কোটি টাকা; এবং
V. উত্তরবঙ্গকে কৃষি হাব হিসেবে গড়ে তুলতে ৩ হাজার কোটি টাকা।

২০৬। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৫ লক্ষাধিক নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। উক্ত স্কিম হতে উদ্যোক্তাদের চলতি মূলধন সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণে সরকার ৬ শতাংশ সুদ ভর্তুকি প্রদান করবে। ফলে, এ প্যাকেজের আওতায় ঋণ গ্রহণের বিপরীতে উদ্যোক্তাদের প্রকৃত সুদের হার বিদ্যমান বাজারভিত্তিক সুদ অপেক্ষা অর্ধেকেরও কম হবে, যা শিল্পখাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ উৎসাহিত করতে সহায়ক হবে এবং বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখবে। বেসরকারি খাতের ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধিতে আমাদের সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

মাননীয় স্পিকার

২০৭। এসএমই খাতের বিকাশে এ সেক্টরে পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের আওতায় IDCOL, BIFFL এবং SME Foundation এর মাধ্যমে সহজ শর্তে ঋণ বিতরণের জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

স্থানীয় সরকার ও গ্রামীণ উন্নয়ন

স্থানীয় সরকার

মাননীয় স্পিকার

২০৮। গ্রামীণ সড়ক, সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রামীণ অর্থনীতি ও বাজার ব্যবস্থাকে গতিশীল করছে। সে কারণে আমরা আগামী অর্থবছরে সড়ক, সেতু, গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন ও সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের মাধ্যমে যোগাযোগ

ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দুর্যোগ সহনশীলতা শক্তিশালী করার কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ, শতভাগ স্যানিটেশন নিশ্চিতকরণ, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশবান্ধব পানি ব্যবস্থাপনায় কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহে বর্ষার আগেই জলাবদ্ধতা নিরসনে খাল পুনঃখনন, ড্রেন সংস্কার এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। নগর এলাকায় সড়ক ও ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন, খাল পুনরুদ্ধার এবং আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে যা নগর জীবনের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে।

২০৯। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থাসমূহ সমন্বিতভাবে অবকাঠামো, পানি ও স্যানিটেশন খাতে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। গ্রামীণ সড়ক ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে বর্তমানে প্রায় ৯৩ শতাংশ গ্রামীণ জনগোষ্ঠী সারা বছর চলাচলের উপযোগী সড়ক সুবিধার আওতায় এসেছে, যা পর্যায়ক্রমে ১০০ শতাংশ এ উন্নীত করা হচ্ছে। পাশাপাশি, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি ও পানি শোধনাগার স্থাপন করে সার্বজনীন পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূগর্ভস্থ পানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার লক্ষ্যে আমরা পদক্ষেপ গ্রহণ করছি।

২১০। নির্বাচনী অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসনের সেবা ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন জোরদার করার মাধ্যমে সামাজিক সুরক্ষা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এবং এক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

২১১। বর্তমান সরকারের আগামী পাঁচ বছরের বেশিরভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের গ্রামকে কেন্দ্র করে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গ্রামে বাস করেন, গ্রামের মানুষকে স্বাবলম্বী করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। ২০২৬-২৭ অর্থবছর ও মধ্যমেয়াদে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি জোরদার এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক, নারী ও যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নে আমরা সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। এ লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ সেবা সম্প্রসারণ, ২০০টি উপজেলায় নারীদের দক্ষতা উন্নয়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টি এবং সমবায়ের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর টেকসই আর্থিক অন্তর্ভুক্তকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। একইসাথে সহজ ঋণপ্রাপ্তি, ক্ষুদ্র ঋণ ও নারী উদ্যোক্তা ঋণ ব্যবস্থার সংস্কার এবং জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে প্রান্তিক কৃষক ও নারীদের আত্ম-কর্মসংস্থান, আয় বৃদ্ধি এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

২১২। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৬ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় খাতে সুশাসন, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আমরা ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং নারী-যুবকদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সুষম ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি। একইসাথে গ্রামীণ কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থান তৈরিতে সমবায়ভিত্তিক কার্যক্রম আরও জোরদার করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

২১৩। স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন বাবদ আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪১ হাজার ৩৫২ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করছি।

যোগাযোগ অবকাঠামো

সড়ক পরিবহন

মাননীয় স্পিকার

২১৪। একটি নিরাপদ, আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও পরিবেশবান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে। চলতি অর্থবছরে ১০৬টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়ক উন্নয়ন, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক করিডোর চার লেনে উন্নীতকরণ, পণ্য পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণ ও সড়ক নিরাপত্তা জোরদারে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে 'সেফটি সিস্টেম অ্যাপ্রোচ' ভিত্তিক বাংলাদেশ সড়ক নিরাপত্তা প্রকল্পের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা হয়েছে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছর ও মধ্যমেয়াদে সড়ক ও গণপরিবহন খাতে একটি সমন্বিত, আধুনিক ও টেকসই ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। মেট্রোপলিটন ট্রান্সপোর্ট কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন, মেট্রোরেলভিত্তিক ফিডার সার্ভিস চালু এবং ট্রানজিটভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া কারিগরি ম্যানুয়াল প্রণয়ন, ইলেকট্রিক যানবাহনের ব্যবহার বৃদ্ধি, স্বয়ংক্রিয় ফিটনেস সার্টিফিকেট ব্যবস্থা চালু এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ পেশাজীবী চালকের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২১৫। দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক ও নির্বিঘ্ন রাখতে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; বিশেষ করে যেসব সড়ক দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত এবং বেহাল অবস্থায় রয়েছে, সেগুলো দ্রুত সংস্কার এবং মেরামতের আওতায় আনা হচ্ছে। দেশব্যাপী প্রায় ৩ হাজার কিলোমিটার জাতীয় এক্সপ্রেসওয়ে গ্রিড গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্য করিডোরসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সমীক্ষা চলমান রয়েছে। একইসঙ্গে সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহন সমন্বয়ে মাল্টিমোডাল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, এক্সেল লোড নিয়ন্ত্রণে স্মার্ট প্রযুক্তির ব্যবহার এবং নতুন নিয়ন্ত্রণ স্টেশন স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সড়ক নিরাপত্তা জোরদার, রিং রোড ও রেডিয়াল রোড নির্মাণের মাধ্যমে ঢাকার যানজট নিরসন, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ডিজিটাল টোল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাস রুট যৌক্তিকীকরণ, ইলেকট্রিক বাস চালু এবং দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যা পরিবহন ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক, নিরাপদ ও কার্যকর করে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে।

২১৬। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের লক্ষ্যে সরকার স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সমন্বিত টিকিটিং ব্যবস্থা, র‍্যাপিড পাস ও অনলাইন সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে গণপরিবহণে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নের জন্য ৬টি মেট্রোরেল লাইনের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। এমআরটি লাইন-৬ চালুর পর সরকার লাইন-১ এবং লাইন-৫ (নর্দার্ন) এর নির্মাণ কার্যক্রম এগিয়ে নিচ্ছে। অন্যদিকে লাইন-৫ (সাউদার্ন), লাইন-২ ও লাইন-৪ এর নির্মাণ পরিকল্পনা কার্যক্রম এগিয়ে চলছে। একইসঙ্গে মেট্রোরেলের শেষ প্রান্ত থেকে বিভিন্ন গন্তব্যে দ্রুত ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করতে মনোরেলভিত্তিক ফিডার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে, যা নগর পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা ও যাত্রীসেবা আরও উন্নত করবে। ঢাকার

গণপরিবহণের বহু বছরের পুরোনো বাসগুলো পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করে ইলেকট্রিক বাস দিয়ে প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হবে। তাছাড়া নারীবান্ধব ও নিরাপদ যাতায়াত ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু সম্পূর্ণ বিদ্যুৎচালিত মেট্রোরেল ও বাস ব্যবস্থার মাধ্যমে বায়ু ও শব্দ দূষণ হ্রাস পাবে, যা পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে একটি সমন্বিত, নিরাপদ ও ভবিষ্যৎমুখী নগর পরিবহন নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে এবং ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ আরও সুদৃঢ় হবে।

মাননীয় স্পিকার

২১৭। দেশের সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সেতু বিভাগ কর্তৃক সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে বৃহৎ সেতু ও এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা হচ্ছে, যার ফলে যাতায়াত সময় ও ব্যয় হ্রাস পাবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যসহ অর্থনৈতিক কার্যাবলি সম্প্রসারিত হবে। পাশাপাশি ইলেকট্রনিক টোল সংগ্রহ ব্যবস্থা চালু ও সম্প্রসারণ, স্মার্ট ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে অবকাঠামো ব্যবস্থাপনায় আধুনিকতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে। আগামীতে সেতু ও এক্সপ্রেসওয়ে খাতে আরও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দ্বিতীয় যমুনা সেতু নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বাস্তবায়ন এবং পিপিপি ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রেলপথ উন্নয়ন

মাননীয় স্পিকার

২১৮। আমাদের সরকার নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব গণপরিবহন হিসেবে রেলওয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেলওয়ের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক

প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। রাজধানীর সাথে সকল জেলা ও প্রধান শহরকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় আনা, বন্দরসমূহের সাথে রেল সংযোগ সম্প্রসারণ, আঞ্চলিক ও আন্তঃদেশীয় রেল যোগাযোগ উন্নয়ন এবং অধিকহারে কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালুর মাধ্যমে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। একইসাথে ডুয়াল গেঁজ ডাবল লাইন নির্মাণ, গেঁজ ইউনিফিকেশন, আধুনিক সিগন্যালিং এবং ইলেকট্রিক ট্র্যাকশন প্রবর্তনের কাজ চলমান রয়েছে।

২১৯। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের ঢাকা-কুমিল্লা অংশে কর্ডলাইন নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩ টি এলাইনমেন্ট এর মধ্যে নারায়ণগঞ্জের শ্যামপুর থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত একটি এলাইনমেন্ট প্রাথমিকভাবে চূড়ান্ত হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন কর্ড লাইনটি নির্মিত হলে ঢাকা-চট্টগ্রামের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৮০ কিলোমিটার কমে আসবে এবং সামগ্রিক রুটের দূরত্ব ৩২০ কিলোমিটার থেকে কমে ২৪০ কিলোমিটারে নেমে আসবে। এর ফলে এই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে; ট্রেনের সময় বর্তমানের ৫ ঘন্টা থেকে কমে মাত্র ৩.৫ ঘণ্টায় নেমে আসবে। পাশাপাশি, চট্টগ্রাম বন্দর, বে-টার্মিনাল এবং মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দর থেকে আসা পণ্যবাহী ট্রেনগুলো বিদ্যমান লাইন চট্টগ্রাম-ফেনী-কুমিল্লা-ব্রাহ্মণবাড়িয়া-ভৈরব-নরসিংদী ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি প্রস্তাবিত ধীরাশ্রম আইসিডি (ICD)-র সাথে সংযুক্ত হতে পারবে, যা দেশের অর্থনীতি ও লজিস্টিকস খাতকে আরও শক্তিশালী করবে।

২২০। বর্তমান সরকারের মেয়াদে অধিক গুরুত্ব দিয়ে রেল খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার করা হবে। এ লক্ষ্যে নতুন রেললাইন নির্মাণ, রেলসেতু স্থাপন, আধুনিক লোকোমোটিভ, ক্যারেজ ও ওয়াগন সংগ্রহ এবং বিদ্যমান রেলপথ ও সেতুর রক্ষণাবেক্ষণ জোরদার করা হচ্ছে। সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীস্থ রেলওয়ে ওয়ার্কশপের

সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে কোচ ও লোকমোটিভ সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নতুন ট্রেন সার্ভিস চালু, সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং অপটিক্যাল ফাইবারভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিবহন সেবার মান উন্নত করা হবে। বাংলাদেশ রেলওয়েকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে যাত্রীসেবার পাশাপাশি পণ্য পরিবহন খাতে গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকেও উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ খাতের আধুনিকায়নে ইলেকট্রিক ট্রেন চালু, উচ্চগতির রেল সংযোগ এবং নতুন রোলিং স্টক সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে রেলওয়ে অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

নৌ-পরিবহন

মাননীয় স্পিকার

২২১। নৌপথে পরিবহন ব্যবস্থা ব্যয়-সাশ্রয়ী হিসেবে বিবেচিত। তাই নৌপরিবহন খাতের উন্নয়নে সরকার বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সমুদ্র ও স্থল বন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন, কন্টেইনার ও কার্গো হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথের উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও নির্বিঘ্ন নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দেশের মোট আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯৫ শতাংশ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়ায় বন্দরসমূহের আধুনিকায়ন ও দক্ষতা বৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। চট্টগ্রাম বন্দরে কন্টেইনার জট নিরসনে দ্রুত খালাস কার্যক্রম, ইয়ার্ড ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং জাহাজ পরিচালনায় সমন্বিত কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। একইসঙ্গে মোংলা বন্দরের সক্ষমতা বাড়াতে নতুন যন্ত্রপাতি সংযোজন, জেটি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং কার্গো হ্যান্ডলিং কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। সরকারের চলতি মেয়াদে নৌপরিবহন খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম আরও জোরদার করা হবে।

এ লক্ষ্যে চ্যানেলের নাব্যতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ নৌপথগুলোতে ড্রেজিং ও খনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের আগে অভ্যন্তরীণ নৌরুটসমূহ সচল রাখতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA) জরুরি ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। পাশাপাশি পায়রা ও মোংলা বন্দরের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা, স্থলবন্দর সম্প্রসারণ, নদীবন্দর ও লঞ্চঘাট আধুনিকায়ন এবং নৌপথে নিরাপত্তা জোরদারের মাধ্যমে সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় গতি সঞ্চার করা হবে। একই সঙ্গে নৌযান নিবন্ধন ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, নাবিকদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে খাতটির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

২২২। আগামীতে নৌপরিবহন খাতকে আরও আধুনিক, টেকসই ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন পর্যায়ে উন্নীত করতে মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম বে-টার্মিনালসহ গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন, বন্দরের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ড্রেজিং কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং ডিজিটাল ও অটোমেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হবে। পাশাপাশি মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর, চট্টগ্রাম বে-টার্মিনাল, পতেংগা কন্টেইনার টার্মিনাল ও লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনাল বাস্তবায়ন এবং আধুনিক নৌবন্দর অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সমন্বিত নৌপরিবহন ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

বেসামরিক বিমান পরিবহন

মাননীয় স্পিকার

২২৩। বাংলাদেশকে একটি আধুনিক ও আঞ্চলিক এভিয়েশন হাবে রূপান্তরের লক্ষ্যে বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। যশোর ও সৈয়দপুর বিমানবন্দরের টার্মিনাল সম্প্রসারণ, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল শীঘ্রই চালুর প্রস্তুতি, সিলেট ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দরের রানওয়ের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি এবং কক্সবাজার বিমানবন্দরের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রায় ৯৪ হাজার বর্গমিটার জায়গাজুড়ে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করা হয়েছে। এসব কার্যক্রমের ফলে দেশের বিমানবন্দরসমূহের সক্ষমতা ও সেবার মান আরও উন্নত হবে।

২২৪। বাংলাদেশ বিমান মার্কিন উড়োজাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের সঙ্গে ১৪টি আধুনিক উড়োজাহাজ সংগ্রহের চূড়ান্ত চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩৭০ কোটি মার্কিন ডলার বা ৪৫ হাজার ৪০৮ কোটি টাকা। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিমানের বহর সম্প্রসারণ, আন্তর্জাতিক রুটে সংযোগ বৃদ্ধি, যাত্রী ও কার্গো পরিবহন সক্ষমতা উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক এভিয়েশন খাতে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান আরও শক্তিশালী হবে। বিমানবন্দরসমূহে যাত্রীসেবা আধুনিকীকরণ, কার্গো ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ, বিমানবহরে নিরাপত্তা মান উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সেবা বিস্তারের মাধ্যমে একটি দক্ষ, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতামূলক এভিয়েশন খাত গড়ে তোলা হবে। এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হবে এবং জিডিপিতে পর্যটন খাতের অবদান ৬-৭ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

২২৫। আগামীতে জাতীয় এয়ার কানেকটিভিটি গ্রিড গড়ে তোলা, নতুন আন্তর্জাতিক গেটওয়ে প্রতিষ্ঠা, ঢাকা-চট্টগ্রাম-সিলেটকে পূর্ণাঙ্গ লজিস্টিকস ও যাত্রী হাবে উন্নীতকরণ, রাজশাহী, কক্সবাজার, যশোর ও সৈয়দপুরকে আন্তর্জাতিক গেটওয়ে হিসেবে গড়ে তোলা এবং একীভূত ডিজিটাল লজিস্টিকস প্ল্যাটফর্ম চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি বিমানবন্দরে হয়রানিমুক্ত যাত্রীসেবা নিশ্চিতকরণ, প্রবাসী কর্মীদের সুবিধা বৃদ্ধি, নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার এবং দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে একটি টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক এভিয়েশন ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। বৃহৎ পর্যটন পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এ খাতে পর্যটক আকর্ষণ ও বিপুল কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিনিয়োগ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে।

মাননীয় স্পিকার

২২৬। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, সরবরাহ ব্যবস্থা ইত্যাদির গুরুত্ব বিবেচনায় যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন বাবদ আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬০ হাজার ৭৩০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব পেশ করছি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৮ হাজার ২৯২ কোটি টাকা।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা

মাননীয় স্পিকার

২২৭। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও টেকসই বাংলাদেশ বিনির্মাণ আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। পরিবেশ সংরক্ষণ ও বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের

বাজেটে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে সারাদেশে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে। সড়ক, মহাসড়ক, বাঁধ, নদী ও খালপাড়সহ প্রান্তিক ভূমিতে বনায়ন জোরদার করা হবে। সরকারি বনাঞ্চল পুনরুদ্ধার এবং উপকূলীয় চরাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনায়ন করা হবে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়িতে বনায়ন, কৃষি বনায়ন এবং নগর বনায়ন কার্যক্রম গতিশীল করা হবে। পাহাড়ি অঞ্চলের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেট) এবং মধ্যাঞ্চলের অবক্ষয়িত শালবন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। জনগণকে উৎসাহিত করতে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বৃক্ষমেলা আয়োজন এবং বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রদান অব্যাহত থাকবে এবং সামাজিক বনায়নে শ্রেষ্ঠ উপকারভোগীর মধ্যে লভ্যাংশ প্রদান করা হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে সরাসরি ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৩.৫ লক্ষাধিক সবুজ কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ‘ওয়ান চাইল্ড, ওয়ান ট্রি কর্মসূচি’-এর আওতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে নিজ বাসায় বা আঙিনায় ১ কোটি বৃক্ষরোপণের কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২২৮। বনায়ন কার্যক্রমকে আধুনিক ও জবাবদিহিমূলক করতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। বন অধিদপ্তরের আওতাধীন বনায়ন এলাকার GPS এবং GIS ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হবে। গাছের রক্ষণাবেক্ষণ ও ডিজিটাল নজরদারির জন্য একটি ‘ট্রি মনিটরিং অ্যাপ’ প্রস্তুত করা হচ্ছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ বনের ৫০ শতাংশকে কার্বন ট্রেডিং কার্যক্রমের আওতায় আনা হবে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে প্রাণিকুলের বিদ্যমান 'রেড লিস্ট' হালনাগাদ করার মাধ্যমে আমাদের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমে সামুদ্রিক প্রাণীসহ মোট ২ হাজার ২০০ প্রজাতির বন্যপ্রাণীর অ্যাসেসমেন্ট করা হবে।

মাননীয় স্পিকার

২২৯। প্যারিস চুক্তির আর্টিকেল ৬ এর অধীনে ১১টি নতুন কার্বন ট্রেডিং প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বর্তমান সরকার 'সার্কুলার ফিউচার মডেল' বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রশমনে বর্জ্য থেকে শক্তি উৎপাদনের পাশাপাশি বর্জ্য থেকে জৈব সার উৎপাদন এবং প্লাস্টিক বর্জ্যের পুনঃব্যবহার প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। বায়ু দূষণের কারণে জনগণ বিশেষ করে শিশু ও বৃদ্ধরা মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছে। এ দুষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে সরকার বদ্ধপরিকর। ১৫ টি Continuous Air Monitoring Station (CAMS) ও ১৬টি Compact Continuous Air Monitoring Station (C-CAMS) এর মাধ্যমে নিয়মিত বায়ুর গুনগতমান মনিটরিং করা হচ্ছে। যানবাহনের দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিআরটিএ-এর মাধ্যমে ১০টি আধুনিক Vehicle Inspection Centre স্থাপন করা হবে এবং ইলেকট্রিক বাস সার্ভিস প্রচলন করার পরিকল্পনা রয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসহ বায়ুদূষণকারী বড় বড় শিল্প কারখানার সার্বক্ষণিক অনলাইন স্ট্যাক নিঃসরণ পরিমাপের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া, ই-বর্জ্যের পরিবেশসম্মত ব্যবস্থাপনায় বিধিমালা হালনাগাদকরণ ও নতুন গাইডলাইন প্রণয়ন করা হবে।

২৩০। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বিশুদ্ধ পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ একবার ব্যবহারযোগ্য ১৭টি পণ্যকে 'সিঙ্গোল-ইউজ প্লাস্টিক' (Single-use Plastic) হিসেবে চিহ্নিত করে তা নিষিদ্ধ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ‘থ্রি আর’ নীতি: রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল-এর মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে প্লাস্টিক বর্জ্য ৩০ শতাংশ কমানো হবে। শিল্পায়নকে পরিবেশবান্ধব করতে অনলাইন মনিটরিং ও ছাড়পত্র প্রদান প্রক্রিয়া জোরদার করা হয়েছে। সারা

দেশে ৩ হাজার ২৬০টি ইটিপি (ETP) স্থাপনযোগ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ইতোমধ্যে ২ হাজার ৭০০টি প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ৮২০টি প্রতিষ্ঠানের ইটিপিতে আইপি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

২৩১। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় গবেষণা, উদ্ভাবন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, বিলুপ্তপ্রায় বনজ প্রজাতি সংরক্ষণ এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে গবেষণা, নতুন বাগান সৃজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া, কৃষি জমিতে লবণাক্ততা হ্রাস করতে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদী সংলগ্ন খাল খনন করা হবে। দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা হিসেবে জৈব কৃষি, নিরাপদ সার এবং পরিবেশবান্ধব উৎপাদন পদ্ধতির মাধ্যমে নতুন শস্য বীজ উদ্ভাবন প্রকল্পে অর্থায়ন করা হবে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে সুষম উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে ও দীর্ঘমেয়াদে উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি থেকে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মোকাবিলায় টেকসই বেড়িবাঁধ, নদীর তীররক্ষা এবং সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে উপকূলীয় অঞ্চলে লবণাক্ততা সহনশীল কৃষি উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২৩২। সরকারের বনায়ন কর্মসূচির বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২৫ হাজার ৯৬০ হেক্টর ব্লক বাগানে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ ৯৭ হাজার চারা, ৩ হাজার ৭২৭ কি.মি. স্ট্রিপ বাগানে ৩৭ লক্ষ ২৭ হাজার চারা, ৪ হাজার হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগানে ১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৭৬ হাজার চারা এবং বসতবাড়ি বনায়নে ৫৬ লক্ষ চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এছাড়া, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে ৩০০ হেক্টর

সংরক্ষিত এলাকা সম্প্রসারণ এবং ৪ হাজার ৫০০ হেক্টর জবরদখলকৃত বনভূমি পুনরুদ্ধারের বিষয়টি সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩৩। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের গভীরতা ও ব্যাপ্তি বিবেচনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পিকার

২৩৪। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনায় সেচ, বন্যা ব্যবস্থাপনা, নদীভাঙন রোধ, ভূমি পুনরুদ্ধার, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, লবণাক্ততা প্রতিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে সরকার প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় প্রতিটি বিভাগে অন্তত একটি করে নদ-নদী দখলমুক্ত ও পুনরুজ্জীবিত করার বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মোট ৭টি প্রকল্পের মাধ্যমে ধলেশ্বরী, লৌহজং, আলাইকুড়ি, মগড়া, সালতা, সুতাং, বাঁকখালী ও বারনই নদীর অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও প্রবাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। হাওড়-বাওর অঞ্চলের সমন্বিত উন্নয়ন এবং উপকূলীয় এলাকার লবণাক্ততা নিরসণ করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর পানির গুণগতমান সূচক (WQI) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া, AI ও ডিপ লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভূগর্ভস্থ পানির স্তরের রিয়েল-টাইম ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে, যা টেকসই পানি ব্যবস্থাপনায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

২৩৫। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় জাতীয় পর্যায়ে "নদী-খাল ও জলাধার খনন ও পুনঃখনন" কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক

আগামী ৫ বছরে ২০ হাজার কিলোমিটার খাল, নদী ও নালা খনন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৬৮০ কিলোমিটার খাল, সেচ খাল ও নিষ্কাশন খাল খনন ও পুনঃখনন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া 'বাংলাদেশের খালসমূহ চিহ্নিতকরণ ও শ্রেণিবিন্যাসকরণ এবং জিও-ইনফরমেটিক ডাটাবেজ তৈরি' প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে খালসমূহ চিহ্নিত করে একটি জিও ইনফরমেশন সিস্টেমভিত্তিক খাল নেটওয়ার্ক প্রণয়ন করা হবে। বন্যায় সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাঁধ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও মেরামত এবং ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ কার্যক্রমের আওতায় ৩০৯ কি.মি. এবং ৪৮৪ কি.মি. ব্যাপী নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি ও ডুবোচর অপসারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। বন্যায় সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় ২৯২ কি.মি. বাঁধ নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও মেরামত এবং ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ কার্যক্রম চলামান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩৬। তিস্তা ও পদ্মা নদীর উজানে বাঁধের মাধ্যমে পানিপ্রবাহ বিঘ্নিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উক্ত নদী দুটির অববাহিকায় কৃষি, সেচ, মৎস্য ও জীববৈচিত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। সে কারণে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষি ও মৎস্য খাতে বিপ্লব সাধনে 'পদ্মা ব্যারেজ (প্রথম পর্যায়)' প্রকল্পটি জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি ২০২৬ সালের জুলাই থেকে ২০৩৩ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্পের আওতায় রাজবাড়ীর পাংশায় পদ্মা নদীর ওপর ২.১ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল ব্যারেজ ও জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীর পানি সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করে স্বাদু পানির প্রবাহ পুনরুদ্ধার, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, নাব্যতা সংরক্ষণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ২ হাজার ৯০০ মিলিয়ন কিউবিক মিটার পানি সংরক্ষণ, ৫টি শাখা/উপনদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনার মাধ্যমে সুন্দরবনসহ পদ্মা নদীর অববাহিকায় লবণাক্ততা রোধ, ২.৮৮ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন করা এবং ২০.৩৯ মিলিয়ন টন ধান ও ২.৩৪ মিলিয়ন টন মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে চারটি বিভাগের ১৯টি জেলার ১২০টি

উপজেলার মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে, যা দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৭ শতাংশ। এছাড়াও আমাদের সরকার দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের ভাগ্যবদল ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে 'তিস্তা নদীর সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থাপনা ও পুনরুদ্ধার প্রকল্প' বা তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করছে।

মাননীয় স্পিকার

২৩৭। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০ হাজার ৫ শত ৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

মাননীয় স্পিকার

২৩৮। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী এবং এর ফলে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ সম্পদ বিনষ্ট হয়ে থাকে। আমাদের সরকার টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও প্রশমনের উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (EGPP)-এর আওতায় প্রায় ২০ লক্ষ গ্রামীণ শ্রমিকের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে, যার এক-তৃতীয়াংশই নারী। চলতি অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় কাজের বিনিময়ে টাকা (কাবিটা) খাতে ১ হাজার ৫১০ কোটি টাকা এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) খাতে ১ হাজার ৪৫৪ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ দিয়ে গ্রামীণ অবকাঠামো সচল রাখা হয়েছে। পাশাপাশি ভিজিএফ ও কাবিখা কর্মসূচির মাধ্যমে ৫ লক্ষ মে. টনের অধিক খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের ১১ লক্ষাধিক নাগরিকের মানবিক সহায়তা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

২৩৯। বর্তমানে ১৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৫০টি দুর্যোগ আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। নদী ভাঙন ও বন্যাপ্রবণ এলাকায় ৪৪৮টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজও দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। সরকার দেশজুড়ে জলাবদ্ধতা নিরসন,

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ এবং পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে ব্যাপক খাল খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ও খাল খনন কর্মসূচির মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন ও বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন ও মাটির ক্ষয়রোধকরণে চলতি অর্থবছরে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে সরকারের প্রথম ৬ মাসে ১৮০ দিনের কর্মসূচির আওতায় ১,৫০০ কিলোমিটার খাল, নদী ও নালা খননের এবং রোপণকৃত চারার সংখ্যা ১ লক্ষ নির্ধারণ করা রয়েছে, সে অনুযায়ী কাজ চলমান রয়েছে।

২৪০। বড় ধরনের দুর্যোগে কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের জন্য ন্যাশনাল ইমারজেন্সি অপারেশন সেন্টার (NEOC) স্থাপনের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগের জন্য প্রায় ৫২১ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক উদ্ধার যন্ত্রপাতি ও ১১টি এরিয়াল প্ল্যাটফর্ম ল্যাডার ক্রয় করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (CPP)- এর জন্য বেতার যোগাযোগ ১০০ ভাগ নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ৭৮ হাজার ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি সমৃদ্ধ অনলাইন ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এখন দেশের যেকোনো প্রান্ত থেকে টোল-ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ডায়াল করে মুহূর্তেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা যাচ্ছে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তির সাহায্যে দুর্যোগ পূর্বাভাস কার্যক্রম জোরদার করা হচ্ছে। নদীভাঙন পর্যবেক্ষণে আধুনিক স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত ক্ষুদে বার্তার মাধ্যমে সতর্কবার্তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। সচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় নিয়মিত ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় ও অগ্নিকান্ড সংক্রান্ত প্রস্তুতিমূলক মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪১। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা ও এর অভিঘাত প্রশমনে উল্লিখিত কর্মকাণ্ড জোরদার করাসহ সম্ভাব্য বড়ধরনের ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি ও জানমাল রক্ষায় আধুনিক রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এ লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০

হাজার ৩৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। যা চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ছিল ৯ হাজার ৬৯ কোটি টাকা।

নারী ও শিশু উন্নয়ন

নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশু সুরক্ষা

মাননীয় স্পিকার

২৪২। নারীর ক্ষমতায়নই উন্নয়নের নির্দেশক। নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় আইনি ও বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধে 'মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রাম'-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরী এবং সাতটি বিভাগীয় ডিএনএ স্ক্রিনিং ল্যাবরেটরীতে আগামী অর্থবছরে ডিএনএ নমুনা বিশ্লেষণে নতুন সফটওয়্যার সংযোজন করা হবে। দেশের নতুন ও সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে তাদের একটি ডাটাবেজ তৈরি করা হচ্ছে, যা তাদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, ঋণ সুবিধা এবং বাজার সংযোগ নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপকূলীয় অঞ্চলের নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ অভিযোজন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে উপজেলা পর্যায়ে 'আয়-বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ' প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায় সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪৩। দেশের অসচ্ছল নারীদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার 'ভিডব্লিউবি' (Vulnerable Women Benefit) কার্যক্রমের আওতায় সারা দেশের ৪৯৩ টি উপজেলার ৪ হাজার ৫৮৬ টি ইউনিয়নে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার নারীকে মাসিক ৩০

কেজি হারে চাল ও পুষ্টিচাল প্রদান করা হচ্ছে। মাতৃগর্ভ থেকে আট বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর যথাযথ বিকাশ, সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যাপক সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ এবং ‘প্যারেন্টিং’ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২৪৪। নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য 'কুইক রেসপন্স টিম' গঠন করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে সমন্বিত সেবা কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। আমাদের সরকার কর্মজীবী নারীদের নিশ্চিন্তে কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রথম ধাপে ২০টি এবং পরবর্তী ধাপে আরও ৬০টি আধুনিক দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের বিশাল কর্মযজ্ঞ গ্রহণ করেছে। একইসাথে বিদেশ ফেরত নারী শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও তাদের যথাযথ পুনর্বাসনের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা শ্রম অভিবাসনের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪৫। বর্তমান সরকার পথশিশু ও ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষিত শিশুদের পরিবারে পুনরেকত্রীকরণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। আইনের সংঘাতে জড়িত কন্যা শিশুদের সংশোধন ও নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে প্রতিবছর গড়ে ৩৫০ জন কন্যা শিশুকে আবাসন প্রদানের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুদের আইনি সহায়তা, সামাজিক নিরাপত্তা এবং ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। ঝুঁকিতে থাকা সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন শিশুদের সুরক্ষায় বর্তমানে দেশের ১৭টি জেলায় ৩৩টি 'সমন্বিত শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্র' পরিচালিত হচ্ছে। সরকারি অনুদান পুষ্ট এই কেন্দ্রগুলোতে ৩ হাজার ৩০০ জন ছেলে ও ৩ হাজার ৩০০ জন মেয়ে শিশুর

পৃথক আবাসন ও জীবনযাত্রার ব্যবস্থা রয়েছে। বাক্, শ্রবণ, দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে শহিদ শিশুর পরিবার ও আহত শিশুদের প্রণোদনা কার্যক্রম

মাননীয় স্পিকার

২৪৬। জুলাই গণভ্যুত্থানে শহিদ শিশুদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং তাদের পরিবারকে সহায়তার লক্ষ্যে ৮৪টি পরিবারকে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহে এককালীন ৫০ হাজার টাকার প্রাইজবন্ড ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে আন্দোলনে আহত শিশুদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করে তাদের সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৪৭। নারী ও শিশু উন্নয়ন খাতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৫ হাজার ১৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি

মাননীয় স্পিকার

২৪৮। আমরা ধর্মীয় বিভাজনের বিপরীতে সংহতি ও সাম্যে বিশ্বাস করি। সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতি নিশ্চিতকরণ, মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সৃষ্টি, সকল ধর্মীয় প্রধানের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনমান উন্নয়ন, ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের উন্নয়ন, সুষ্ঠুভাবে হজ কার্যক্রম সম্পাদন, ইসলামী

গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২৪৯। সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ধর্মীয় প্রধানের সামাজিক মর্যাদা ও জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মসজিদের ক্ষেত্রে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও খাদেমকে মোট ১০ হাজার টাকা এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পুরোহিত ও সেবায়েতকে মোট ৮ হাজার টাকা মাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত মোট ৬,৪৩৮টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৯,৫২০ জনকে মাসিক সম্মানী ও উৎসব ভাতা প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে এ সুবিধা সব ধর্মীয় উপসনালয়ে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী বাজেটে এ বাবদ ১ হাজার ৮১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

২৫০। ওয়াকফ সম্পত্তির অবৈধ উচ্ছেদ ও উদ্ধার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১১টি ওয়াকফ এস্টেটের ২৮.২০ একর সম্পত্তি উদ্ধার করা হয়েছে। চলতি ২০২৬ সালের হজ প্যাকেজে ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে। আগামীতে হজ ব্যবস্থাপনা অধিকতর সাশ্রয়ী, সহজ ও সাবলীল করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আগামীতে ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা বৃদ্ধির কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়: রাজস্ব খাত সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

২৫১। বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা, মূল্যস্ফীতি, জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা সংকট এবং সাপ্লাই-চেইন ইকোসিস্টেমের পরিবর্তনের এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে আমরা ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করছি। সাধারণত বাজেটের আকার ও জিডিপির প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় নিয়ে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়, যার সিংহভাগ অর্থাৎ প্রায় ৮৬ শতাংশ আহরণ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বিভিন্ন বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও আমাদের রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। রাজস্ব আহরণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও দেশে শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসার ক্ষেত্র বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণ এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

মাননীয় স্পিকার

২৫২। আমাদের সরকারের লক্ষ্য ২০৩৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা, মধ্যমেয়াদে কর-জিডিপি অনুপাত ১০ শতাংশ করা এবং দীর্ঘমেয়াদে ২০৩৫ সালের মধ্যে তা ১৫ শতাংশে উন্নীত করা। এজন্য প্রয়োজন একটি ন্যায্য, প্রযুক্তিনির্ভর, সর্বজনীন ও পূর্বানুমানযোগ্য (Predictable) রাজস্ব কাঠামো, যা ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করবে এবং বিনিয়োগ-উৎপাদন-কর্মসংস্থান-ভোগ-কর চক্রকে (Investment-Production-Employment-Consumption-Tax Cycle) আরও গতিশীল করবে। সরকারের রাজনৈতিক অর্থনীতির দর্শন অনুযায়ী আমরা কর ব্যবস্থার ডিজিটাইজেশন এবং করদাতাদের আস্থা পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও স্বচ্ছ রাজস্ব প্রশাসন গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়া, ব্যবসা সহজীকরণ এবং করদাতাদের আমলাতান্ত্রিক হয়রানি থেকে মুক্তি দিতে এই বাজেটে আইনি ও প্রশাসনিক বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation) কার্যক্রমের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় স্পিকার

২৫৩। এই বাজেট প্রণয়নে আমরা বিস্তৃত অংশীজন পরামর্শ গ্রহণ করেছি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ট্যারিফ কমিশন, বিডা, বেজা, বেপজা, এফবিসিসিআইসহ ব্যবসায়ী সংগঠন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং শিল্প-সেবা খাতের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ৬১৩টি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের ৪,৪৯৪টি প্রস্তাব গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। অংশীজন হতে প্রাপ্ত এসকল প্রস্তাবসমূহ এবং তাদের পরামর্শের আলোকে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের রাজস্ব ব্যবস্থার মূল চ্যালেঞ্জসমূহ হলো- নিম্ন কর-জিডিপি অনুপাত, কর অব্যাহতির বিস্তৃত সংস্কৃতি, ক্ষুদ্র করভিত্তি, কর ফাঁকি ও ডিজিটালাইজেশনের ঘাটতি। এই চ্যালেঞ্জসমূহ বিবেচনায় নিয়ে প্রস্তাবিত বাজেটে করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ, কর অব্যাহতি ধীরে ধীরে হ্রাস করা এবং রাজস্ব ব্যবস্থায় End-to-End Automation এর মাধ্যমে কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণসহ ব্যবসাবান্ধব নীতি সংস্কারের রূপরেখা গ্রহণ করেছি। এই বাজেট সেই দীর্ঘমেয়াদী রূপান্তরের ভিত্তি স্থাপন করবে, যা আমাদের অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও প্রতিযোগিতাসক্ষম করে তুলবে।

আয়কর সংক্রান্ত বাজেট প্রস্তাবনা

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

১. ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের জন্য আগামী ৫ বছরের জন্য প্রগতিশীল করকাঠামোর প্রস্তাব

২৫৪। করদাতাগণ যাতে, ভবিষ্যতে মধ্যমেয়াদে তাদেরকে কি হারে কর পরিশোধ করতে হবে তা সঠিকভাবে পূর্বাণুমান (predict) করতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যক্তিকরদাতাদের জন্য আগামী ৫ বছরের আয়কর হার প্রস্তাব করছি।

করমুক্ত আয়সীমা

মাননীয় স্পিকার

মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির বাস্তবতা বিবেচনায় আগামী ৫ বছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণির করদাতাদের নিম্নরূপ করমুক্ত আয়ের সীমা প্রস্তাব করছি:

করবর্ষ	করমুক্ত আয়ের সীমা
২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮	৩,৭৫,০০০ টাকা
২০২৮-২৯ এবং ২০২৯-৩০	৪,০০,০০০ টাকা
২০৩০-৩১	৪,৫০,০০০ টাকা

করমুক্ত আয়ের সীমা বিদ্যমান ৩,৫০,০০০ টাকা থেকে ৩,৭৫,০০০ টাকা এবং পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে করমুক্ত আয়ের সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি।

নিম্নোক্ত বিশেষ শ্রেণির করদাতাগণের করমুক্ত আয়ের সীমা (পরিশিষ্ট: খ, সারনী-১) হবে নিম্নরূপ:

করদাতার বিশেষ শ্রেণি	করমুক্ত আয়ের পরিমাণ		
	২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮	২০২৮-২৯ এবং ২০২৯-৩০	২০৩০-৩১
নারী করদাতা এবং ৬৫ বছর ও তদূর্ধ্ব বয়সের সিনিয়র সিটিজেন	৪,২৫,০০০ টাকা	৪,৫০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা
তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধি করদাতা	৫,০০,০০০ টাকা	৫,২৫,০০০ টাকা	৫,৭৫,০০০ টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও গেজেটভুক্ত “জুলাই যোদ্ধা”	৫,২৫,০০০ টাকা	৫,৫০,০০০ টাকা	৬,০০,০০০ টাকা

প্রতিবন্ধি ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক	প্রত্যেক প্রতিবন্ধি সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা হারে বেশি

ব্যক্তিশ্রেণির কর হার (পরিশিষ্ট খ, সারনী-২)

(ক) ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ কর বর্ষের জন্য কর হার	
মোট আয়	**হার**
প্রথম ৩,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	শূন্য
পরবর্তি ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	১০ শতাংশ
পরবর্তি ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	১৫ শতাংশ
পরবর্তি ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	২০ শতাংশ
পরবর্তি ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	২৫ শতাংশ
৩৫,৭৫,০০০ টাকার বেশি অবশিষ্ট মোট আয়ের ওপর	৩০ শতাংশ

(খ) ২০২৮-২৯ ও ২০২৯-৩০ কর বর্ষের জন্য কর হার	
মোট আয়	**হার**
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	শূন্য
পরবর্তি ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	১০ শতাংশ
পরবর্তি ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	১৫ শতাংশ
পরবর্তি ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	২০ শতাংশ
পরবর্তি ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	২৫ শতাংশ
পরবর্তি ২,৬৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	৩০ শতাংশ
৩ কোটি টাকার বেশি অবশিষ্ট মোট আয়ের ওপর	৩৫ শতাংশ

(গ) ২০৩০-৩১ কর বর্ষের জন্য কর হার	
মোট আয়	**হার**
প্রথম ৪,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	শূন্য
পরবর্তি ৩,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	১০ শতাংশ
পরবর্তি ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	১৫ শতাংশ
পরবর্তি ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	২০ শতাংশ
পরবর্তি ২০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	২৫ শতাংশ
পরবর্তি ২,৬৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের ওপর	৩০ শতাংশ
৩ কোটি টাকার বেশি অবশিষ্ট মোট আয়ের ওপর	৩৫ শতাংশ

২. কর্পোরেট কর

মাননীয় স্পিকার

২৫৫। বিনিয়োগ না হলে কর্মসংস্থান হয় না, উৎপাদন বাড়ে না, অর্থনীতি শক্তিশালী হয় না। তাই এবারের বাজেটে কর্পোরেট কর পরিপালন ব্যবস্থা সহজ ও ব্যবসাবান্ধব করা, অনলাইনে আয়কর রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধের ব্যবস্থা করা, অতিরিক্ত নিয়মের বেড়াজাল থেকে করদাতাদের রেহাই দেয়া, ব্যবসার অনুমোদনযোগ্য খরচ বাড়িয়ে এবং উৎসে কর কর্তন না করার কারণে খরচ অগ্রাহ্য করার বিদ্যমান বিধান বিলোপ করার মাধ্যমে করদাতার করযোগ্য আয় কমানো এবং করদায় কমানোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সেই সাথে, অডিটের জন্য কর মামলা নির্বাচন এবং উৎসে কর যাচাই এর জন্য নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও অটোমেটেড করার ওপর জোর দিচ্ছি।

কর্পোরেট কর হার

২৫৬। নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং বিনিয়োগকারীগণকে মধ্যমেয়াদে একটি নির্দিষ্ট হারে করারোপের নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিদ্যমান কর্পোরেট কর হার

(পরিশিষ্ট খ, সারনী-৩) আগামী কর বছরে অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। তবে, আগামী দিনগুলোতে করের আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ কর আদায় করার মাধ্যমে ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে সচেষ্ট থাকবো।

আয়করে ছাড় প্রদান:

মূল্যস্ফীতি ও জীবনযাত্রার ব্যয় কমাতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ও কৃষিপণ্যে কর ছাড়:

২৫৭। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার, দেশের প্রতিটি ব্যক্তি ও পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নতির লক্ষ্যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় ৬০ টি পণ্যের ওপর উৎসে কর হ্রাসের একটি বড় জনমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মৌলিক কৃষি ও ভোগ্যপণ্য, যেমন- ধান, চাল, গম, আলু, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি, মাছ, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, লবণ, চিনি, ভোজ্যতেল, বীজসহ বিভিন্ন পণ্যের ওপর উৎসে করের হার ৫ শতাংশ, ২ শতাংশ, ১ শতাংশ হতে হ্রাস করে মাত্র ০.৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। বিগত বছরগুলোতে দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে জনজীবনে যে নাভিশ্বাস উঠেছিলো, তার বিপরীতে গণতান্ত্রিক সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই পদক্ষেপ জনজীবনে স্বস্তি আনবে।

২৫৮। সাধারণ জনগণকে স্বস্তি প্রদানের জন্য অন্যান্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উৎসে কর হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে তা এ মহান সংসদের নিকট উপস্থাপন করছি-

- স্বাস্থ্য খাতে কর ছাড়ের অংশ হিসেবে কিডনি ডায়ালাইসিস ফিল্টার আমদানিতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ অগ্রিম কর সম্পূর্ণ মওকুফ;
- শারিরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত ১৫টি পণ্যের অগ্রিম আয়করের হার ২ শতাংশ হতে ১ শতাংশে হ্রাস;
- উৎসে করের উচ্চ হারের কারণে স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকারের সরবরাহ এখনো অনানুষ্ঠানিক রয়ে গেছে বিধায় সরকার রাজস্ব পাচ্ছে না। এই ব্যবসাকে আনুষ্ঠানিক খাতে এনে সরকারের রাজস্ব আদায় বাড়ানোর লক্ষ্যে স্বর্ণ ও

স্বর্ণালংকার সরবরাহে উৎসে করের হার ৫ শতাংশ থেকে মাত্র ০.৫ শতাংশে হ্রাস;

- পরিবেশবান্ধব যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে ইলেক্ট্রিক বাস ও ট্রাক এবং ইলেক্ট্রিক চার্জিং স্টেশন আমদানির ক্ষেত্রে উৎসে কর হার ৫ শতাংশ হতে সম্পূর্ণ প্রত্যাহার;
- কম্পিউটার প্রিন্টার, পোর্টেবল অটোমেটিক ডাটা প্রসেসিং মেশিন, ফ্ল্যাশ মেমোরি এবং কম্পিউটার মনিটর আমদানিতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ অগ্রিম কর কমিয়ে ২ শতাংশে হ্রাস;
- স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ২২টি কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম করের হার ৫ শতাংশ ও ২ শতাংশ হতে ১ শতাংশে হ্রাস;
- বিদ্যুৎ উৎপাদনকারির কাছে থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ৪ শতাংশ হতে ৩ শতাংশে হ্রাস;
- রিফাইনারি কর্তৃক জ্বালানি তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ১.৫ শতাংশ হতে ১ শতাংশে হ্রাস;
- রপ্তানি আয় হতে প্রাপ্ত নগদ প্রণোদনার উপর উৎসে করের হার ১০ শতাংশ থেকে ৫ শতাংশে হ্রাস;
- রিসাইকেল্ড পণ্য ও রিসাইক্লিং কাঁচামাল-এ করহার ৩ শতাংশ হতে ১ শতাংশে হ্রাস;
- বিটিআরসি কর্তৃক প্রাপ্ত রেভিনিউ শেয়ার, লাইসেন্স ফি বা চার্জ এর ওপর প্রযোজ্য ২০ শতাংশ উৎসে কর প্রত্যাহার;
- মোবাইল নেটওয়ার্ক সেবা-খাতে উৎসে কর কর্তনের হার ১২ শতাংশ হতে ১০ শতাংশে হ্রাস;
- প্যাকেজিং ম্যাটেরিয়াল সরবরাহের ওপর উৎসে করের হার ৫ শতাংশ হতে ৩ শতাংশে হ্রাস;
- পরিবহন, ক্যারিং ও গাড়ি ভাড়া সেবা খাতে উৎসে করের হার ৫ শতাংশ হতে ২ শতাংশে হ্রাস;
- শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে উৎসে অগ্রিম করের সাধারণ হার ৫ শতাংশ হতে ৪ শতাংশে হ্রাস;

- বিদেশি বিনিয়োগের স্বার্থে যন্ত্রপাতি ভাড়া বাবদ অনিবাসি (non-resident) করদাতাকে পরিশোধ খাতে উৎসে কর কর্তনের হার ১৫ শতাংশ হতে ৭.৫ শতাংশে হ্রাস;
- বিমা খাতে রি-ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম বাবদ খরচ কমানোর স্বার্থে অনিবাসী করদাতাকে পরিশোধিত বীমা প্রিমিয়াম হতে উৎসে কর কর্তনের হার ১০ শতাংশ হতে ৫ শতাংশে হ্রাস;
- শিল্পস্থাপনে বিনিয়োগ ব্যয় (Cost of Fund) কমানোর স্বার্থে বিদেশী ঋণের সুদের উপর উৎসে করের হার ২০ শতাংশ হতে ১০ শতাংশে হ্রাস করার প্রস্তাব করছি;

এই পদক্ষেপগুলো ব্যবসার নগদ প্রবাহ বাড়াবে, ভোক্তা পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির চাপ কমাবে, উৎপাদন ব্যয় কমাবে ফলস্বরূপ শিল্প ও ব্যবসায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে;

উৎসে করকে ন্যূনতম করের পরিবর্তে অগ্রিম কর হিসাবে বিবেচনা করা:

২৫৯। এতদিন করযোগ্য বা কম আয় থাকা সত্ত্বেও উৎসে কর্তিত কর বাধ্যতামূলক ন্যূনতম কর হিসেবে বিবেচনা করা হত যা ব্যবসায় পুঁজির সংকট তৈরি করতো। সরকার এই বিধান বাতিল করে উৎসে করকে, অগ্রিম কর হিসেবে গণ্য করার আন্তর্জাতিক বিধান চালু করছে। এবং অতিরিক্ত পরিশোধিত উৎসে কর ফেরত প্রদান করা হবে। এর মাধ্যমে কর ব্যবস্থার ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে।

মাননীয় স্পিকার

২৬০। একটি দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের করনীতি শুধু রাজস্ব সংগ্রহের হাতিয়ার হিসেবে নয়; খাদ্য নিরাপত্তা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং পরিবেশ সুরক্ষার জন্যও ব্যবহৃত হতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা:

- দেশে ভোজ্যতেলের সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে, দেশীয় তৈলবীজ ব্যবহার করে ভোজ্য তেল উৎপাদন ব্যবসার করহার প্রথম ৫ বছরের জন্য সম্পূর্ণ অব্যাহতি এবং পরবর্তি ৩ বছর ৫০% এবং তার পরবর্তি ২ বছর ২৫ শতাংশ অব্যাহতি দিয়ে, ১০ বছরের জন্য কর সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি। এর মাধ্যমে কৃষি খাতে বিনিয়োগ ও দেশে ভোজ্যতেলের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি:

- পরিবেশবান্ধব, সাশ্রয়ী ও টেকসই সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনকে উৎসাহ প্রদানের জন্য ২০৩৫ সাল পর্যন্ত সৌরবিদ্যুৎ খাতে শূণ্য শতাংশ কর হার প্রস্তাব করছি। একই সাথে সৌরবিদ্যুৎ বিলের উপর ব্যবহারকারীদের (Consumer) সৌরবিদ্যুৎ বিল পরিশোধের বিপরীতে ৫ শতাংশ কর রেয়াত সুবিধা প্রদান করতে চাই।
- সকল ধরনের ইলেকট্রিক ভেহিকেল (ইভি) বিআরটিএ তে রেজিস্ট্রেশন ও নবায়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অগ্রিম আয়করের পরিমাণ ২ লাখ টাকা হতে কমিয়ে ইলেক্ট্রিক গাড়ির ২০০, ৩০০, ৪০০ এবং ৪০০ KW এর বেশি ক্যাপাসিটির ভিত্তিতে যথাক্রমে ২৫ হাজার, ৫০ হাজার, ৭৫ হাজার এবং ১ লাখ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি;
- সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার এবং ইলেক্ট্রিক গাড়ির ব্যবহার ব্যাপক হারে বাড়লে বিদেশ থেকে জ্বালানি তেল আমদানির চাপ কমবে। আমরা চাই বাংলাদেশের শিল্পায়ন হোক উৎপাদনশীল, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব।

মাননীয় স্পিকার

২৬১। এই বাজেটের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে কর্মসংস্থান। আমরা করনীতিকে এমনভাবে সাজাতে চাই, যাতে নতুন ব্যবসা, নতুন ধারণা এবং নতুন প্রজন্ম এগিয়ে আসতে পারে।

তরুণ, নারী, প্রতিবন্ধী ও উদ্ভাবনী উদ্যোক্তাদের বিশেষ সহায়তা প্রদানের জন্য-

- বর্তমানে শুধু IT ফ্রিল্যান্সিং এর ওপর কর অব্যাহতি আছে। এই কর অব্যাহতি সুবিধা অন্যান্য সকল প্রকার ফ্রিল্যান্সিং আয়ের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণ করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে ফ্রিল্যান্সাররা তাদের আয় বৈধপথে ব্যাংকিং চ্যানেলে দেশে আনতে উৎসাহিত হবেন।
- তরুনদের উদ্ভাবনী কাজে উৎসাহ যোগাতে সকল ধরনের কন্টেন্ট ক্রিয়েশন হতে আয়কে করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি;
- তারুণ্যকে প্রাধান্য দিয়ে স্টার্টআপ, উদ্ভাবনী উদ্যোগ ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবসা-এর ক্ষেত্রে টার্নওভার ট্যাক্স শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি;
- এসএমই উদ্যোক্তাদের ৫০ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার এবং নারী ও প্রতিবন্ধী উদ্যোক্তাদের ৭০ লাখ টাকা পর্যন্ত টার্নওভার হতে অর্জিত আয় করমুক্ত করার প্রস্তাব করছি;
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার বাইরে যেকোনো উৎপাদনমুখী শিল্প, পর্যটন বা ক্রীড়াক্ষেত্রের স্থাপনা ও যন্ত্রপাতির বিনিয়োগের ওপর প্রথম বছরে ৬০ শতাংশ এবং দ্বিতীয় বছরে ৪০ শতাংশ হারে ত্বরান্বিত অবচয় (accelerated depreciation) সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি;

মাননীয় স্পিকার

২৬২। রাষ্ট্রের পাশাপাশি সমাজের মানবিক প্রতিষ্ঠানগুলোকেও শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যে করদাতাদের দাতব্য ও জনকল্যাণমূলক কাজে দান করাকে উৎসাহ প্রদান করতে কর রেয়াত প্রদানের অংশ হিসেবে স্বাস্থ্য, প্রতিবন্ধী সেবা, ক্যান্সার, অটিজম, ডায়াবেটিস, থ্যালাসেমিয়া ও সামাজিক কল্যাণে নিয়োজিত ১১ টি জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের তালিকা অনুমোদনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৬৩। আমরা ব্যবসা সহজীকরণের জন্য কিছু মৌলিক সংস্কার আনছি। আমাদের লক্ষ্য করের হার বৃদ্ধি নয় বরং করের ভিত্তি সম্প্রসারণ। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

- করভিত্তি সম্প্রসারণের জন্য খুচরা বিক্রেতাদের কাছে পণ্য সরবরাহের ওপর ০.২০ শতাংশ অগ্রিম কর সংগ্রহের প্রস্তাব করছি। খুচরা বিক্রেতাদের নিকট থেকে সংগৃহিত এ অগ্রিম করের পরিমান হবে অতি নগন্য, প্রতি ১ হাজার টাকায় মাত্র ২ টাকা। তাছাড়া, অগ্রিম সংগৃহিত এ আয়কর করদাতার প্রদেয় করের সাথে সমন্বয় হবে। এ উদ্যোগের ফলে কর ভিত্তি সম্প্রসারণ হবে বলে আশা করছি;
- স্টুডেন্ট একাউন্ট, নো-ফ্রিলস একাউন্ট (No- Frills Account) ও বোর্ড কর্তৃক গেজেট দ্বারা টিআইএন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত, অন্য যেকোনো ব্যক্তি, ব্যাংক হিসাব খোলার সময় টিআইএন সনদ দাখিল করার বিধানের প্রস্তাব করছি;
- সেন্ট্রাল ডাটা ইন্টিগ্রেশন-এর মাধ্যমে এনবিআর এর তথ্যভান্ডারকে জাতীয় পরিচয়পত্র, ব্যাংক, ইউটিলিটি সেবা, সাব-রেজিস্ট্রি অফিস এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত করে তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।
- উইথহোল্ডারস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (WIN) প্রবর্তন করে উৎসে কর ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর করা হবে;
- ১৫০ সিসি ও তদূর্ধ্ব সিসি'র মোটরসাইকেলের নিবন্ধনের ক্ষেত্রে টিআইএন বাধ্যতামূলক করার প্রস্তাব করছি। তবে মোটরসাইকেল মালিকগণকে রেজিস্ট্রেশন অথবা রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করতে কোন কর পরিশোধ করতে হবে না;

সেরা করদাতা সম্মাননা পুরস্কার প্রদান

মাননীয় স্পিকার

২৬৪। করদাতাদের যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে সামাজিকভাবে সম্মানিত করা এবং সকলকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "সেরা করদাতা পুরস্কার নীতিমালা, ২০২৬" প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এই নীতিমালার ভিত্তিতে খাতভিত্তিক সর্বোচ্চ ২২টি সহ মোট ৬৭ জন করদাতাকে সেরা করদাতার পুরস্কার প্রদান করা হবে।

সেরা করদাতা পুরস্কার প্রাপ্ত করদাতাগণ নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন:

- জাতীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ
- জেলা ও জাতীয় পর্যায়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ
- সার্কিট হাউসে অগ্রাধিকার
- সরকারি হাসপাতালে কেবিন সুবিধা
- যানবাহনে টিকেট অগ্রাধিকার
- বিমানবন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহারের সুযোগ
- ক্রীড়া প্রদর্শনীতে টিকেট অগ্রাধিকার

আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর

মাননীয় স্পিকার

২৬৫। টেকসই প্রবৃদ্ধি, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জনসাধারণের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি-রপ্তানি শুল্ক-কর বিষয়ে প্রণীত প্রস্তাবসমূহ আমি আপনার মাধ্যমে এই মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি।

শুল্ক স্তরের পুনর্বিন্যাস

মাননীয় স্পিকার

২৬৬। দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্পের বিকাশ, রাজস্ব সুরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নীতির সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও রেগুলেটরি শুল্কের পুনর্বিন্যাস ও যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

১) আমদানি শুল্ক

চলতি অর্থবছরের আট স্তর বিশিষ্ট (০%, ১%, ৩%, ৫%, ৬%, ১০%, ১৫% ও ২৫%) আমদানি শুল্ক কাঠামো আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরেও অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং আমদানি কম হয় এমন ৬৯টি পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট গ, সারণি-১(ক))।

২) সম্পূরক শুল্ক

রাজস্ব আহরণ, স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা ও বিনিয়োগ প্রবাহ বজায় রাখার স্বার্থে বর্তমানে কার্যকর থাকা তেরো স্তর বিশিষ্ট (১০%, ২০%, ৩০%, ৪০%, ৪৫%, ৬০%, ১০০%, ১৫০%, ২০০%, ২৫০%, ৩০০%, ৩৫০% এবং ৫০০%) সম্পূরক শুল্ক কাঠামো আগামী অর্থবছরেও অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি। পাশাপাশি আমদানি পর্যায়ে শুল্ক-কর যৌক্তিকীকরণের অংশ হিসেবে আগামী অর্থবছরে ৯টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস বা প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট গ, সারণি-১(খ))।

৩) রেগুলেটরি শুল্ক

বর্তমানে বিদ্যমান নয় স্তর বিশিষ্ট (০%, ৩%, ৫%, ১০%, ১৫%, ২০%, ২৫%, ৩০% ও ৩৫%) রেগুলেটরি শুল্ক কাঠামো সংশোধন করে ছয় স্তর বিশিষ্ট (০%, ৫%, ১০%, ১৫%, ২০% ও ২৫%) কাঠামো করার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে যে সকল পণ্যে বর্তমানে ৩% রেগুলেটরি শুল্ক রয়েছে সেগুলোর ক্ষেত্রে ৫% এবং ৩০% ও ৩৫% শুল্কযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে তা কমিয়ে ২৫% নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে বিশেষ রেয়াতি সুবিধা প্রাপ্ত পণ্যসমূহ এই শুল্ককাঠামো পরিবর্তনের আওতা বহির্ভূত

থাকবে। এছাড়া শুল্ককর যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে ১১৩টি পণ্যের ওপর আরোপিত ৩% রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট গ, সারণি-১(গ))।

৪) মূল্য সংযোজন কর

শুল্ককর যৌক্তিকীকরণের লক্ষ্যে আমদানি পর্যায়ে মূসক আরোপিত নেই এরূপ ২০টি পণ্যে ১৫% মূল্য সংযোজন কর আরোপের প্রস্তাব করছি (পরিশিষ্ট গ, সারণি-১(ঘ))

ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ

মাননীয় স্পিকার

২৬৭। কতিপয় পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ করে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অধিকতর যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি যা নিচে উপস্থাপন করা হলো (পরিশিষ্ট গ, সারণি-২):

- ১৪ টি এইচ এস হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি;
- ৩টি এইচ এস হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য হ্রাসের প্রস্তাব করছি;
- ২৭টি এইচ এস হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণের প্রস্তাব করছি;
- ৪টি এইচ এস হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের নতুন করে ন্যূনতম মূল্য আরোপের প্রস্তাব করছি;
- ১টি এইচ এস হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস কোড পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি; এবং
- ১টি এইচ এস হেডিং সংশ্লিষ্ট পণ্যের বর্ণনা পরিবর্তনের প্রস্তাব করছি।

খাতভিত্তিক প্রস্তাবনা

(ক) বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি খাত

১) বাণিজ্য প্রসার ও বিনিয়োগ আকর্ষণে মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠা

- বাণিজ্য ও বিনিয়োগের প্রসারে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ন্যায় মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল (Free Trade Zone) স্থাপনের সুবিধার্থে কাস্টমস আইনে একটি নতুন অধ্যায়সহ কতিপয় বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি।
- মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের অভ্যন্তরে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্য শুল্ককর ব্যতিরেকে আমদানি করে তা সংরক্ষণ, গ্রেডিং, প্যাকিং, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ করা সম্ভব হবে।
- পাশাপাশি মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চলের অভ্যন্তর হতে শুল্ককর পরিশোধ করে দেশের অভ্যন্তরেও সরবরাহের সুযোগ থাকবে।
- এতে একদিকে যেমন SME ও MSME খাতসহ দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে Supply Chain Lead Time উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে, তেমনি অন্যদিকে, এসকল প্রতিষ্ঠানের Working Capital এর উপর চাপ কমবে।

২) অফডক ও আইসিডি খাতে বিনিয়োগ আকর্ষণে নীতিমালা সংশোধন

- বাণিজ্য সহজীকরণের লক্ষ্যে বেসরকারি অফডক ও আইসিডি পরিচালনার জন্য বিদ্যমান নীতিমালায় বিদেশি মালিকানাধীন শেয়ারের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪৯ শতাংশ থাকার বিধান বিলোপ করে এ খাতটি দেশি-বিদেশি সকল বিনিয়োগকারীর জন্য সমানভাবে উন্মুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

৩) লজিস্টিকস সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এয়ারকার্গো অপারেটর স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত বিধিমালা প্রণয়ন

- বাণিজ্য সহজীকরণ এবং সাপ্লাই চেইন লিড টাইম হ্রাস করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের স্বনামধন্য লজিস্টিকস কোম্পানি এবং দেশীয় বেসরকারি খাতকে এয়ারকার্গো ক্লিয়ারেন্স সংক্রান্ত কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এয়ারকার্গো অপারেটর্স স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত নতুন একটি বিধিমালা জারির প্রস্তাব করছি।
- এটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যায়ক্রমে পূর্ণাঙ্গ লজিস্টিক হাবে উন্নীত হবে এবং ই-কমার্স খাতের ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

৪) বেসরকারি বন্দর এবং টার্মিনাল অপারেটর বিষয়ক বিধিমালা প্রণয়ন

- দেশের বন্দর সেবার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা এবং এক্ষেত্রে Greenfield Investment আকর্ষণের লক্ষ্যে বেসরকারি বন্দর এবং টার্মিনাল অপারেটর সংক্রান্ত একটি বিধিমালা জারির প্রস্তাব করছি।

৫) দেশে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী শিল্পের বিকাশে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- নবায়নযোগ্য ও টেকসই জ্বালানির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিরাপদ উৎস সৌর বিদ্যুৎখাতের প্রসারে এই খাত সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ উপকরণসমূহ আমদানিতে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং আগাম কর শূণ্য শতাংশ করে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৩(ক))
- এই খাতের ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নের স্বার্থে এই প্রজ্ঞাপনটি ৩০ জুন, ২০৩১ পর্যন্ত বলবৎ রাখার প্রস্তাব করছি।
- তবে দেশে এই খাত সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকে উৎসাহ দিতে এবং দেশীয় শিল্পের বিকাশে মাউন্টিং স্ট্রাকচার, লিথিয়াম সেল, ব্যাটারি প্যাক, ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ইত্যাদি পণ্যসমূহের রেয়াতি সুবিধা ৩০ জুন,

২০২৮ খ্রিস্টাব্দের পর প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি এবং আশা করছি ২০২৮ সালের মধ্যে দেশে এসকল পণ্য উৎপাদনপূর্বক চাহিদা মেটানো যাবে।

৬) দেশে ইলেকট্রিক গাড়ি (EV) উৎপাদনকারী শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে শুল্ক-কর অব্যাহতি প্রদান

- জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) নির্ভর পরিবহনের বিকল্প হিসেবে দেশে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ি (EV) উৎপাদনে এবং ইলেকট্রিক গাড়ির যন্ত্রাংশ স্থানীয়ভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে শুল্ককর রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করছি।
- যেসকল প্রতিষ্ঠান চার চাকা (Four-wheeler) ও তিন চাকার (Three-wheeler) বিদ্যুৎচালিত যানবাহনের বডি তৈরি, ওয়েল্ডিং, পেইন্টিং এবং এসেম্বলিং সম্পন্ন করার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে উচ্চ মূল্য সংযোজন করবে, তাদের ক্ষেত্রে উপকরণ ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে ৩ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতীত সকল প্রকার শুল্ক-কর মওকুফের প্রস্তাব করছি।
- অন্যদিকে, যেসকল প্রতিষ্ঠান পার্টস সংযোজন ও পেইন্টিং কার্যক্রমের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে কিছুটা কম মূল্য সংযোজন করবে, তাদের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার শুল্ক-কর মওকুফের প্রস্তাব করছি।
- একইসাথে, স্থানীয় ইলেকট্রিক বাস ও ট্রাক উৎপাদনকারী শিল্পের উপকরণ ও কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত ভ্যাট এবং অন্য সকল প্রকার শুল্ক-করাদি হতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদানপূর্বক একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করছি।
- উপরোক্ত সকল রেয়াতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০৩১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

৭) ই-বাইক উৎপাদনকারী শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণে রেয়াতি সুবিধা বৃদ্ধি

- দেশীয় ই-বাইক (Electric-Bike) উৎপাদন শিল্পে বিদ্যমান শুল্ককর অব্যাহতি সুবিধা আরও বিস্তৃত ও সহজ করার লক্ষ্যে ই-বাইক উৎপাদনকারী ও সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে পার্টস ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনে নিয়োজিত ভেন্ডর প্রতিষ্ঠানকেও উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৮) কনজ্যুমার ইলেকট্রনিক্স পণ্য উৎপাদনে শুল্ককর রেয়াতি সুবিধা দীর্ঘমেয়াদে বহাল রাখা

- আমদানি-নির্ভর প্রযুক্তি পণ্য যেমন- মোবাইল ফোন, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ার কন্ডিশনার (এসি), ওয়াশিং মেশিন, এটিএম (ATM) ও সিসিটিভি (CCTV) ক্যামেরা স্থানীয়ভাবে উৎপাদনপূর্বক সাশ্রয়ী মূল্যে সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখা এবং এখাতে রপ্তানি উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে এ সকল পণ্য উৎপাদনের কাঁচামাল ও উপকরণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক ও কর অব্যাহতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি।

৯) কম্পিউটার ও ডিজিটাল পণ্য উৎপাদন শিল্পে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত নতুন প্রজ্ঞাপন জারি

- কম্পিউটার ও ডিজিটাল ডিভাইস খাতের দেশীয় বিকাশকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কম্পিউটার (Computer), কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য ডিজিটাল ডিভাইস উৎপাদনের জন্য উপকরণ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক ও কর অব্যাহতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন ২০৩০ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি।

১০) দেশে সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বিকাশে দীর্ঘমেয়াদী রেয়াতি সুবিধা প্রবর্তন

- দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতিবছর অনেক যোগ্য প্রকৌশলী আমরা পাচ্ছি। তাছাড়া বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি ডায়াসপোরায় (Diaspora) অনেক সফল প্রকৌশলী রয়েছেন।
- তাদের সম্ভাবনা ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে এবং তরুণদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এবং রপ্তানির উপর জোর দিয়ে স্থানীয়ভাবে সেমিকন্ডাক্টর বা চিপ ডিজাইন, টেস্টিং ও প্যাকেজিং খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে এই শিল্পে ব্যবহৃত উপকরণ আমদানিতে ১ শতাংশের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক, সমুদয় রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর ও আগাম কর আগামী ৩০ জুন, ২০৩১ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারি করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৩(খ))

১১) স্মার্টকার্ড ও ব্যাংক কার্ড উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে ১০টি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- সরকারের কল্যাণমুখী নাগরিক সুবিধাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড এবং ই-হেলথ কার্ডের মতো ডিজিটাল ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। এই বিশাল চাহিদাকে সামনে রেখে সব ধরনের স্মার্ট কার্ড ও ব্যাংকিং ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড উৎপাদনে অত্যাবশ্যক ১০টি কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৩(গ))

১২) জাহাজ ও ড্রেজার শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে এই খাতের রেয়াতি সুবিধা অব্যাহত রাখা

- জাহাজ ও ড্রেজার শিল্পের বিকাশ ও বৈশ্বিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে জাহাজ ও ড্রেজার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ ও কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি শুল্ক সুবিধা আগামী ৩০ জুন ২০৩০ পর্যন্ত বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

১৩) বায়োহাইজিন মেশিনারিজ উৎপাদন শিল্পে বিনিয়োগ আকর্ষণে রেয়াতি সুবিধা বৃদ্ধি

- স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা উদীয়মান বায়োহাইজিন মেশিনারিজ (Bio-hygiene Machinery) শিল্পের টেকসই বিকাশ ও সুরক্ষায় এই শিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানিতে ১০ শতাংশের অতিরিক্ত আমদানি শুল্ক এবং সমুদয় রেগুলেটরি শুল্ক, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদানপূর্বক পণ্যগুলোকে এ সংশ্লিষ্ট রেয়াতি সুবিধার প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৩(ঘ))

১৪) পরিবেশবান্ধব ব্যাটারি উৎপাদনকারী শিল্পে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে নতুন প্রজ্ঞাপন জারি

মাননীয় স্পিকার

- দেশে পরিবেশবান্ধব লিথিয়াম-আয়ন (Lithium-ion) ব্যাটারির পাশাপাশি পরিবেশবান্ধব সোডিয়াম আয়ন ব্যাটারি (Sodium-ion Battery) এবং লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি প্যাক (Battery Pack) উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে আগামি ৩০ জুন ২০৩০ পর্যন্ত এসকল পণ্য উৎপাদনে প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানিতে শুল্ক ও কর অব্যাহতির সুবিধা প্রদান করে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করছি।

(খ) ভোগ্য পণ্য

১) শিশুখাদ্য প্রস্তুতের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাস

- আমদানিকৃত শিশু খাদ্য প্রস্তুতিমূলক সামগ্রীর (Preparation for Infant or young children) ওপর শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। ফলে দেশের বাজারে শিশুখাদ্যের দাম হ্রাস পেয়ে সাধারণ মানুষের নিকট আরও সুলভ ও সহজলভ্য হবে।

২) সকল মসলা আমদানিতে রেগুলেটরি শুল্ক প্রত্যাহার

- জনসাধারণের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকায় এবং দৈনন্দিন রান্নায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের মসলা ব্যবহার করা হয়। এ বিবেচনায় সকল প্রকার মসলার ওপর ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৪)

৩) খেজুর আমদানিতে রেগুলেটরি শুল্ক প্রত্যাহার

- খেজুর আমদানিতে ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

(গ) কৃষিখাত

১) কীটনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদনের ৩৬টি কাঁচামাল আমদানিতে ভ্যাট প্রত্যাহার

- দেশে স্থানীয়ভাবে কীটনাশক ও বালাইনাশক উৎপাদনকে উৎসাহ দিতে কীটনাশক উৎপাদনে রেয়াতি সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে ৩৬টি কাঁচামাল আমদানিতে মূল্য সংযোজন কর পুরোপুরি মওকুফ করে শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৫(ক))

২) সার উৎপাদনের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- স্থানীয়ভাবে জিংক সালফেট সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এর মূল কাঁচামাল জিংক অ্যাশ (Zinc Ash) আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ মওকুফ করে শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৩) ভেটেরিনারি মেডিসিন আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা বিস্তৃতকরণ

- বিভিন্ন ভেটেরিনারি মেডিসিন (Veterinary Medicine) আমদানির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পণ্যের পরিবর্তে তার জেনেরিক ক্যাটেগরির পণ্য

আমদানির ক্ষেত্রে শূণ্য শতাংশ হারে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

৪) ফ্রুটব্যাগিং শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক হ্রাস

- স্থানীয় পর্যায়ে প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তা এবং কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানিযোগ্য ফল উৎপাদনে ব্যবহৃত ফ্রুটব্যাগ (Fruitbag) উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল Bio Degradable 'কম্পোজিট পেপার' (Composite Paper) আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশে নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

৫) কাজুবাদাম চাষকে উৎসাহ দিতে আমদানিতে শুল্ক বৃদ্ধি ও সংশ্লিষ্ট শিল্পকে প্রতিরক্ষণ প্রদান

- দেশীয় চাহিদা নিজস্ব উৎপাদনের মাধ্যমে পূরণে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে অপ্রক্রিয়াজাত কাজুবাদাম (Cashew Nuts in Shell) এবং প্রক্রিয়াজাত কাজুবাদামের (Cashew Nuts Shelled) আমদানি শুল্ক যথাক্রমে ১ শতাংশ ও ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।
- তবে দেশে উৎপাদিত কাজুবাদাম স্থানীয় প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের চাহিদা মেটাতে পুরোপুরি সক্ষম নয় বিধায় অপ্রক্রিয়াজাত কাজুবাদামকে (Cashew Nuts in Shell) কাঁচামাল হিসেবে আমদানিতে আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৬) দেশীয় শিল্পের প্রসারে পাঙ্গাস মাছের ফিলেট আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক আরোপ

- দেশীয় মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের উপযুক্ত বাজার প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমদানিকৃত পাঙ্গাস মাছের ফিলেটের ওপর ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

৭) পোল্ট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খাদ্য উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- পোল্ট্রি, ডেইরি ও মৎস্য খাদ্য (Poultry, Dairy and Fish Feed) উৎপাদনকারী শিল্পের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি ও সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে তিনটি কাঁচামাল নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করে শূণ্য শতাংশ হারে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।

৮) পোল্ট্রি খাতের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- পোল্ট্রি ও ডেইরি শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী দেশীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক এই খাতের অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ Belt type manure removal machine, Hatcher machine, Setter machine, Humidity sensor এবং Temperature sensor রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করে আমদানি শুল্ক শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৫(খ))

(ঘ) স্বাস্থ্যখাত

১) চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- দেশে চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ (Medical equipments) উৎপাদনকারী শিল্পের বিকাশের স্বার্থে এই শিল্পের অতি প্রয়োজনীয় কাঁচামাল Adhesive (Medical Grade) ও PVC sheet for blood bag (Medical Grade) আমদানিতে ১৫ শতাংশ এবং Natural Rubber latex (Medical Grade) ও Blood collection needle (Medical Grade) আমদানিতে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক নির্ধারণ করার এবং এই সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন, ২০৩০ পর্যন্ত বলবৎ রাখার প্রস্তাব করছি।

২) কিডনি রোগীদের ব্যবহার্য ডায়ালাইসিস ফিল্টার আমদানিতে শুল্ককর অব্যাহতি

- দেশের বিপুল সংখ্যক কিডনি রোগে আক্রান্ত মানুষের জীবন বাঁচাতে এবং ডায়ালাইসিস প্রক্রিয়া সচল রাখতে ডায়ালাইসিস ফিল্টার (Dialysis Filter) একটি সংবেদনশীল ও অপরিহার্য চিকিৎসাসামগ্রী।
- বর্তমানে এই চিকিৎসা উপকরণটি আমদানির ক্ষেত্রে উচ্চ করভার থাকায় গুরুতর অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসাক্ষেত্রে অতিরিক্ত ব্যয়ের সৃষ্টি হচ্ছে। তাই, ডায়ালাইসিস ফিল্টার আমদানিতে আরোপিত বিদ্যমান ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর এবং ৫ শতাংশ অগ্রিম আয়কর সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।
- এর ফলে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক সুবিধার কারণে কিডনি রোগীর প্রতিটি ডায়ালাইসিস বাবদ ব্যয় প্রায় ৮০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পাবে।

৩) মৃতদেহ সংরক্ষণে ব্যবহৃত মর্চুয়ারির আমদানি শুল্ক হ্রাস

- মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য মর্চুয়ারি (Mortuary) আমদানিতে বিদ্যমান ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ১ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

(ঙ) ঔষধ খাত

১) ক্যান্সারের ঔষধ তৈরির নতুন ৯টি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- দেশীয় ফার্মাসিউটিক্যালস শিল্পকে স্থানীয়ভাবে আন্তর্জাতিক মানের ও সাশ্রয়ী মূল্যের ক্যান্সার প্রতিরোধী ঔষধ উৎপাদনে সক্ষম ও স্বাবলম্বী করে তুলতে বিদ্যমান রেয়াতি শুল্ক সুবিধার প্রজ্ঞাপনে কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে নতুন করে আরও ৯টি উপকরণ যুক্ত করে আমদানি শুল্ক ও ভ্যাট শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৬(ক))

২) Active Pharmaceutical Ingredient (API) তৈরির নতুন ৫১টি কাঁচামালের আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার

- ঔষধ শিল্পের অধিকতর প্রসারকল্পে স্থানীয়ভাবে এপিআই উৎপাদনের লক্ষ্যে এপিআই তৈরির নতুন ৫১টি কাঁচামালের আমদানি শুল্ক শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৬(খ))

৩) ঔষধ শিল্পের নতুন ১৭টি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশী ঔষধের রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে বিদ্যমান রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে নতুন করে আরও ১৭টি মৌলিক কাঁচামাল অন্তর্ভুক্ত করে আমদানি শুল্ক শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৬(গ))

৪) ঔষধ শিল্পে ব্যবহৃত বায়োলজিক্যাল সেফটি ক্যাবিনেট আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- বায়োলজিক্যাল সেফটি ক্যাবিনেট (Biological Safety Cabinet) আমদানিতে বিদ্যমান ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ১ শতাংশ নির্ধারণপূর্বক এটিকে মূলধনী যন্ত্রপাতির রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

৫) ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্যান্ডউইচ প্যানেল রুম আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য অত্যাবশ্যকীয় স্যান্ডউইচ প্যানেল রুম (Sandwich Panel Room) আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৫ শতাংশ আমদানি শুল্কের পরিবর্তে ১ শতাংশ করে সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।

(চ) জনস্বাস্থ্য খাত

১) স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

- ঢাকা ও বিভাগীয় শহরসমূহসহ শিল্প-কারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং 'সার্কুলার ফিউচার মডেল' বাস্তবায়নে সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

২) জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় তামাকজাত পণ্যের কাঁচামাল আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক আরোপ

- সিগারেট ফিল্টার তৈরির প্রধান ও অপরিহার্য কাঁচামাল অ্যাসিটেট টো (Acetate Tow) এবং ফিল্টার রড (Filter Rod) আমদানিতে বর্তমানে কোনো সম্পূরক শুল্ক বলবৎ না থাকায় জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে অ্যাসিটেট টো এবং ফিল্টার রড আমদানিতে ৩০০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।
- জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর নিকোটিন গ্র্যানুলস (Nicotine granules) এবং নিকোটিন পাউচ (Nicotine Pouches) আমদানি নিরুৎসাহিত করার জন্য নতুন কোড সৃজনপূর্বক ৩৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

(ঝ) বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সহায়ক উপকরণ আমদানিতে শুল্ক রেয়াত সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

- বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাধীন চলাচলের জন্য সহায়ক ২১ ধরণের Special Assistive Device আমদানিতে সমুদয় আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক এবং আগাম কর সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। এই কর রেয়াত সুবিধা বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের

Mobility বাড়বে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হবে এবং পরিবার ও সমাজের ওপর করের বোঝা লাঘব করবে। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৭)

(ছ) পরিবহন খাত

১) ইলেকট্রিক গাড়ি (EV) জনপ্রিয় করতে শুল্ক ছাড়

- পরিবেশ দূষণ রোধ এবং জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা অনুরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত ইলেকট্রিক বাস আমদানিতে বিদ্যমান সমুদয় শুল্ক-কর এবং অন্যান্য ইলেকট্রিক বাস-ট্রাকের ক্ষেত্রে ভ্যাট ব্যতীত সমুদয় শুল্ক-কর অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এই সুবিধা আগামী ৩০ জুন, ২০৩০ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি।
- বর্তমানে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ি (EV) উচ্চ করভারের কারণে সর্বসাধারণের নাগালের বাইরে রয়ে গেছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-মধ্যবিত্ত ক্রেতাদের লক্ষ্য করে ইলেকট্রিক গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান মোট করভার ৯৩ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ২৫,০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের ইলেকট্রিক গাড়ি ক্ষেত্রে ৬৪ শতাংশ এবং ৫০০০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে ৮০ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৮(ক))

২) প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল (PHEV) আমদানিতে শুল্ক হ্রাস

- জ্বালানী নিরাপত্তা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ রক্ষায় প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল (PHEV) ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ক্ষমতা সম্পন্ন প্লাগ-ইন হাইব্রিড ইলেকট্রিক গাড়ির শুল্ক-কর হারে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

- এসব গাড়ি আমদানিতে সম্পূরক শুল্ক গাড়ির ধরণভেদে হ্রাস করার এবং ১৮০০ সিসি পর্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।
- এর ফলে ১৮০০ সিসি পর্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে মোট করভার ৯৩.১৬ শতাংশ হতে হ্রাস হয়ে ৭৩.৪৩৭ শতাংশ হবে এবং ২০০০ সিসি পর্যন্ত ব্র্যান্ড নিউ প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি আমদানিতে মোট করভার ১৩২.৩৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ৯৬.১০ শতাংশ হবে। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৮(খ))

৩) ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জার ও চার্জিং স্টেশন আমদানিতে সকল প্রকার শুল্ককর প্রত্যাহার

- ইলেকট্রিক গাড়ির (EV) নির্বিঘ্ন চলাচল নিশ্চিত করতে সবচেয়ে জরুরি দেশব্যাপী বিস্তৃত চার্জিং নেটওয়ার্ক। এ লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক গাড়ির চার্জার এবং চার্জিং স্টেশন (Electric Vehicle Charger or Charging Station) এর জন্য আমদানি পর্যায়ে মোট করভার ৩৯.৭৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

৪) জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) চালিত গাড়ি আমদানি নিরুৎসাহিত করতে শুল্ককর বৃদ্ধি

- পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ডিজেল, অকটেন বা পেট্রোল চালিত গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা কমিয়ে আনতে এবং পরিবেশবান্ধব ইলেকট্রিক যান (EV) ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে মধ্যম সারির ১২০০ থেকে ১৬০০ সিসি ক্ষমতার ইন্টারনাল কম্বাশন (IC) ইঞ্জিনবিশিষ্ট আমদানিকৃত গাড়ির ওপর বিদ্যমান সামগ্রিক করভার ১৩২.৩৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫৫.৮৮ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। (পরিশিষ্ট গ, সারণি- ৮(গ))
- তবে অন্যান্য গাড়ি আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান করভার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

৫) টাগবোটের আমদানিশুল্ক হ্রাস করা

বন্দর পরিচালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে টাগবোট (Tugboat) আমদানিতে বিদ্যমান ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক হ্রাস করে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

(জ) তথ্য-প্রযুক্তি খাত

১) তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশে কম্পিউটার সামগ্রীর আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ককর বিশেষভাবে হ্রাস করা

- প্রযুক্তি খাতে উন্নত বাংলাদেশ এবং আইটি খাতে ব্যাপক কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, সার্ভার, কম্পিউটার প্রিন্টার ও কম্পিউটার মনিটর আমদানির ক্ষেত্রে সমুদয় আমদানি শুল্ক, রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি এবং এসএসডি (SSD) আমদানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক ব্যতীত সমুদয় রেগুলেটরি শুল্ক, সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।

২) পয়েন্ট অব সেলস মেশিন

- সরকারের ক্যাশলেস লেনদেন ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার উদ্যোগ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আধুনিক ডিজিটাল পেমেন্ট ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত অনুষঙ্গ পয়েন্ট অব সেলস (Point of Sales) মেশিন আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ এবং ৭.৫ শতাংশ আগাম কর শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

(ঝ) সৃজনশীল খাত (Creative Economy)

মাননীয় স্পিকার

- দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মের মেধা ও মননকে কাজে লাগিয়ে একটি বৈশ্বিক মানের 'ক্রিয়েটিভ ইকোনমি' বা সৃজনশীল অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে এবং উচ্চমানের কন্টেন্ট ও চলচ্চিত্র নির্মাণ সামগ্রী যেন তরুণদের

নাগালের মধ্যে থাকে, সেজন্য বাজেটে কতিপয় পণ্যে শুল্ক করাদি কমানোর প্রস্তাব করছি।

- ডিজিটাল মিডিয়ায় ব্যবহৃত সঙ্গীতের মানোন্নয়ন ও ক্রিয়েটিভ মিউজিক তৈরিতে সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্ট—যেমন গিটার, পিয়ানো, ভায়োলিন ইত্যাদি এবং এদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ আমদানিতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।
- এছাড়াও, চলচ্চিত্র ও ক্রিয়েটিভ মিডিয়ার কারিগরি দিক আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার উদ্দেশ্যে উচ্চপ্রযুক্তির সিনেমাটোগ্রাফিক ক্যামেরা (Cinematographic Camera) এবং সিনেমাটোগ্রাফিক ক্যামেরা ও প্রজেক্টরের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৫ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।

(ঞ) শিল্পখাত

মাননীয় স্পিকার

স্থানীয় শিল্পের বিকাশ ও প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছিঃ

- ওয়াশিং মেশিন, ইলেকট্রিক ওভেন ও মাইক্রোওয়েভ ওভেন প্রস্তুতকারী শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল ফ্লোট গ্লাস (Float Glass) আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ৪৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করছি।
- এলপিজি সিলিন্ডার, অটো ট্যাঙ্ক, এবং ভাল্ব ও বাঙ্গ (Valve & Bung) উৎপাদনকারী শিল্পের উপকরণ ও কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান রেয়াতি ও শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

- দেশে বন্ড সুবিধার অপব্যবহার রোধকল্পে সিনথেটিক ওভেন ফেব্রিক্স (Synthetic Woven Fabrics) আমদানিতে বিদ্যমান ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করে শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা জিপসাম বোর্ড ও শিট উৎপাদনকারী শিল্পকে প্রতিরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জিপসাম বোর্ড ও শিট আমদানির ওপর ২০ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।
- মাননীয় স্পিকার, স্থানীয়ভাবে জিপসাম প্লাস্টারস (Gypsum Plasters) উৎপাদনকারী শিল্পকে প্রতিরক্ষণ প্রদান করতে জিপসাম প্লাস্টারস আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।
- পিভিসি রেজিন (PVC Resin) এবং পেট রেজিন (PET Resin) উৎপাদনকারী শিল্পকে যথাযথ প্রতিরক্ষণ প্রদানে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।
- কোভিড পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে স্থানীয় উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে গড়ে ওঠা অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপাদনকারী শিল্পকে উপযুক্ত প্রতিরক্ষণ প্রদানের জন্য অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস আমদানিতে বিদ্যমান রেগুলেটরি শুল্ক ১৫ শতাংশ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আমদানিতে ৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাইসাইকেলের যন্ত্রাংশ ফ্রি হুইল (Free Wheel) আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার এবং একই সাথে নতুন করে ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।

- স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা ১ কেভিএ পর্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন ট্রান্সফরমার শিল্পকে শক্তিশালী শুল্ক প্রতিরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে উক্ত ক্ষমতার ট্রান্সফরমার আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার এবং একই সাথে নতুন করে ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয় ওয়াশিং মেশিন উৎপাদনকারী শিল্পের উপযুক্ত প্রতিরক্ষণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সকল প্রকার হাউসহোল্ড টাইপ ওয়াশিং মেশিন আমদানিতে নতুন করে ২০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।
- শিল্প-কারখানা ও আসবাবপত্র নির্মাণে বহুল ব্যবহৃত শিরিশ পণ্য 'ভেলক্রো ডিস্ক' (Velcro Disc). দেশীয় ভেলক্রো ডিস্ক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও অপরিহার্য কাঁচামাল 'পলিয়েস্টার লুপ' ফেব্রিক্স (Polyester Loop Fabrics) আমদানির ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারপূর্বক শূণ্য শতাংশ করার প্রস্তাব করছি।
- রাবার কনভেয়ার বেল্ট (Rubber Conveyor Belt) উৎপাদনকারী দেশীয় প্রস্তুতকারকদের উপযুক্ত প্রতিরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে রাবার কনভেয়ার বেল্টের ওপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক বর্তমানের ৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ১৫ শতাংশে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।
- কাগজ শিল্পের স্থানীয় উৎপাদকদের প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে গ্রিজ প্রুফ পেপার (Greaseproof Paper) ও গ্লাসিন পেপার (Glassine Paper) আমদানির ওপর বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ১০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশে উন্নীত করার এবং একই সাথে ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

- রি-ফ্র্যাক্টরি সিমেন্ট (Refractory Cement) শিল্পের সুরক্ষায় এর প্রধান কাঁচামাল বল ক্লে (Ball Clay) সহ ৫টি কাঁচামাল আমদানিতে আমদানি শুল্ক ৫ শতাংশে কমিয়ে আনার প্রস্তাব করছি।
- দেশীয় কার্পেট তৈরির কাঁচামাল পলিপ্রপিলিন ইয়ার্ন আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয় মেইজ স্টার্চ (Maize Starch) শিল্পের উপযুক্ত বাজার প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করার বিষয়টি বিবেচনা করে এই পণ্যটির আমদানি শুল্ক বিদ্যমান ১৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।
- দেশীয় টলুইন (Toluene) উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে টলুইন আমদানিতে বিদ্যমান ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।
- দেশীয় ডিটারজেন্ট উৎপাদনকারী শিল্পের অন্যতম প্রধান কাঁচামাল লিনিয়ার অ্যালকাইল বেনজিন (Linear Alkyl Benzene) আমদানির ক্ষেত্রে মাত্র ১ শতাংশ আমদানি শুল্ক ধার্য করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয় কোল্ড-রোল্ড এবং কোটেড কয়েল ও শিট (Cold-Rolled and Coated Coil and Sheet) উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণে কোল্ড-রোল্ড কয়েল ও শিট আমদানিতে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।
- কপার তার ও টিউব উৎপাদনকারী শিল্পের প্রতিরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে কপারের তার আমদানিতে ১০ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি এবং কপার টিউব আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি করে ২৫ শতাংশ নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

- দেশীয় ফ্লোট গ্লাস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় ৫টি কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান আমদানি শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণপূর্বক রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত আমদানি বিকল্প পণ্য অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল (Aluminum Foil) উৎপাদনকে প্রতিরক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে ফিনিশড অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল আমদানিতে ১০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।
- দেশীয় মোটর উৎপাদনকারী শিল্পকে প্রতিরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ১২০০ ওয়াটের নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ডিসি মোটর আমদানিতে ১০ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক আরোপ করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয়ভাবে লাইটার তৈরির উৎপাদনমুখী শিল্পকে প্রতিরক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে সব ধরণের লাইটার ও লাইটারের পার্টস আমদানিতে বিদ্যমান সম্পূরক শুল্ক বৃদ্ধি করে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠা টায়ার-টিউব উৎপাদনকারী শিল্প খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে উক্ত শিল্পের ২টি কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয় স্কিন কেয়ার ও বিউটি প্রোডাক্টস উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে শুল্ক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আরও প্রতিযোগিতামূলক করার লক্ষ্যে এই শিল্পের ২টি কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান ৩০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।
- স্থানীয় কফি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে কাঁচামাল হিসেবে কফি এক্সট্র্যাক্ট, এসেন্স ও প্রিপারেশন বাল্কে আমদানির ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ রেগুলেটরি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি।

- দেশীয় টেক্সটাইল শিল্পকে প্রতিরক্ষণের লক্ষ্যে আমদানির ক্ষেত্রে স্প্যানডেক্স বা ইলাস্টোমেট্রিক বা ইলাস্টেন (Spandex/Elastometric/Elastane) এ ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক এবং সিন্থেটিক ফিলামেন্ট ইয়ার্ন অব পলিপ্রোপিলিন (Synthetic filament yarn of polypropylene) ও কার্বোনাইজড উল (Carbonised wool) এর ক্ষেত্রে শূণ্য শতাংশ আমদানি শুল্ক প্রস্তাব করছি।
- পলিয়েস্টার টেক্সচার্ড ইয়ার্ন (Polyester textured yarn) এবং পলিয়েস্টারের তৈরি অন্যান্য সুতা বর্তমানে দেশে উৎপাদিত হওয়ায় উক্ত পণ্যগুলো আমদানিতে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।
- আমদানি বিকল্প পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার উৎপাদন শিল্পকে প্রতিরক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার (Polyester Staple Fibre) পণ্যটিতে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করছি।

প্রজ্ঞাপন সংশ্লিষ্ট কতিপয় প্রস্তাবনা

১) শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ককর রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত নতুন প্রজ্ঞাপন জারি

- দেশের সামগ্রিক শিল্প খাতের বহুমুখী সম্প্রসারণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে স্থানীয় শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করছি।

২) সেবা খাতকে মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে আগাম কর অব্যাহতি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্তকরণ

- জনকল্যাণমূলক সেবা খাত যেমন হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জনগুরুত্ব বিবেচনায় উৎপাদনকারী শিল্পের ন্যায় সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকেও মূলধনী যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানির ক্ষেত্রে আগাম কর অব্যাহতি সুবিধা প্রদান করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার খরচ কমবে।

৩) ইটিপি পরিচালনার জন্য উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ বৃদ্ধি

- ইটিপি (Effluent Treatment Plant) পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক অব্যাহতি সুবিধা আগামী ৩০ জুন ২০২৭ পর্যন্ত বহাল রাখার প্রস্তাব করছি।

৪) বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক কয়লা আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ বৃদ্ধি

- দেশের বিদ্যুৎ খাতের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিদ্যুতের দাম সহনশীল রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃক কয়লা আমদানিতে শুল্ককর রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের মেয়াদ ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব করছি।

কাস্টমস আইন, ২০২৩ এ কতিপয় ধারা সংশোধন ও কতিপয় নতুন বিধান সংযোজন

- দেশের সামগ্রিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম গতিশীল করা, ব্যবসা সহজীকরণ সূচকে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি এবং রাজস্ব প্রশাসনকে আরও আধুনিক ও ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে কাস্টমস আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন ও কতিপয় নতুন বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করছি এবং শুল্ক-কর হার এবং

এইচ এস কোড ও বর্ণনার পরিবর্তনসমূহ কার্যকর করার লক্ষ্যে আইনের প্রথম তফসিল সংশোধন করার প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

মাননীয় স্পিকার

২৬৮। বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট খাত অন্যতম। কর-জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান, কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, Compliance Gap হ্রাস, ভ্যাটের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সহজীকরণ, দেশীয় শিল্প বিকাশে আইনের Deregulation এর মাধ্যমে একটি ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি এবং Ease of Doing Business নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বিনিয়োগ-বান্ধব রাজস্ব ব্যবস্থা গঠনের লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর খাতে নিম্নরূপ প্রস্তাবসমূহ মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করছি:

ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ীদের টার্নওভার কর প্রদানের সহজ বিধান:

মাননীয় স্পিকার

২৬৯। ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে সমগ্র দেশে এলাকা ও মার্কেটভিত্তিক ব্যবসার ধরণ ও আর্থিক সক্ষমতাকে বিবেচনায় রেখে Flat Rate এ সীমিত পরিমাণে সুনির্দিষ্ট টার্নওভার কর প্রদানের বিধান করার প্রস্তাব করছি। এই ব্যবস্থায় এ সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভ্যাট সংক্রান্ত কোন দলিলাদি বা হিসেবের খাতাপত্র সংরক্ষণ করতে হবে না এবং রিটার্ন দিতে হবে না। এর ফলে হয়রানিমুক্ত ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে কর পরিশোধ সহজ হবে এবং জনগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে গর্বিত করদাতা হিসেবে কর

প্রদানে এগিয়ে আসবে। ব্যাংক বা মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে সহজে ঘরে বসেই ভ্যাট পরিশোধ করার ব্যবস্থা থাকায় একদিকে যেমন ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে ক্ষুদ্র ও খুচরা ব্যবসায়ীগণ ভ্যাট প্রদানে উৎসাহী হবেন;

ব্যাংক স্থিতির উপর প্রযোজ্য আবগারি শুল্ক হ্রাস:

(ক) বর্তমানে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক স্থিতির উপর আবগারি শুল্ক (Excise Duty) অব্যাহতি রয়েছে। ক্ষুদ্র আমানতকারীদের স্বস্তি প্রদানের স্বার্থে অব্যাহতির সীমা ৩ (তিন) লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধিপূর্বক ৪ (চার) লক্ষ টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি; এবং

(খ) ব্যাংকিং ব্যবস্থায় একটি লোন একাউন্টের বিপরীতে একাধিক Deal বা Account Open করা হলে প্রতিটি Account এর বিপরীতে আবগারী শুল্ক কর্তন করা হয়। এ ধরণের অসামঞ্জস্য দূরীকরণের লক্ষ্যে একটি লোন Account এর বিপরীতে শুধুমাত্র একবারই আবগারী শুল্ক কর্তন করার বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করছি।

প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবসা-বাণিজ্যকে অব্যাহতি প্রদান

মাননীয় স্পিকার

২৭০। আজকের বিশ্বে ডিজিটাল বিষয়বস্তু তৈরি একটি নতুন শিল্প। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সৃজনশীল কন্টেন্ট তৈরি করে আয় করছেন, তারা দেশের ডিজিটাল অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের উৎসাহিত করা, তাদের সামনে সুযোগের দরজা খুলে দেয়া এবং তাদের সম্ভাবনাকে কাজে লাগানো আমাদের দায়িত্ব। দেশের তরুণ প্রজন্মের উদ্যম ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহ প্রদান এবং উদ্ভাবনী

প্রযুক্তিকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান, কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সারদের সম্পূর্ণ ভ্যাট অব্যাহতি প্রদানের জন্য নিম্নোক্ত প্রস্তাব পেশ করছি:

স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান

২৭১। স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় পর্যায়ে ১৫ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সেবা আমদানির ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট এবং স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠানের স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণের ক্ষেত্রে ১৫ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। উক্ত অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০৩৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সার

২৭২। কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ফ্রিল্যান্সার কর্তৃক প্রদত্ত সেবার উপর আরোপিত ১৫ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদান করার প্রস্তাব করছি।

SIM এর উপর সুনির্দিষ্ট কর প্রত্যাহার

মাননীয় স্পিকার

২৭৩। আইসিটিকে থ্রাস্ট সেক্টর হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার এ খাতে ট্যাক্স, ভ্যাট ও লাইসেন্সিং নীতিমালা সংস্কারের ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে টেলিকম সেক্টরে করের হার প্রায় ৫০% এবং তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তা প্রায় ২৫%। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় এ হার অনেক বেশি। তাই এ খাতের বিকাশে সরকার এ ধরণের ট্যাক্স ক্রমান্বয়ে যৌক্তিক হারে কমানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এর অংশ হিসেবে

দেশের সাধারণ মানুষের নিকট মোবাইল সেবা আরো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে প্রতিটি মোবাইল সিমের উপর আরোপিত ৩০০/-টাকা হারে কর সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহারের প্রস্তাব করছি। ফলশ্রুতিতে আগামী অর্থবছরে মোট ১২০০ কোটি টাকা রাজস্ব হ্রাস হবে।

কৃষি খাতে অব্যাহতি প্রদান

(ক) কৃষি কাজে ব্যবহার্য সকল সারের ব্যবসায়ী পর্যায়ে প্রযোজ্য ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণ অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

(খ) কৃষিকার্যে ব্যবহার্য সকল ধরনের কীটনাশকের আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য ৭.৫ শতাংশ আগাম কর সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি;

স্বাস্থ্য খাতে অব্যাহতি প্রদান

(ক) বাংলাদেশে স্বাস্থ্যসেবায় Out of Pocket Expenditure বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। জনসাধারণের চিকিৎসা খরচ কমানোর লক্ষ্যে আমদানিকৃত হার্টের রিংবা স্টেন্ট এবং চোখের ইন্ট্রাওকুলার লেন্স এর সরবরাহের ক্ষেত্রে যোগানদার পর্যায়ের ১০ শতাংশ ভ্যাট সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। এর ফলে প্রতিটি হার্টের রিং বা স্টেন্ট এর মূল্য প্রায় ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পাবে। চোখের প্রতিটি ইন্ট্রাওকুলার লেন্স এর মূল্য প্রায় ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত হ্রাস পাবে;

(খ) কিডনী রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার্য Blood Tubing Set for Hemodialysis এর আমদানি পর্যায়ে প্রযোজ্য ৭.৫ শতাংশ আগাম কর সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি প্রদানের প্রস্তাব করছি। এর ফলে কিডনী ডায়ালাইসিস এর খরচ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।

জুয়েলারি খাতে সুনির্দিষ্ট করের বিধান প্রণয়ন

মাননীয় স্পিকার.

- জুয়েলারি সেবার বিপরীতে মূসকের হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট কর হিসেবে ভরি প্রতি ২৫০০ টাকা নির্ধারণ করার প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পিকার

২৭৪। কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্থানীয় শিল্পের সুরক্ষা, আমদানি নির্ভশীলতা কমানো, বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়, টেকসই উন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে দেশীয় শিল্প বিকাশের গতিশীলতা আনার স্বার্থে মহান জাতীয় সংসদে নিম্নোক্ত প্রস্তাবনা পেশ করছি:

(ক) মোবাইল ফোন উৎপাদন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে মূসক অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

(খ) কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, টোনার, ইত্যাদি, প্রযুক্তি নির্ভর পণ্যের স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

(গ) IC (পেট্রোল) ইঞ্জিনের পাশাপাশি হাইব্রিড গাড়ি, প্লাগইন হাইব্রিড গাড়ি, থ্রি হুইলার ও ফোর হুইলার ইলেকট্রিক ভেহিক্যাল, ইলেকট্রিক বাস ও ট্রাকের স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে শর্তসাপেক্ষে ২০৩০ সাল পর্যন্ত মূসক অব্যাহতি সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব করছি;

(ঙ) মেট্রোরেল সেবার উপর মূসক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের প্রস্তাব করছি;

(চ) তৈরি পোশাক শিল্পখাতের পর ইলেকট্রনিক্স খাতকে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় রপ্তানি খাত হিসেবে বিবেচনা করে, দেশীয় বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার ও কম্প্রেসর এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ১৫ শতাংশ ভ্যাটের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট ৩০ জুন, ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধি

BIN বাধ্যতামূলক:

- ভ্যাটের আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়িক কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে মূসক নিবন্ধন গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার জন্য আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি;

মাননীয় স্পিকার

২৭৫। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর তফসিলসমূহে নিম্নোক্ত সংশোধনের প্রস্তাব পেশ করছিঃ

(ক) বাংলাদেশে প্রস্তুতকৃত অ্যালকোহল উৎপাদন পর্যায়ে প্রতি লিটার ৫০০ টাকা হারে সুনির্দিষ্ট ভ্যাট নির্ধারণের প্রস্তাব করছি;

(খ) বিভিন্ন ধরণের উচ্চ মূল্যের হিমায়িত মাছের আমদানি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি;

(গ) বৃক্ষ অথবা বৃক্ষের অংশ এবং সুগন্ধ বৃক্ষ নির্যাস এর আমদানি পর্যায়ে ১৫ শতাংশ মূসক আরোপের প্রস্তাব করছি; এবং

(ঘ) বিভিন্ন ধরণের এম.এস প্রোডাক্ট (রড) এর উৎপাদন পর্যায়ে নিম্নবর্ণিত পরিমান সুনির্দিষ্ট ভ্যাট বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি, যথা:-

বিবরণ	বিদ্যমান সুনির্দিষ্ট ভ্যাটের পরিমাণ (প্রতি মে. টন)	প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট ভ্যাটের পরিমাণ (প্রতি মে. টন)
(১)	(২)	(৩)
(ক) ফেরো-ম্যাঙ্গানিজ ও ফেরো-সিলিকো-ম্যাঙ্গানিজ এ্যালয়	১,২০০ টাকা	১৫০০ টাকা
(খ) ফেরো-সিলিকন এ্যালয়	১,৫০০ টাকা	১,৯০০ টাকা
(গ) স্ক্র্যাপ/শীপ স্ক্যাপ	১২০০ টাকা	১৫০০ টাকা
(ঘ) রি-রোলেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস পণ্য	১৭০০ টাকা	২১০০ টাকা
(ঙ) মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত সকল প্রকার বিলেট ও ইনগট	১৫০০ টাকা	১৯০০ টাকা
(চ) বিলেট/ ইনগট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	১৬০০ টাকা	২০০০ টাকা
(ছ) গর্দা/মেলটেবল স্ক্র্যাপ হইতে প্রস্তুতকৃত ইনগট/বিলেট এবং ইনগট/বিলেট হইতে প্রস্তুতকৃত এম.এস. পণ্য	২৭০০ টাকা	৩৪০০ টাকা

তামাক করঃ রাজস্ব সম্ভাবনা ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির সর্বোচ্চ সমন্বয়

মাননীয় স্পিকার

২৭৬। তামাক ও তামাকজাত পণ্যের ক্ষেত্রে নিম্নরূপ প্রস্তাব করছি:

(ক) সিগারেটের নূন্যতম খুচরা মূল্য নিম্নস্তরের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ শলাকা ৬২ টাকা, মধ্যম স্তর ৯২ টাকা, উচ্চ স্তর ১৬০ টাকা এবং অতি উচ্চ স্তর ২১০ টাকা নির্ধারনের প্রস্তাব করছি;

(খ) Nicotine Pouch এবং Heated Tobacco এর উপর নিম্নবর্ণিত হারে সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য ও সম্পূরক শুল্ক নির্ধারণের প্রস্তাব করছি:

পণ্য সামগ্রীর বিবরণ	সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য	প্রস্তাবিত সম্পূরক শুল্ক হার
Nicotine Pouch	৫০০ টাকা (প্রতি ১০ গ্রাম)	৪০ শতাংশ
Heated Tobacco	২১০ টাকা (প্রতি ১০ শলাকা)	৬৭ শতাংশ

অবৈধ তামাক প্রতিরোধে Track and Trace ব্যবস্থা চালু:

অবৈধ তামাক পণ্যের বাণিজ্য প্রতিরোধের জন্য নিম্নেবর্ণিত বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করছি:

(ক) তামাক পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ নিবিড় মনিটরিং করার জন্যে “Track and Trace” পদ্ধতি প্রণয়ন;

(খ) তামাক পণ্যের উৎপাদন ও সরবরাহ স্বয়ক্রিয় ও কেন্দ্রীয়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে কারখানায় Counting device সহ অত্যাধুনিক এআই ক্যামেরা স্থাপন;

(গ) সিগারেট স্ট্যাম্পের মধ্যে QR বা AR Code স্থাপন;

(ঘ) বাজার পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষ মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন প্রস্তুতকরণ যাহার মাধ্যমে নাগরিকগণ অবৈধ সিগারেট সম্পর্কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে তথ্য প্রদান করিতে পারিবেন; চোরাচালান কিংবা অবৈধ সিগারেটের তথ্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য হুইসেলব্লোয়ার সিস্টেম চালুকরণ। এই ব্যবস্থার আওতায় সঠিক তথ্যদাতাকে পুরস্কৃত করার বিধান প্রনয়ণ;

(ঙ) শুধুমাত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সিগারেট পেপার ও বিড়ি পেপার আমদানির বিধান প্রণয়ন;

(চ) সিগারেট পেপার ও বিড়ি পেপার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো ট্রেডারের নিকট বিক্রয় না করার বিধান প্রণয়ন।

অষ্টম অধ্যায়: বিনিয়ন্ত্রনকরণ (Deregulation)-এর মাধ্যমে ব্যবসা সহজীকরণ

ব্যবসা-সহায়ক পরিবেশ উন্নয়নে বিনিয়ন্ত্রণকরণ ও সংস্কার উদ্যোগ

মাননীয় স্পিকার

২৭৭। ব্যবসা সহজীকরণ, দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং সর্বোপরি উচ্চ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেসরকারি খাতকে আরও গতিশীল করা এবং উদ্যোক্তাদের জন্য সরকারি সেবাপ্রাপ্তি সহজ, দ্রুত, স্বচ্ছ ও পূর্বানুমানযোগ্য করা অত্যন্ত জরুরি। তাই ব্যবসা ও বিনিয়োগ-সংক্রান্ত সেবায় সময়, ব্যয়, অনিশ্চয়তা ও দাপ্তরিক জটিলতা কমিয়ে একটি আধুনিক সেবা-পরিবেশ গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২৭৮। আমাদের এ বিনিয়ন্ত্রণকরণ কার্যক্রমের অর্থ কোনো প্রয়োজনীয় আইন, বিধি বা তদারকি ব্যবস্থা বিলোপ করা নয়। জনস্বার্থ, পরিবেশগত সুরক্ষা, নিরাপত্তা, বিনিয়োগকারীর অধিকার এবং সরকারের ন্যায্য রাজস্ব আদায় অক্ষুণ্ন রেখেই সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। যেসব প্রক্রিয়াগত ধাপ (step) ব্যবসার সময় ও ব্যয় বাড়ায়, উদ্যোক্তাকে একই তথ্য বারবার দিতে বাধ্য করে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনিশ্চয়তা তৈরি করে, সেগুলো সহজ, স্বচ্ছ ও সময়াবদ্ধ করা হবে। একই সঙ্গে সেবা প্রদানের প্রতিটি ধাপে জবাবদিহি নিশ্চিত করে দুর্নীতির সুযোগ বন্ধ করা হবে। যাচাই যেখানে প্রয়োজন, সেখানে যাচাই হবে; তবে তা হবে স্পষ্ট নিয়মে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং প্রযুক্তির সহায়তায়।

২৭৯। এ সংস্কার কর্মসূচির আওতায় ব্যবসা শুরুর অনুমোদন, নির্মাণ ও পরিবেশগত অনুমোদন, বিনিয়োগ-পরবর্তী সেবা, কর ও শুল্ক পরিপালন, বৈদেশিক লেনদেন,

ব্যাংকিং সেবা, পুঁজিবাজার থেকে দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ এবং স্থানীয় লাইসেন্সিং ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা শুরু সহজীকরণের উদ্যোগ

মাননীয় স্পিকার

২৮০। বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা শুরু সহজ করতে লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া যৌক্তিকীকরণ করা হবে এবং পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল Single Window অনুমোদন ব্যবস্থা চালু করা হবে। এ ব্যবস্থায় আবেদন দাখিল, যাচাই, অনুমোদন, লাইসেন্স, ছাড়পত্র, অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট সেবা একই অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন হবে। পূর্ণাঙ্গ আবেদন পাওয়ার পর প্রযোজ্য সেবাসমূহ সর্বোচ্চ সাত দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা হবে।

২৮১। প্রতিটি অনুমোদন ও লাইসেন্স সেবার জন্য নির্দিষ্ট Service Level Agreement (SLA) নির্ধারণ করা হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থা মতামত, নাদাবি, অনাপত্তি বা ছাড়পত্র না দিলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সম্মতি আছে ধরে নিয়ে deemed/automatic approval পদ্ধতিতে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। একই সঙ্গে সেবা প্রদানে মনিটরিং, জবাবদিহি ও কমপ্লায়েন্স নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা হবে।

২৮২। ছোট ও নতুন ব্যবসার জন্য অনলাইনভিত্তিক প্রাথমিক অনুমোদন ব্যবস্থা বিবেচনা করা হবে, যাতে উদ্যোক্তা দ্রুত কার্যক্রম শুরু করতে পারেন এবং ছয় থেকে বারো মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও প্রতিপালন সম্পন্ন করতে পারেন। কোম্পানির Name clearance, নিবন্ধন আবেদন, ফি পরিশোধ ও সনদ প্রদান অনলাইনে সম্পন্ন করে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে কোম্পানি নিবন্ধনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২৮৩। বিদেশি বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের ওয়ার্ক পারমিট সাত দিনের মধ্যে এবং বিনিয়োগকারী ও প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভিসা দশ দিনের মধ্যে প্রদানের জন্য প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। যোগ্য বিনিয়োগকারী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য পাঁচ বছর মেয়াদি মাল্টিপল এন্ট্রি বিনিয়োগকারী ভিসা চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২৮৪। বড় ও কৌশলগত বিদেশি বিনিয়োগ প্রকল্পে অনুমোদন ও বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করতে বিডা'র পাশাপাশি বেজা, বেপজা ও বিসিক-এ সহায়তা কর্মকর্তা, সহায়তা দল বা প্রকল্পভিত্তিক case manager নিয়োগ করা হবে। বিনিয়োগকারীর প্রশ্ন, অভিযোগ ও সমস্যা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সার্বক্ষণিক হেল্প ডেস্ক এবং Grievance Redress System চালু করা হবে। খুদে বার্তা, ই-মেইল, হেল্প নম্বর ও অনলাইন ব্যবস্থায় আবেদনের অগ্রগতি জানানো হবে।

২৮৫। বিনিয়োগকারীর আইনি সুরক্ষা ও আন্তর্জাতিক আস্থা বাড়াতে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ চুক্তি সম্প্রসারণ এবং দ্বৈত কর পরিহার চুক্তি হালনাগাদ ও কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যমান চুক্তিসমূহের কার্যকারিতা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হবে।

২৮৬। স্থানীয় পর্যায়ের ব্যবসায়িক অনুমোদন সহজ করতে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার ট্রেড লাইসেন্স সেবা ধাপে ধাপে বিনিয়োগসেবা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। আবেদন, ফি পরিশোধ, নবায়ন, লাইসেন্স প্রদান ও অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ অনলাইনে করা হবে, যাতে স্থানীয় অফিসে বারবার যাওয়া ও নবায়নজনিত বিলম্ব কমে।

২৮৭। নির্বাচিত শিল্পাঞ্চল ও অর্থনৈতিক অঞ্চলে Plug and Play শিল্প-সুবিধা প্যাকেজ চালু করা হবে। এর আওতায় জমি, অবকাঠামো, বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, সড়ক সংযোগ ও প্রাথমিক অনুমোদন আগে থেকেই সমন্বিতভাবে প্রস্তুত রাখা হবে, যাতে উদ্যোক্তারা দ্রুত কারখানা স্থাপন ও উৎপাদন শুরু করতে পারেন।

২৮৮। বিনিয়োগ-সংক্রান্ত আন্তঃদপ্তর অনুমোদন, যাচাই ও মতামত প্রদানের ধাপ সহজ করা হবে এবং অগ্রগতি অনলাইনে দেখা যাবে। বিদেশি কর্মীর নিরাপত্তা ছাড়পত্রের আবেদন ও যাচাই প্রক্রিয়াও পৃথকভাবে অনলাইনভিত্তিক ও নির্দিষ্ট সময়সীমার আওতায় আনা হবে, যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা যাচাই বজায় রেখেই অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব কমে।

কর, মূসক, শুল্ক, বন্ড ও বিরোধ নিষ্পত্তি ব্যবস্থার আধুনিকায়নে পদক্ষেপ

মাননীয় স্পিকার

২৮৯। ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও এ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন সহজীকরণের লক্ষ্যে আয়কর, কাস্টমস এবং ভ্যাট ব্যবস্থাপনায় আনীত Deregulation কার্যক্রমসমূহ উপস্থাপন করছি।

আয়কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণকরণ

মাননীয় স্পিকার

২৯০। ব্যক্তি করদাতাদের পাশাপাশি আগামী অর্থ বছরে কোম্পানি করদাতাদের কর্পোরেট রিটার্নও অনলাইনে দাখিলের ব্যবস্থা করা হবে। সকল ধরনের করদাতা সারা বছরব্যাপী রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন, বছরের শুরুর দিকে রিটার্ন দাখিল করলে কর প্রণোদনা পাবেন। করবছর শেষ হলেও করদাতাগণ স্বপ্রণোদিতভাবে বিলম্ব রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

২৯১। করদাতার উৎসে কর নিরূপিত করের চেয়ে বেশি হলে অতিরিক্ত পরিশোধিত কর ফেরত পাবেন; এ রিফান্ড হবে Automated ও Faceless, যে প্রক্রিয়া ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হচ্ছে। আগামী অর্থ বছর থেকে আয়করদাতাগণ ঘরে বসেই নিজ নিজ ব্যাংক হিসাবে সরাসরি আয়কর ফেরৎ পাবেন। সময়মত অটোমেটেড

পদ্ধতিতে রিফান্ড প্রদান নিশ্চিত করা গেলে উদ্যোক্তাগণের চলতি মূলধন দীর্ঘ সময় আটকে থাকবে না এবং তাদের ব্যবসার নগদ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে।

২৯২। আয়কর এবং ভ্যাট অডিটের বিদ্যমান ম্যানুয়াল পদ্ধতি পরিবর্তন করে সফটওয়্যারের মাধ্যমে Risk Based Selection Criterion এর ভিত্তিতে ব্যক্তি হস্তক্ষেপ ছাড়াই (Without Human Intervention) স্বচ্ছতার সাথে সম্পূর্ণ অটোমেটেড পদ্ধতিতে অডিটের জন্য নির্বাচন করা হচ্ছে। অডিট নির্বাচন পদ্ধতি স্বচ্ছ হবার কারণে কর ব্যবস্থার প্রতি করদাতাগণের আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।

২৯৩। বিদেশী বিনিয়োগকারীগণকে Double Taxation Avoidance Agreement (DTA) এর আওতায় করসুবিধা পাবার জন্য বর্তমানে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে Tax Residency সার্টিফিকেট নিতে হয়। দ্বৈত কর পরিহার চুক্তির প্রয়োজনীয় দলিলের ভিত্তিতে National Single Window সিস্টেমের মাধ্যমে অটোমেটেড পদ্ধতিতে অনলাইনে এই সনদ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। এতে বিদেশী বিনোয়োগকারিগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজ ও Faceless হবে।

২৯৪। Asycuda World এবং eReturn সিস্টেমের মধ্যে আন্ত:সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। এতে আমদানিকারক করদাতা eReturn দাখিলের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে আমদানি পর্যায়ে পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট পাবেন। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী উৎসে কর কর্তন না করার কারণে করদাতার দাবিকৃত খরচ অনুমোদন না করার বিদ্যমান বিধান বাতিল হয়ে যাবে। ফলে করদাতাগণের কার্যকর কর হার হ্রাস পাবে। ব্যবসা খাতের আয় পরিগণনায় আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে Accrual ভিত্তিতে সুদ ব্যয় অনুমোদনের বিধান করার প্রস্তাব করছি।

২৯৫। ব্যবসায়িক কার্যক্রমের কতিপয় আবশ্যিক খরচ যেমন, পারকুইজিট, আপ্যায়ন ব্যয়, ফ্রি স্যাম্পল বাবদ খরচ এবং প্রচারণামূলক খরচ অনুমোদনের সীমা

উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। এতে করদাতাগণের কর দায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাবে।

২৯৬। ব্যাক টু ব্যাক এলসির পাশাপাশি লোকাল এলসির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রায় রপ্তানিমুখি শিল্পে পণ্য সরবরাহকেও প্রচ্ছন্ন রপ্তানি হিসাবে গণ্য করার বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। আপিল দায়ের না করেও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির সুযোগ দিয়ে সহজে আয়কর সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির আওতা আরো বিস্তৃত করার প্রস্তাব করছি।

কাস্টমস সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণকরণ

মাননীয় স্পিকার

২৯৭। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান দেশে প্রথম তৈরি পোশাক খাতে কাস্টমস বন্ড প্রথা এবং ব্যাক-টু-ব্যাক এলসি'র ভিত্তিতে শুল্ক মুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানি ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (Readymade Garments) খাতের বিকাশ ও প্রসারে বন্ডেড ওয়্যারহাউস ব্যবস্থা এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করলেও অন্যান্য সম্ভাবনাময় রপ্তানিমুখী খাত নানাবিধ কারণে এ ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেনি। এ কারণে তৈরি পোশাক খাতের পাশাপাশি অন্যান্য সকল রপ্তানিমুখী খাতের সম্ভাবনা বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যমান বন্ড সংক্রান্ত বিধি-বিধান সংশোধন করার প্রস্তাব করছি যাতে সকল খাত বন্ড সুবিধায় তাদের কাঁচামাল আমদানি এবং তৈরি পণ্য রপ্তানি করতে পারে।

২৯৮। ব্যবসা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে শতভাগ রপ্তানিমুখী Compliant পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিবছর বন্ডের অডিটের বাধ্যবাধকতা রহিত করার প্রস্তাব করছি। তৈরি পোশাক শিল্পের ন্যায় শতভাগ রপ্তানিমুখী লেদারগুডস ও ফুটওয়্যার শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং টাওয়েল, লিলেন ও হোমটেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠানের জেনারেল বন্ডের মেয়াদ এক বছরের স্থলে তিন বছর করার প্রস্তাব করছি।

২৯৯। কমিশনারেটের অধিক্ষেত্র নির্বিশেষে মূল প্রতিষ্ঠান হতে ৬০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত ইউনিটসমূহকে অব্যাহত বন্ড (Continuous Bond) সুবিধার আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। বন্ডেড ওয়্যারহাউসে এককালীন কাঁচামাল মজুদের সীমা তুলে দেয়ার প্রস্তাব করছি। বন্ড লাইসেন্সের মালিকানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও নতুন মালিকগণের কাস্টমস দপ্তরে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সাক্ষাৎকার প্রদানের বিধানটি সম্পূর্ণ বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

৩০০। বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পণ্য জাহাজীকরণের মেয়াদোত্তীর্ণের অন্যূন ৪৮ ঘণ্টা পূর্বে ইউটিলাইজেশন পারমিশন বা ইউপি (UP) গ্রহণের পরিবর্তে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে করার প্রস্তাব করছি। যে সকল প্রতিষ্ঠান শতভাগ রপ্তানিমুখী কিন্তু বন্ড লাইসেন্স নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠানকে ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের বিপরীতে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল সংগ্রহের সুবিধা প্রদান করে একটি প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করছি।

৩০১। জুয়েলারি শিল্পের আধুনিকায়ন ও রপ্তানি বহুমুখীকরণের লক্ষ্যে শুল্কমুক্তভাবে কাঁচামাল আমদানি এবং তা হতে প্রস্তুতকৃত জুয়েলারি রপ্তানি কার্যক্রম সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বন্ডেড ওয়্যারহাউস পদ্ধতির আওতায় একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করছি। রপ্তানিমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যয়নের জন্য নতুন ১০টি খাতে (মোটরসাইকেল, স্পিডবোট, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, হস্তশিল্পজাত পণ্য, ডাইভারসিফাইড পাটজাত পণ্য, ডায়াপার ও স্যানিটারি ন্যাপকিন, ক্রোকারিজ সামগ্রী, তাঁবু , রিসাইকেলড কটন ব্যাগ এবং টেরি টাওয়েল খাত) বন্ড লাইসেন্স ব্যতীত শুধুমাত্র ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে কাঁচামাল আমদানির সুযোগ প্রদান করার প্রস্তাব করছি। বন্ড লাইসেন্স ব্যতীত কেবলমাত্র ব্যাংক গ্যারান্টির মাধ্যমে শুল্কমুক্ত সুবিধায় কাঁচামাল আমদানি করে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৩০ শতাংশ মূল্য সংযোজন (Value Addition) করার আইনি বাধ্যবাধকতা সম্পূর্ণ বিলোপ করার প্রস্তাব করছি।

৩০২। Authorized Economic Operator (AEO) প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক System Based Self-Assessment পদ্ধতিতে পণ্য খালাসের হার বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ করার প্রস্তাব করছি। একইসাথে কমপ্লায়েন্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক

AEO সুবিধার আবেদনের ক্ষেত্রে হালনাগাদ নিরীক্ষা প্রতিবেদন জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাতিল করার প্রস্তাব করছি।

৩০৩। আমদানি পণ্য ছাড়করণের ক্ষেত্রে আমদানিকৃত পণ্যের সঠিকতা ও গুণগত মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে কেবল সরকারি ল্যাবরেটরির ওপর নির্ভর করায় অনেক সময় বন্দরে অনাকাঙ্ক্ষিত পণ্য জটের সৃষ্টি হয়, যা পণ্য খালাস প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়িত করছে। এই জটিলতা নিরসন এবং ব্যবসা সহজীকরণের লক্ষ্যে সরকারি ল্যাবের পাশাপাশি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড ও আইএসও (ISO) স্বীকৃত বেসরকারি ল্যাবরেটরিতেও পণ্য পরীক্ষার সুযোগ রেখে নতুন বিধান করার প্রস্তাব করছি।

৩০৪। স্থানীয়ভাবে কীটনাশক ও বালাইনাশক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানসমূহকে কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রজ্ঞাপনে কৃষি মন্ত্রণালয় হতে চালানভিত্তিক প্রত্যয়ন নেয়ার পরিবর্তে বার্ষিক প্রাপ্যতাভিত্তিক একবার প্রত্যয়ন নেয়ার বিধান করার প্রস্তাব করছি। বিভিন্ন কাস্টমস হাউসে ডাক বা কুরিয়ারযোগে আনিত ক্ষুদ্র ও স্বল্পমূল্যের পণ্যচালানে অসচেতনতাবশত সাধারণ ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে বর্তমানে বিদ্যমান ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপের বিধান বিলোপ করার প্রস্তাব করছি।

মূল্য সংযোজন কর সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণকরণ (Deregulation)

মাননীয় স্পিকার

৩০৫। মূসক রিফান্ড আবেদন গ্রহণ, যাচাই, অনুমোদন এবং মূসক ফেরতের অর্থ iBAS++ এর মাধ্যমে সরকারি কোষাগার হতে করদাতার ব্যাংক হিসাবে সরাসরি স্থানান্তরের ধাপগুলো স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়ায় আরো ভালোভাবে সম্পন্ন হবে এবং করদাতাগণ সম্পূর্ণ অটোমেটেড পদ্ধতিতে ঘরে বা অফিসে বসেই মূসক রিফান্ড কার্যকরভাবে পাবেন। আগামী অর্থবছরের শুরু থেকে আয়করের eReturn এর ন্যায়

eVAT সিস্টেম হতে অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করা হবে। করদাতাগণ ঘরে অথবা নিজ অফিসে বসেই তাদের আয়কর ও ভ্যাট রিটার্ন অনলাইনে দাখিল করবেন।

৩০৬। ক্ষুদ্র ভ্যাটদাতাদের জন্য সহজে মূসক দাখিলপত্র দাখিলের সুবিধার্থে আলাদা ভ্যাট রিটার্ন ফরম প্রবর্তন করা হবে যাতে তাঁরা অতি সহজে অল্প কিছু তথ্য পূরণ করে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারেন। eVAT সিস্টেমে আবেদন করার সাথে সাথেই, তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবসায় সনাক্তকরণ সংখ্যা (বিআইএন) প্রদান করার লক্ষ্যে আইনে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করছি। প্রতিমাসে রিটার্ন দাখিলে বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহারপূর্বক প্রতি তিন মাসে একবার অর্থাৎ ত্রৈমাসিকভাবে রিটার্ন দাখিলের বিধান প্রণয়নের প্রস্তাব করছি। যে সকল করদাতা নিজস্ব ERP software ব্যবহার করেন, তারা যাতে নিজস্ব সফটওয়ার হতে এক ক্লিকেই ভ্যাট রিটার্ন দাখিল করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩০৭। আপিল দায়ের প্রক্রিয়া সহজ করার লক্ষ্যে আয়করের ক্ষেত্রে আপিলে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে ১% কর, কর আপিল ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে কর ১০% হতে কমিয়ে ৩% ও হাইকোর্টে আপিল দায়েরের ক্ষেত্রে কর ২৫% শতাংশ হতে কমিয়ে ১০% প্রস্তাব করছি। কাস্টমস আপিলের ক্ষেত্রে ১০% হতে কমিয়ে ১%, ট্রাইব্যুনালের ক্ষেত্রে ১০% থেকে কমিয়ে ১% এবং হাইকোর্টে ২% কর পরিশোধ করে আপিল, ট্রাইব্যনাল এবং হাইকোর্টে আপিল করার সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব করছি;

৩০৮। ভ্যাটের আপিল কমিশনারেট, ট্রাইবুনাল এবং হাইকোর্টে আপিল দায়েরের সকল ক্ষেত্রে ১০% কর পরিশোধের বিধানের পরিবর্তে আপিল কমিশনারেটের ক্ষেত্রে ১%, ট্রাইব্যনালের ক্ষেত্রে ১% এবং হাইকোর্টের ক্ষেত্রে ২% কর পরিশোধ করে আপিল কমিশনারেট, ট্রাইব্যুনাল এবং হাইকোর্টে আপিল করার সুযোগ দেয়ার প্রস্তাব

করছি। সকল ক্ষেত্রে কর কর্মকর্তাগণের Discretionary Power বিলোপ করার প্রস্তাব করছি।

মুনাফা ও মূলধন প্রত্যাবাসন, বৈদেশিক লেনদেন, ব্যাংকিং সেবা ও ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন সহজীকরণে উদ্যোগ

মাননীয় স্পিকার

৩০৯। বিদেশি বিনিয়োগকারীর আস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো বৈধ মুনাফা ও মূলধন প্রত্যাবাসনের নিয়ম স্পষ্ট হওয়া এবং সিদ্ধান্ত দ্রুত পাওয়া। এ লক্ষ্যে বৈধ বিদেশি বিনিয়োগের মুনাফা প্রত্যাবাসনের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য ত্রিশ দিনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। ব্যাংকিং যাচাই, কর-সংক্রান্ত ডকুমেন্ট ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় জোরদার করা হবে।

৩১০। Non-Resident Investors Taka Account (NITA)-এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত শেয়ার বা সিকিউরিটিজ বিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রত্যাবাসন ও পুনঃবিনিয়োগ সহজ করা হয়েছে। Auditor’s certificate-এর বাধ্যবাধকতা প্রত্যাহার করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ সরাসরি সংশ্লিষ্ট NITA হিসাবে জমার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এতে repatriation ও reinvestment এক কর্মদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে এবং compliance cost কমবে।

৩১১। অতালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার হস্তান্তর ও মূলধন প্রত্যাবাসন সহজ করা হয়েছে। এক কোটি টাকা পর্যন্ত deal value-এর ক্ষেত্রে valuation report-এর প্রয়োজন হবে না এবং ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত deal value বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়াই repatriation করা যাবে। বড় অঙ্কের লেনদেনে শেয়ার মূল্যায়ন আরও নিরপেক্ষ করতে licensed valuation firms ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৩১২। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বিডা, বিএসইসি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এবং বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে Certification Board গঠনের বিষয় বিবেচনা করা হবে। অনুমোদিত valuation firms-এর প্রতিবেদন গ্রহণযোগ্য হলে capital repatriation-এ পুনরাবৃত্ত যাচাই ও বিলম্ব কমবে।

৩১৩। বৈদেশিক বাণিজ্যে সময় ও ব্যয় কমাতে নির্ভরযোগ্য আমদানিকারক ও কম-ঝুঁকির পণ্যের ক্ষেত্রে ঋণপত্রের বাধ্যতামূলক ব্যবহার ধাপে ধাপে শিথিল করার বিষয় বিবেচনা করা হবে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে Documents against Payment (D/P) এবং Telegraphic Transfer (TT)-এর ব্যবহার বাড়ানো হবে।

৩১৪। বিদেশি ব্যাংক গ্যারান্টি বা Standby Letter of Credit (SBLC)-এর বিপরীতে দেশীয় উৎস থেকে অর্থায়ন গ্রহণের সুযোগ সহজ করা হয়েছে। দেশে নিবন্ধিত কোম্পানিগুলো মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্বিশেষে প্রযোজ্য বিধি অনুযায়ী টাকায় ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এতে দেশীয় ঋণপ্রাপ্তি সহজ হবে এবং financing flexibility বাড়বে।

৩১৫। Offshore Banking Unit (OBU) থেকে ঋণ গ্রহণে প্রতিটি ঋণের জন্য আলাদা পূর্বানুমোদনের প্রয়োজনীয়তা পুনর্বিবেচনা করা হবে। তবে CIB reporting, single borrower limit, loan classification এবং provisioning-সংক্রান্ত বিধান বহাল থাকবে। এতে বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়ন দ্রুত হবে এবং অনুমোদনজনিত অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব কমবে।

৩১৬। ব্যাংকের ব্যবসা কেন্দ্র বা শাখার ভাড়া, ইজারা, নবায়ন ও স্থানান্তর অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। অঞ্চলভিত্তিক নির্ধারিত ভাড়া সীমার মধ্যে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনেই এসব সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। এতে শাখা সম্প্রসারণ ও operational decision-making দ্রুত হবে।

৩১৭। সরকারি সুকুকে বিনিয়োগের জন্য Sukuk Investor ID (SIID) খোলার প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। নির্ধারিত আবেদন ফরম, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ফি কাঠামো নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে সরকারি সুকুকে বিনিয়োগ আরও সহজ, স্বচ্ছ ও বিনিয়োগবান্ধব হবে।

৩১৮। ডিজিটাল অর্থনীতির ভিত্তি শক্তিশালী করতে Real Time Gross Settlement (RTGS) আরও কার্যকর করা হবে। ব্যাংক, মোবাইলভিত্তিক আর্থিক সেবা, পেমেন্ট সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট সেবামাধ্যমের মধ্যে দ্রুত অর্থ পরিশোধ ও নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। এতে নগদ অর্থের ওপর নির্ভরতা কমবে এবং cashless লেনদেন বাড়বে।

৩১৯। ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ ও বিতরণ সহজ করতে e-Loan চালুর সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ বারো মাস মেয়াদে প্রদান করা যাবে। এতে ক্ষুদ্র ঋণপ্রাপ্তি সহজ হবে, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়বে এবং গ্রাহকের সময় ও পরিচালন ব্যয় কমবে।

৩২০। খেলাপি ঋণ নিষ্পত্তিতে মামলা দায়েরের আগে Pre-Suit Mediation বা মামলা-পূর্ব মধ্যস্থতা ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। এতে আদালতনির্ভর দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও ব্যয় কমবে, ঋণসংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি হবে এবং recovery efficiency বাড়বে।

৩২১। পরিবেশবান্ধব যানবাহন ও ব্যক্তিগত অর্থায়ন সহজ করতে Auto Loan ও Personal Loan-সংক্রান্ত prudential regulations শিথিল করা হয়েছে। Electric ও hybrid vehicle-এর জন্য Auto Loan সীমা ষাট লক্ষ টাকা থেকে আশি লক্ষ টাকা এবং debt-equity ratio ষাট:চল্লিশ থেকে আশি:বিশ করা হয়েছে। জামানতবিহীন ব্যক্তিগত ঋণের সীমা পাঁচ লক্ষ টাকা থেকে দশ লক্ষ টাকা এবং জামানতযুক্ত ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চল্লিশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করা হয়েছে।

৩২২।   Credit Card Operations-সংক্রান্ত নির্দেশিকা হালনাগাদ করে ঋণসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। জামানতবিহীন ক্রেডিট কার্ডের সীমা দশ লক্ষ টাকা থেকে বিশ লক্ষ টাকা এবং সিকিউরিটিজের বিপরীতে সীমা বিশ লক্ষ টাকা থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমোদন ছাড়াই ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনে নতুন ক্রেডিট কার্ড চালুর সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

৩২৩।   এসব উদ্যোগের ফলে বৈধ মুনাফা ও মূলধন প্রত্যাবাসন, বৈদেশিক বাণিজ্য, দেশীয় ও বৈদেশিক অর্থায়ন, ব্যাংকিং সেবা, ডিজিটাল ঋণ এবং নগদবিহীন লেনদেনে সময়, ব্যয় ও প্রশাসনিক জটিলতা কমবে। একই সঙ্গে বিনিয়োগকারীর আস্থা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে নতুন গতি আসবে।

পুঁজিবাজারে মূলধন সংগ্রহ সহজীকরণে পদক্ষেপ

মাননীয় স্পিকার

৩২৪।   একটি শক্তিশালী পুঁজিবাজার দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। শিল্প, অবকাঠামো, নগর উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগ এবং সম্ভাবনাময় ব্যবসা শুধু ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভর করলে আর্থিক খাতের ওপর চাপ বাড়ে। তাই পুঁজিবাজারকে গভীর, বহুমাত্রিক, স্বচ্ছ ও আস্থাভিত্তিক করে উৎপাদনশীল খাত ও সম্ভাবনাময় কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহের কার্যকর প্ল্যাটফর্মে পরিণত করা হবে।

৩২৫।   ভালো ও সম্ভাবনাময় কোম্পানিগুলো কেন পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে আগ্রহী হয় না, তা পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অপ্রয়োজনীয় জটিলতা, দীর্ঘসূত্রিতা, অতিরিক্ত ব্যয়, একই ধরনের কাগজপত্র বারবার দাখিল এবং অনুমোদন ও পরিপালন-সংক্রান্ত অস্পষ্টতা ধাপে ধাপে কমানো হবে। বিনিয়োগকারীর সুরক্ষা অক্ষুণ্ন রেখে তালিকাভুক্তির মানদণ্ড আরও স্বচ্ছ, বাস্তবসম্মত এবং প্রবৃদ্ধিশীল কোম্পানির জন্য সহায়ক করা হবে।

৩২৬। Initial Public Offering (IPO) প্রক্রিয়া সহজ, সময়াবদ্ধ ও প্রযুক্তিনির্ভর করা হবে। আবেদন, আনুষঙ্গিক দলিল, যাচাই-বাছাই, ফি পরিশোধ, সংশোধন ও অনুমোদনের ধাপ অনলাইনে সম্পন্ন হবে। ইস্যুকারী কোম্পানি, issue manager, stock exchange, CDBL ও নিয়ন্ত্রক সংস্থার মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে হবে। যোগ্য ও পরিপক্ব কোম্পানির জন্য direct listing-এর সম্ভাবনাও পর্যালোচনা করা হবে।

৩২৭। পুঁজিবাজারকে স্থিতিশীল করতে পেনশন তহবিল, বীমা প্রতিষ্ঠান, Asset Management Company (AMC), mutual fund এবং অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ বাড়ানো হবে। নতুন AMC গড়ে তোলা, পেশাদার fund management জোরদার করা এবং দীর্ঘমেয়াদি সঞ্চয়কে বিনিয়োগে রূপান্তরের সুযোগ বাড়িয়ে mutual fund-এর আকার ও সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

৩২৮। দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের সুযোগ বাড়াতে corporate bond market সম্প্রসারণ এবং স্থানীয় সরকার ও নগর অবকাঠামো উন্নয়নে municipal bond ইস্যুর ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি ও বেসরকারি দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে bond, Sukuk, infrastructure fund এবং অন্যান্য financing instruments-এর ব্যবহার বাড়ানো হবে, যাতে ব্যাংকঋণের ওপর নির্ভরতা কমে।

৩২৯। বিনিয়োগের সুযোগ ও financial products-এর পরিসর বাড়াতে দেশের প্রথম commodity exchange কার্যকরভাবে চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। বিদ্যমান লাইসেন্স কার্যকর করা, প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণয়ন, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ সহায়তা নিশ্চিত করা হবে। Real Estate Investment Trust (REIT), Exchange Traded Fund (ETF), index hedging এবং সম্ভাব্য currency hedging instruments-এর ব্যবহারযোগ্যতাও পর্যালোচনা করা হবে।

৩৩০। দেশীয় কোম্পানির জন্য আঞ্চলিক stock exchange-এ dual listing-এর সুযোগ এবং বাছাইকৃত রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্তির সম্ভাবনা যাচাই করা হবে। অনাবাসী বাংলাদেশি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীর অংশগ্রহণ সহজ করতে NITA হিসাব খোলা ও পরিচালনার প্রক্রিয়া আরও সহজ করা হবে।

৩৩১। বিনিয়োগকারীর আস্থা বাড়াতে তালিকাভুক্ত কোম্পানির তথ্য প্রকাশ, আর্থিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষা, শেয়ার মূল্যায়ন, credit rating, IPO ব্যবস্থাপনা ও research report-এর মান উন্নত করা হবে। Auditor, valuer, issue manager, credit rating agency, research analyst, merchant banker, broker-dealer এবং অন্যান্য বাজার-মধ্যস্থতাকারীর দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা স্পষ্ট করা হবে। প্রয়োজন হলে professional liability framework এবং professional indemnity বা liability insurance বিবেচনা করা হবে।

৩৩২। লেনদেনের পর শেয়ার ও অর্থ হস্তান্তর দ্রুত ও নিরাপদ করতে settlement সময় ধাপে ধাপে কমানো হবে। বর্তমানে T+২ ভিত্তিক নিষ্পত্তি ব্যবস্থা চালু থাকলেও তা T+১-এ নামিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও বাজার অবকাঠামো নিশ্চিত করে পরবর্তী ধাপে T+০ বা একই দিনে নিষ্পত্তির লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তুতি নেওয়া হবে। বিএসইসি, stock exchange, CDBL, bank, broker, issuer company ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার তথ্যব্যবস্থার সমন্বয় জোরদার করা হবে।

৩৩৩। পুঁজিবাজার-সংক্রান্ত বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষায়িত dispute resolution ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয় পর্যালোচনা করা হচ্ছে। প্রয়োজনে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা দ্রুত নিষ্পত্তি আদালত গঠনের সম্ভাবনা বিবেচনা করা হবে, যার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের আইনি ক্ষমতা থাকবে। এতে বিনিয়োগকারীর আস্থা বাড়বে এবং বাজারে শৃঙ্খলা শক্তিশালী হবে।

৩৩৪। এসব উদ্যোগ পুঁজিবাজারকে শুধু শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্র নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি মূলধন সংগ্রহ, অবকাঠামো অর্থায়ন, সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে রূপান্তর এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের শক্তিশালী প্ল্যাটফর্মে পরিণত করবে।

নির্মাণ, পরিবেশ, স্থানীয় অনুমোদন ও প্রতিপালন সহজীকরণে উদ্যোগ

মাননীয় স্পিকার

৩৩৫। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে স্থান নির্বাচনসংক্রান্ত ছাড়পত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র, নির্মাণ অনুমোদন, অগ্নিনিরাপত্তা ছাড়পত্র, ভূমি ও নকশা অনুমোদনের দীর্ঘসূত্রিতা প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটায় এবং বিনিয়োগ ব্যয় বাড়ায়। পরিবেশ, জননিরাপত্তা, অগ্নিনিরাপত্তা ও নগর পরিকল্পনার মান অক্ষুণ্ণ রেখে এসব সেবা অনলাইনভিত্তিক, সমন্বিত ও নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৩৩৬। শিল্পকারখানার স্থান নির্বাচনসংক্রান্ত ছাড়পত্র এবং পরিবেশগত ছাড়পত্রের আবেদন অনলাইনে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে। আবেদন যাচাই, প্রয়োজনীয় পরিদর্শন, মতামত প্রদান এবং ছাড়পত্র দেওয়ার প্রতিটি ধাপের সময়সীমা নির্ধারণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সেবামাধ্যমের মধ্যে তথ্যের আন্তঃবিনিময় জোরদার করা হবে, যাতে উদ্যোক্তাকে একই তথ্য বারবার দিতে না হয়।

৩৩৭। নির্মাণ, অগ্নিনিরাপত্তা, পরিবেশ, ভূমি ও নকশা অনুমোদনের জন্য সমন্বিত Single Window System চালু করা হবে। অনলাইনে আবেদন পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিদর্শন সম্পন্ন করে অনলাইনে প্রতিবেদন দাখিল করবে এবং এসব প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একই প্ল্যাটফর্ম থেকে অনুমোদন দেওয়া হবে। এতে পৃথক পৃথক আবেদন, দপ্তরে দপ্তরে যোগাযোগ এবং বারবার পরিদর্শনের প্রয়োজন কমবে।

৩৩৮। অনুমোদন ও যাচাই প্রক্রিয়ায় Risk Assessment System চালু করা হবে। এ পদ্ধতিতে ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করে কম-ঝুঁকির ক্ষেত্রে দ্রুত সেবা প্রদান এবং উচ্চ-ঝুঁকির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় যাচাই ও তদারকি নিশ্চিত করা হবে। এতে যাচাইয়ের মান বজায় থাকবে এবং উদ্যোক্তার সময়, ব্যয় ও অনিশ্চয়তা কমবে।

৩৩৯। ক্ষুদ্র, অতিক্ষুদ্র ও নবীন উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ Compliance Framework বা প্রতিপালন নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। লাইসেন্স গ্রহণ, নবায়ন ও নিয়মিত প্রতিপালনের শর্ত সহজ করা হবে। সহজ নির্দেশিকা, অনলাইন সহায়তা, নির্দিষ্ট ফি এবং সহজ নবায়ন ব্যবস্থার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক খাতের ছোট উদ্যোক্তাদের আনুষ্ঠানিক অর্থনীতির আওতায় আনা হবে।

মাননীয় স্পিকার

৩৪০। আমরা এ সকল বিনিয়ন্ত্রণকরণ কার্যক্রম দ্রুত সময়ের মধ্যে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি উচ্চ পর্যায়ের ট্রাস্কফোর্স গঠন করবো। এ ছাড়াও, এ কার্যক্রমসমূহ যথাযথ মনিটরিং-এর লক্ষ্যে একটি ডেডিকেটেড ওয়েবসাইট উন্নয়ন করছি, যেখানে সেবা গ্রহীতাগণ সরাসরি সেবা প্রদান বিষয়ে অনিয়ম বা অভিযোগ দাখিল করতে এবং তার প্রতিকার সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৩৪১। সরকারের এ সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসা ও বিনিয়োগ-সংক্রান্ত সেবায় একটি নতুন প্রশাসনিক সংস্কৃতি গড়ে তোলা হবে। এতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর মধ্যে সমন্বয়, তথ্যের আন্তঃবিনিময়, অনলাইন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেবা প্রদান নিশ্চিত হবে। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে ব্যবসা শুরু ও পরিচালনা সহজ হবে, ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় কমবে এবং বিনিয়োগকারীর আস্থা বাড়বে। কর ও শুল্ক পরিপালন, বৈদেশিক লেনদেন, ব্যাংকিং সেবা, পুঁজিবাজারভিত্তিক অর্থায়ন, নির্মাণ অনুমোদন, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং স্থানীয় লাইসেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা কমে আসবে। এর ফলে উৎপাদন, রপ্তানি,

অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন শিল্পায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বেসরকারি খাত আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারবে।

৩৪২। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণ-পরবর্তী প্রতিযোগিতা মোকাবিলা, রপ্তানি পণ্যের বহুমুখীকরণ, উচ্চতর বিনিয়োগ প্রবাহ, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং টেকসই প্রবৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-সহায়ক পরিবেশ এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ। বিনিয়ন্ত্রণকরণ বা Deregulation-সংক্রান্ত এ সংস্কার কর্মসূচি সেই লক্ষ্য অর্জনের একটি বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে আমরা এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে উদ্যোক্তা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিনিয়োগ করবেন, বিনিয়োগকারী দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিতে পারবেন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সুফল আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছাবে।

নবম অধ্যায়: উপসংহার

মাননীয় স্পিকার

৩৪৩। আমি মহান জাতীয় সংসদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, দেশের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষার্থী, নারী, তরুণ, উদ্যোক্তা, পেশাজীবী, প্রবাসী এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেনি-পেশা নির্বিশেষে সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করছি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নের ধারাবাহিক পদক্ষেপ, অর্থনৈতিক সংস্কারের সাহসী উদ্যোগ এবং জাতীয় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই বাংলাদেশ তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হবে।

৩৪৪। আমাদের প্রত্যয় এমন একটি বাংলাদেশ গড়ে তোলা, যেখানে সুযোগের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, উদ্যোগ ও উদ্ভাবন উৎসাহিত হবে, পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হবে এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির সুফল প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছে যাবে। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রায়ণ, বিনিয়ন্ত্রণকরণ এবং জনগণের ক্ষমতায়নের ভিত্তিতেই আমরা একটি সমৃদ্ধ ও আত্মবিশ্বাসী বাংলাদেশ নির্মাণ করব ইনশাআল্লাহ।

৩৪৫। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণের শক্তি, সৃজনশীলতা ও উদ্যোগই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। সেই শক্তিকে বিকশিত করার মধ্য দিয়েই আমরা গণমানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন করতে চাই, সমস্যার সমাধান করতে চাই, এবং সম্মিলিত প্রয়াসে গড়ে তুলতে চাই গণআকাঙ্খার এক স্বনির্ভর ও মর্যাদাবান বাংলাদেশ।

৩৪৬। আমরা চাই, আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশের গৌরব হোক সকলের।

মাননীয় স্পিকার

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

পরিশিষ্ট-ক

সারণি ক-১: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত বাজেট ২০২৫-২৬	হিসাব ২০২৫-২৬ (মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত)[সা]
১	২	৩	৪
মোট রাজস্ব আয়	**৫,৬৪,০০০**	**৫,৮৮,০০০**	**৩,৩১,১৩৭**
	(৯.০)	(৯.৭)	(৫.৪)
এনবিআর কর	৪,৯৯,০০০	৫,০৩,০০০	২,৮৩,৯২৪
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৯,০০০	২০,০০০	৬,৩১৭
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৬,০০০	৬৫,০০০	৪০,৮৯৬
মোট ব্যয়	**৭,৯০,০০০**	**৭,৮৮,০০০**	**৪,০৫,৩০৫**
	(১২.৭)	(১৩.০)	(৬.৭)
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৪,৯৮,৭৮৩	৫,১৩,৩৬২	৩,১৩,৮২০
	(৮.০)	(৮.৪)	(৫.২)
উন্নয়ন ব্যয়	২,৪৫,৬০৯	২,১৪,৮৬২	৫৭,০৭২
	(৩.৯)	(৩.৫)	(০.৯)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৩০,০০০	২,০০,০০০	৫৫,৮৪৯
	(৩.৭)	(৩.৩)	(০.৯)
পরিচালন মূলধন ও অন্যান্য ব্যয়	৪৫,৬০৮	৫৯,৭৭৬	৩৪,৪১৩
	(০.৭)	(১.০)	(০.৬)
বাজেট ঘাটতি	**-২,২৬,০০০**	**-২,০০,০০০**	**-৭৪,১৬৮**
	(-৩.৬)	(-৩.৩)	(-১.০)
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস (অনুদানসহ)	১,০১,০০০	৬৩,০০০	-৭,৬৭৭
	(১.৬)	(১.০)	(-০.১)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১,২৫,০০০	১,৩৭,০০০	৮২,২৪৩
	(২.০)	(২.৩)	(১.৪)
ব্যাংকিং উৎস	১,০৪,০০০	১,১৮,০০০	১,০২,৪৪২
	(১.৭)	(১.৯)	(১.৭)
জিডিপি	**৬২,৪৪,৫৭৮**[ক]	**৬০,৮০,৩২০**[সা]	**৬০,৮০,৩২০**[সা]

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ; ক=বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; সা=সাময়িক

সারণি ক-২: ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬	হিসাব ২০২৪-২৫
১	২	৩	৪	৫
মোট রাজস্ব আয়	**৬,৯৫,০০০**	**৫,৮৮,০০০**	**৫,৬৪,০০০**	**৪,৩৭,০২৯**
	(১০.২)	(৯.৭)	(৯.০)	(৭.৯)
তন্মধ্যে,				
এনবিআর কর	৬,০৪,০০০	৫,০৩,০০০	৪,৯৯,০০০	৩,৬৯,৫২৮
এনবিআর বহির্ভূত কর	২৫,০০০	২০,০০০	১৯,০০০	৮,১৯২
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৬৬,০০০	৬৫,০০০	৪৬,০০০	৫৯,৩০৯
মোট ব্যয়	**৯,৩৮,০০০**	**৭,৮৮,০০০**	**৭,৯০,০০০**	**৬,৩১,২৭৩**
	(১৩.৭)	(১৩.০)	(১২.৭)	(১১.৪)
(ক) পরিচালন আবর্তক ব্যয়	**৫,৫১,০৮৭**	**৫,১৩,৩৬২**	**৪,৯৮,৭৮৩**	**৪,৬১,৭৪৩**
	(৮.১)	(৮.৪)	(৮.০)	(৮.৪)
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	**৩,১৬,০৭৫**	**২,১৪,৮৬২**	**২,৪৫,৬০৯**	**১,৫২,৪৪৯**
	(৪.৬)	(৩.৫)	(৩.৯)	(২.৮)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩,০০,০০০	২,০০,০০০	২,৩০,০০০	১,৪২,৩২৬
	(৪.৪)	(৩.৩)	(৩.৭)	(২.৬)
(গ) পরিচালন মূলধন ও অন্যান্য ব্যয়	**৭০,৮৩৮**	**৫৯,৭৭৬**	৪৫,৬০৮	**১৭,০৮১**
	(১.০)	(১.০)	(০.৭)	(০.৩)
বাজেট ঘাটতি	-২,৪৩,০০০	-২,০০,০০০	**-২,২৬,০০০**	-১,৯৪,২৪৪
	(-৩.৬)	(-৩.৩)	(-৩.৬)	(-৩.৫)
অর্থায়ন				
(ক) বৈদেশিক উৎস (অনুদানসহ)	১,১৬,০০০	৬৩,০০০	১,০১,০০০	৬০,৪৩০
	(১.৭)	(১.০)	(১.৬)	(১.১)
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	১,২৭,০০০	১,৩৭,০০০	১,২৫,০০০	১,২৫,৩৮৩
	(১.৯)	(২.৩)	(২.০)	(২.৩)
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	১,১২,০০০	১,১৮,০০০	১,০৪,০০০	১,১৪,১৬১
	(১.৬)	(১.৯)	(১.৭)	(২.১)
জিডিপি	**৬৮,৩০,০২৪**	**৬০,৮০,৩২০সা**	**৬২,৪৪,৫৭৮সা**	**৫৫,১৫,০২৬**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ, সা=সাময়িক

সারণি ক-৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)’র খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬	হিসাব ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক) মানব সম্পদ					
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	২১,৪৪১	৮,০৬১	১১,৩৯৮	৭,৪২৯	৭,২৩১
	(৭.১)	(৪.০)	(৫.০)	(৫.২)	(৩.৭)
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	২৬,৮০৬	৩,১১৭	১১,৬১৭	২,০০১	৭,৩৬৬
	(৮.৯)	(১.৬)	(৫.১)	(১.৪)	(৩.৭)
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২০,৮৩৫	৬,১৯০	১৩,৬২৫	৪,৭৫৩	৪,৯৬৫
	(৬.৯)	(৩.১)	(৫.৯)	(৩.৩)	(২.৫)
৪.অন্যান্য	৫৯,৩৪৪	২৮,৪৩৭	৩২,৮৩৩	১৯,২৮১	২৬,৩৯৩
	(১৯.৮)	(১৪.২)	(১৪.৩)	(১৩.৫)	(১৩.৪)
উপ-মোট:	**১,২৮,৪২৬**	**৪৫,৮০৫**	**৬৯,৪৭৩**	**৩৩,৪৬৪**	**৪৫,৯৫৫**
	(৪২.৮)	**(২২.৯)**	**(৩০.২)**	**(২৩.৫)**	**(২৩.৪)**
(খ) কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন					
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৩,৭৩৫	৩৮,৫৬৬	৩৬,০৯৯	৩০,৭০১	৩৬,৭১৩
	(১১.২)	(১৯.৩)	(১৫.৭)	(২১.৬)	(১৮.৭)
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৭,৮৩৩	১০,৫৮২	৮,৪৯০	৯,৮৯৫	১১,৭৩৩
	(২.৬)	(৫.৩)	(৩.৭)	(৭.০)	(৬.০)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	৭,৯৪৬	৪,০৪৪	৬,৩৩৩	৩,৪১১	৪,১৯৯
	(২.৬)	(২.০)	(২.৮)	(২.৪)	(২.১)
৮. অন্যান্য	৪,২৭৫	৪,৫৫৩	৪,৭৮৪	৩,৩৯৫	৪,৭৬৪
	(১.৪)	(২.৩)	(২.১)	(২.৪)	(২.৪)
উপ-মোট:	**৫৩,৭৮৯**	**৫৭,৭৪৫**	**৫৫,৭০৬**	**৪৭,৪০২**	**৫৭,৪০৯**
	(১৭.৯)	**(২৮.৯)**	**(২৪.২)**	**(৩৩.৩)**	**(২৯.২)**
(গ) জ্বালানী অবকাঠামো					
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	১৪,৯৩৯	১৫,৫৩১	২০,২৮৪	২১,০৯৫	২৭,৩১৪
	(৫.০)	(৭.৮)	(৮.৮)	(১৪.৮)	(১৩.৯)
১০. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	২,২৫৪	১,২৭৯	২,০৮৬	৯১৯	১,১৬৩
	(০.৮)	(০.৬)	(০.৯)	(০.৬)	(০.৬)
উপ-মোট:	**১৭,১৯৩**	**১৬,৮১০**	**২২,৩৭০**	**২২,০১৪**	**২৮,৪৭৭**
	(৫.৭)	**(৮.৪)**	**(৯.৭)**	**(১৫.৫)**	**(১৪.৫)**
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো					

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬	হিসাব ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪
১	২	৩	৪	৫	৬
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৫,৪৪০	৪,৯২৪	৭,৭১৫	২,৯৮০	১১,১৭৭
	(১.৮)	(২.৫)	(৩.৪)	(২.১)	(৫.৭)
১২. সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩০,৭৪১	১৯,৯৫০	৩২,৩৩০	১৩,৭৬৬	১৯,৮৯০
	(১০.২)	(১০.০)	(১৪.১)	(৯.৭)	(১০.১)
১৩. সেতু বিভাগ	২,৮৯৮	৫,৩১৯	৬,০১২	৪,১৭৬	৭,৪৮৫
	(১.০)	(২.৭)	(২.৬)	(২.৯)	(৩.৮)
১৪.অন্যান্য	১০,০৩২	৭,২৪৫	১১,৭৮৯	৮,৮৬৮	৯,৬২১
	(৩.৩)	(৩.৬)	(৫.১)	(৬.২)	(৪.৯)
উপ-মোট:	**৪৯,১১১**	**৩৭,৪৩৮**	**৫৭,৮৪৬**	**২৯,৭৯০**	**৪৮,১৭৩**
	(১৬.৪)	**(১৮.৭)**	**(২৫.২)**	**(২০.৯)**	**(২৪.৫)**
মোট:	**২,৪৮,৫১৯**	**১,৫৭,৭৯৮**	**২,০৫,৩৯৫**	**১,৩২,৬৭০**	**১,৮০,০১৪**
	(৮২.৮)	**(৭৮.৯)**	**(৮৯.৩)**	**(৯৩.২)**	**(৯১.৬)**
১৫. অন্যান্য	**৫১,৪৮১**	**৪২,২০২**	**২৪,৬০৫**	**৯,৬৫৭**	**১৬,৪৭২**
	(১৭.২)	**(২১.১)**	**(১০.৭)**	**(৬.৮)**	**(৮.৪)**
মোট এডিপি:	**৩,০০,০০০**	**২,০০,০০০**	**২,৩০,০০০**	**১,৪২,৩২৭**	**১,৯৬,৪৮৬**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ক-৪: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬	হিসাব ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	**২,৭৯,০০১**	**১,৮৩,৫৭৪**	**২,০৭,৬২৯**	**১,৪৫,৮৯৯**	**১,৫১,৯৯১**	**১,৪৪,৯২৩**	**১,৪২,৫৬৮**
	(২৯.৭৪)	**(২৩.৩০)**	**(২৬.২৮)**	**(২৩.১১)**	**(২৪.৭৯)**	**(২৫.২৫)**	**(২৭.৪১)**
মানব সম্পদ							
১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৫৭,৩০১	৪১,৭৫৩	৪৭,৫৬৩	৩৬,৪৭৪	৩২,২৭৬	৩০,৪৯৬	২৮,৯৭০
	(৬.১১)	(৫.৩০)	(৬.০২)	(৫.৭৮)	(৫.২৬)	(৫.৩১)	(৫.৫৭)
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪৬,৭৩৮	৩১,৭১৯	৩৫,৪০৩	২৫,৮৮৭	২৬,২৩১	২৩,৮১৫	২৩,৪৪০
	(৪.৯৮)	(৪.০৩)	(৪.৪৮)	(৪.১০)	(৪.২৮)	(৪.১৫)	(৪.৫১)
৩. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪৯,৩৮৭	২১,৯৩৪	৩১,০২২	১৪,৭৬৩	১৮,৯৩২	১৭,৬৬৪	২০,৫৮২
	(৫.২৭)	(২.৭৮)	(৩.৯৩)	(২.৩৪)	(৩.০৯)	(৩.০৮)	(৩.৯৬)
৪. অন্যান্য	১,০৬,২৮৬	৬৯,৮৫৩	৭৪,৯৫৭	৫৪,৬৯৩	৫৮,৩০১	৫৭,৭৪৫	৫৫,৬২২
	(১১.৩৩)	(৮.৮৬)	(৯.৪৯)	(৮.৬৬)	(৯.৫১)	(১০.০৬)	(১০.৭০)
উপ-মোট :	**২,৫৯,৭১২**	**১,৬৫,২৫৯**	**১,৮৮,৯৪৫**	**১,৩১,৮১৭**	**১,৩৫,৭৪০**	**১,২৯,৭২০**	**১,২৮,৬১৪**
	(২৭.৬৯)	**(২০.৯৭)**	**(২৩.৯২)**	**(২০.৮৮)**	**(২২.১৪)**	**(২২.৬০)**	**(২৪.৭৩)**
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৮,৯৩৯	৯,২৪৬	৮,৩২২	৭,৩৩২	৬,৪১৫	৫,০১৪	৫,৩১০
	(০.৯৫)	(১.১৭)	(১.০৫)	(১.১৬)	(১.০৫)	(০.৮৭)	(১.০২)
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০,৩৫০	৯,০৬৯	১০,৩৬২	৬,৭৫০	৯,৮৩৬	১০,১৮৯	৮,৬৪৪
	(১.১০)	(১.১৫)	(১.৩১)	(১.০৭)	(১.৬০)	(১.৭৮)	(১.৬৬)
উপ-মোট:	**১৯,২৮৯**	**১৮,৩১৫**	**১৮,৬৮৪**	**১৪,০৮২**	**১৬,২৫১**	**১৫,২০৩**	**১৩,৯৫৪**
	(২.০৬)	**(২.৩২)**	**(২.৩৭)**	**(২.২৩)**	**(২.৬৫)**	**(২.৬৫)**	**(২.৬৮)**
(খ) ভৌত অবকাঠামো	**১,৭৪,৯৮৮**	**১,৬৪,৫১০**	**১,৯০,৩৬০**	**১,৪৮,০৪৭**	**১,৯৩,২০১**	**১,৯০,৬৯৪**	**১,৬৩,৯৬৪**
	(১৮.৬৬)	**(২০.৮৮)**	**(২৪.১০)**	**(২৩.৪৫)**	**(৩১.৫১)**	**(৩৩.২২)**	**(৩১.৫৩)**
কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	২৮,৮৮১	২৪,৮২৫	২৭,২২৪	২৩,৮৯১	৩১,৯৭১	৩২,৫৩১	২১,৩৩৪
	(৩.০৮)	(৩.১৫)	(৩.৪৫)	(৩.৭৮)	(৫.২১)	(৫.৬৭)	(৪.১০)
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০,৫৩৩	১৩,৩৮২	১১,২০৪	১২,২৫৪	১৪,১১৩	১০,৮৮৯	৯,৪০০
	(১.১২)	(১.৭০)	(১.৪২)	(১.৯৪)	(২.৩০)	(১.৯০)	(১.৮১)

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬	হিসাব ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪০,২৪৬	৪৪,২৪৩	৪২,৪৩৩	৩৫,৯৭২	৪২,০২৪	৩৮,৬৬৪	৩৪,০০৩
	(৪.২৯)	(৫.৬১)	(৫.৩৭)	(৫.৭০)	(৬.৮৫)	(৬.৭৪)	(৬.৫৪)
১০. অন্যান্য	৯,৯৭০	৯,৯৩৩	১০,৩০২	৮,১০০	৯,৩৬০	৮,০৮৭	৮,১০৯
	(১.০৬)	(১.২৬)	(১.৩০)	(১.২৮)	(১.৫৩)	(১.৪১)	(১.৫৬)
উপ-মোট:	**৮৯,৬৩০**	**৯২,৩৮৩**	**৯১,১৬৩**	**৮০,২১৭**	**৯৭,৪৬৮**	**৯০,১৭১**	**৭২,৮৪৬**
	(৯.৫৬)	**(১১.৭২)**	**(১১.৫৪)**	**(১২.৭১)**	**(১৫.৯০)**	**(১৫.৭১)**	**(১৪.০১)**
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	**১৭,৩৪৫**	**১৬,৯৫১**	**২২,৫২০**	**২২,১১১**	**২৮,৫৬৮**	**২৭,০৬৫**	**২২,৭৩৮**
	(১.৮৫)	(২.১৫)	(২.৮৫)	(৩.৫০)	(৪.৬৬)	(৪.৭২)	(৪.৩৭)
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	৩৬,৯১৮	২৫,৬৮৫	৩৮,৪৯৬	১৮,০৩০	২৪,৮১৯	৩১,৭০৫	৩০,১৫৮
	(৩.৯৪)	(৩.২৬)	(৪.৮৭)	(২.৮৬)	(৪.০৫)	(৫.৫২)	(৫.৮০)
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৯,৯৪০	৯,১৫৩	১১,৯৪৪	৬,৮৫০	১৪,৭৩৬	১৪,৬৯৩	১৪,৮০০
	(১.০৬)	(১.১৬)	(১.৫১)	(১.০৯)	(২.৪০)	(২.৫৬)	(২.৮৫)
১৩. সেতু বিভাগ	২,৯০৮	৫,৩২৬	৬,০২২	৪,১৭৯	৭,৪৮৯	৬,৯৪৭	৫,৫৭১
	(০.৩১)	(০.৬৮)	(০.৭৬)	(০.৬৬)	(১.২২)	(১.২১)	(১.০৭)
১৪. অন্যান্য	১০,৯৬৪	৮,১২৮	১২,৭৩৪	১০,৪৩৮	১০,৬১১	৯,৮৪১	৮,৫১০
	(১.১৭)	(১.০৩)	(১.৬১)	(১.৬৫)	(১.৭৩)	(১.৭১)	(১.৬৪)
উপ-মোট:	**৬০,৭৩০**	**৪৮,২৯২**	**৬৯,১৯৬**	**৩৯,৪৯৭**	**৫৭,৬৫৫**	**৬৩,১৮৬**	**৫৯,০৩৯**
	(৬.৪৭)	**(৬.১৩)**	**(৮.৭৬)**	**(৬.২৬)**	**(৯.৪০)**	**(১১.০১)**	**(১১.৩৫)**
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৭,২৮৩	৬,৮৮৪	৭,৪৮১	৬,২২২	৯,৫১০	১০,২৭২	৯,৩৪১
	(০.৭৮)	(০.৮৭)	(০.৯৫)	(০.৯৯)	(১.৫৫)	(১.৭৯)	(১.৮০)
(গ) সাধারণ সেবা	**২,৪৫,১১৭**	**২,১০,৬১৫**	**১,৭৮,৫১৭**	**১,০২,২৯৭**	**১,০৭,৪০৮**	**৯২,৭০৭**	**১,০৩,৫৮৪**
	(২৬.১৩)	**(২৬.৭৩)**	**(২২.৬০)**	**(১৬.২০)**	**(১৭.৫২)**	**(১৬.১৫)**	**(১৯.৯২)**
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	**৩৩,৭৬৪**	**৩৩,৬২৯**	**৩৩,৫৪২**	**২৯,২৪৪**	**২৮,৭০১**	**২৫,৭৮৮**	**২৬,২৭১**
	(৩.৬০)	(৪.২৭)	(৪.২৫)	(৪.৬৩)	(৪.৬৮)	(৪.৪৯)	(৫.০৫)
১৬. অন্যান্য	২,১১,৩৫৩	১,৭৬,৯৮৬	১,৪৪,৯৭৫	৭৩,০৫৩	৭৮,৭০৭	৬৬,৯১৯	৭৭,৩১৩
	(২২.৫৩)	(২২.৪৬)	(১৮.৩৫)	(১১.৫৭)	(১২.৮৪)	(১১.৬৬)	(১৪.৮৭)
মোট:	**৬৯৯,১০৬**	**৫,৫৮,৬৯৯**	**৫,৭৬,৫০৬**	**৩,৯৬,২৪৩**	**৪,৫২,৬০০**	**৪,২৮,৩২৪**	**৪,১০,১১৬**

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬	হিসাব ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(৭৪.৫)	**(৭০.৯)**	**(৭৩.০)**	**(৬২.৮)**	**(৭৩.৮)**	**(৭৪.৬)**	**(৭৮.৯)**
(ঘ) সুদ পরিশোধ	১,২৭,৫০০	১,২৭,০০০	১,২২,০০০	১,৩৬,১২৩	১,১৪,৬৬২	৯২,১১৬	৭৭,৮২৩
	(১৩.৫৯)	(১৬.১২)	(১৫.৪৪)	(২১.৫৬)	(১৮.৭০)	(১৬.০৫)	(১৪.৯৬)
(ঙ) পিপিই, ভর্তুকি ও দায়	৯৫,২০৯	৯৬,৭০১	৮২,৪২০	৯৮,৩৯৬	৫৫,৫৫২	৫৪,০৮২	৩৪,৭৮৬
	(১০.১৫)	(১২.২৭)	(১০.৪৩)	(১৫.৫৯)	(৯.০৬)	(৯.৪২)	(৬.৬৯)
(চ) নিট ঋণ দান ও অন্যান্য দায়	১৬,১৮৫	৫,৬০০	৯,০৭৪	৫১৪	-৯,৭৩২	-৫৬২	-২,৬৭০
	(১.৭৩)	(০.৭১)	(১.১৫)	(০.০৮)	(-১.৫৯)	(-০.১০)	(-০.৫১)
মোট বাজেট:	**৯,৩৮,০০০**	**৭,৮৮,০০০**	**৭,৯০,০০০**	**৬,৩১,২৭৬**	**৬,১৩,০৮২**	**৫,৭৩,৯৬০**	**৫,২০,০৫৫**

উৎস: অর্থ বিভাগ, বন্ধনিতে মোট বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ক-৫: মন্ত্রণালয়ভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬
১	২	৩	৪	৫
১০১	রাষ্ট্রপতির কার্যালয়	৩৪	৩০	৩৪
১০২	জাতীয় সংসদ	২৯১	২৪৯	২৩২
১০৩	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	৩,৮৪৬	৩,৪৮৫	৩,৫৫৬
১০৪	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১০৫	১৩২	১১৬
১০৫	বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট	২৯১	২৭০	২৫০
১০৬	নির্বাচন কমিশন সচিবালয়	৪,৪০১	৪,৩৪৬	২,৯৫৬
১০৭	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৫,০৬৭	৪,৬১০	৫,০১৯
১০৮	বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন	১৩৮	১৭৯	১৪৯
১০৯	অর্থ বিভাগ	৩,১৯,৮০২	২,৮৯,৯৯৮	২,৬১,৩৮৩
১১০	বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়	৩৭৭	২৩৭	২৮৪
১১১	অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ	৪,৬৫৬	২,৯৬৫	৩,১২৬
১১২	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	৩,৫৬৬	৫,২১২	৩,৫২১
১১৩	অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ	২৩,২৪৯	২২,৬২৮	২২,৫৮৪
১১৪	পরিকল্পনা বিভাগ	৩৬,২৫১	২৮,৪০২	১০,৯০৬
১১৫	বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	২৩১	২০৫	১৮৩
১১৬	পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ	৬৭২	৪১৭	৪৬৭
১১৭	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৩২৮	৯১০	৬০৮
১১৮	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১,৮৪৪	১,৭৬৪	১,৭০৪
১১৯	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	৪২,৪৯৭	৪০,৬৬২	৪০,৮৫১
১২০	সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ	৪৪	৪০	৪৭
১২১	আইন ও বিচার বিভাগ	২,১৮৮	২,১৬০	২,০৭৫
১২২	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	৩১,০৯৯	২৭,১৭৩	২৭,০০১
১২৩	লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ	৪৯	৪৮	৪৭
১২৪	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৪৬,৭৩৮	৩১,৭১৯	৩৫,৪০৩
১২৫	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৫৭,৩০২	৪১,৭৫৪	৪৭,৫৬৪
১২৬	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	১৮,১১৫	১২,৭০৪	১২,৮৬৯
১২৭	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৪৯,৩৮৭	২১,৯৩৪	৩১,০২২
১২৮	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	২,০৪৯	২,৮৬৬	২,১৪৪
১২৯	সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	৩০,৪৪৩	১৩,৪৫৩	১৩,৯৯১

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬
১	২	৩	৪	৫
১৩০	মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৫,১৯৬	৫,৩৭১	৫,০৭৮
১৩১	শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৪৬৭	৩৮৯	৪৩৮
১৩২	গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৫,০৭৯	৪,৮২২	৫,১১০
১৩৩	তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়	১,১৯০	১,২২৩	১,১১০
১৩৪	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৮২৬	৭৫৩	৮২৪
১৩৫	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	২,৯৫৫	২,৪০৩	২,১৮৩
১৩৬	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	২,৫৮৬	১,৮০৪	২,৪২৩
১৩৭	স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪০,২৪৬	৪৪,২৪৩	৪২,৪৩৩
১৩৮	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ	১,১০৬	৯৯০	১,১০০
১৩৯	শিল্প মন্ত্রণালয়	১,৬৯২	১,৫৮২	১,৮৯১
১৪০	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	৮৮০	৯৩১	৮৫৫
১৪১	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	৫১২	৪৮০	৪৮০
১৪২	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ	২,৩৪৯	১,৩৬৬	২,১৭৮
১৪৩	কৃষি মন্ত্রণালয়	২৮,৮৮১	২৪,৮২৫	২৭,২২৪
১৪৪	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	২,৭২৮	৩,৩৪৬	৩,৩৯২
১৪৫	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	২,২৪০	১,৮৩৭	২,১৪৪
১৪৬	ভূমি মন্ত্রণালয়	২,৪৩৯	২,৪০১	২,৩০৪
১৪৭	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১০,৫৩৩	১৩,৩৮২	১১,২০৪
১৪৮	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১১,৭২৬	৮,৯৫৫	৯,০০৪
১৪৯	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০,৩৫০	৯,০৬৯	১০,৩৬২
১৫০	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	৩৬,৯১৮	২৫,৬৮৫	৩৮,৪৯৬
১৫১	রেলপথ মন্ত্রণালয়	৯,৯৪০	৯,১৫৩	১১,৯৪৪
১৫২	নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়	৯,০৮০	৬,৮২৮	১০,২৭৯
১৫৩	বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়	১,৮৮৪	১,৩০০	২,৪৫৫
১৫৪	ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ	২,১৪১	১,৯৮৭	২,১৪৮
১৫৫	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়	১,৪৫৭	১,৩৫৯	১,৩৬২
১৫৬	বিদ্যুৎ বিভাগ	১৪,৯৯৬	১৫,৫৮৬	২০,৩৪২
১৫৭	মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৭,৫১৫	৭,৪৫২	৭,৩৩০
১৫৮	দুর্নীতি দমন কমিশন	১৯৭	২০৩	১৯১
১৫৯	সেতু বিভাগ	২,৯০৮	৫,৩২৬	৬,০২২
১৬০	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	১৮,৪৫৭	১২,৩৯৬	১২,৬৭৮

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ কোড	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৬-২৭	সংশোধিত ২০২৫-২৬	বাজেট ২০২৫-২৬
১	২	৩	৪	৫
১৬১	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০	৩,৮৮০	৪,০৩৮
১৬২	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ	১৩,৪৬৬	৬,১২১	১০,৮৮৬
	মোট:	**৯,৩৮,০০০**	**৭,৮৮,০০০**	**৭,৯০,০০০**

উৎস: অর্থ বিভাগ।

পরিশিষ্ট খ

সারণি ১: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করমুক্ত আয়ের সীমা

করদাতার ধরন	২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮ করবর্ষ	২০২৮-২০২৯ ও ২০২৯-২০৩০ করবর্ষ	২০৩০-২০৩১ করবর্ষ
সাধারণ করদাতা	৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	৪ লক্ষ টাকা	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৫ লক্ষ টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৬ লক্ষ টাকা
জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ আহত গেজেটভুক্ত "জুলাই যোদ্ধা" করদাতা	৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৬ লক্ষ টাকা
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
• কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশী হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এই সুবিধা প্রাপ্য হবেন।			

সারণি-২: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের জন্য করধাপ ও করহার

২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮ করবর্ষ		২০২৮-২০২৯ ও ২০২৯-২০৩০ করবর্ষ		২০৩০-২০৩১ করবর্ষ	
করধাপ	**করহার**	**করধাপ**	**করহার**	**করধাপ**	**করহার**
৩,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৪,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৪,৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা	১০%	পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা	১০%	পরবর্তী ৩,০০,০০০/- টাকা	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা	১৫%	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা	১৫%	পরবর্তী ৪,০০,০০০/- টাকা	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা	২০%	পরবর্তী ৫,০০,০০০/- টাকা	২০%
পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা	২৫%	পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা	২৫%	পরবর্তী ২০,০০,০০০/- টাকা	২৫%
অবশিষ্ট টাকার ওপর	৩০%	পরবর্তী ২,৬৪,০০,০০০/- টাকা	৩০%	পরবর্তী ২,৬৩,৫০,০০০/- টাকা	৩০%
		অবশিষ্ট টাকার উপর	৩৫%	অবশিষ্ট টাকার উপর	৩৫%

সারণী-৩: কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ফার্ম, ট্রাস্ট ও অন্যান্য করদাতার করহার

স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির করদাতা ব্যতীত কোম্পানি, ব্যক্তিসংঘ, ফার্ম, ট্রাস্ট ও অন্যান্য করদাতার জন্য ২০২৬-২০২৭, ২০২৭-২০২৮, ২০২৮-২০২৯, ২০২৯-২০৩০ ও ২০৩০-২০৩১ করবর্ষের করহার উপস্থাপন করা হলো-

বিবরণ	কর হার	শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে কর রেয়াত পরবর্তী করহার
Publicly traded company যাদের পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ১০% শেয়ার IPO (Initial Public Offering) বা Direct Listing এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে-	২২.৫%	তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২০% হবে;
আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানি	২৭.৫%	তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করিলে উপরিউক্ত করহার উক্ত আয়ের ২৫% হবে;
পাবলিকলি ট্রেডেড-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি	৩৭.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ-ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি	৪০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫% +সারচার্জ ২.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি	৪৫%	তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকতে পারবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করত: Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হবে ৪০%:

		আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি ইহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering (IPO) এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করবে;
কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘ নহে, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এরূপ অন্যান্য সকল করদাতা	৩০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
কোম্পানি নহে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক এইরূপ করদাতার উক্ত ব্যবসায় হইতে অর্জিত আয়	৪৫% +সারচার্জ ২.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
ট্রাস্ট, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ	২৭.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
সমবায় সমিতি	২০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ	১০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়

পরিশিষ্ট গ

সারণি-১(ক): ৬৯ টি পণ্যের কাস্টমস ডিউটি (CD) হ্রাস করার সুপারিশ

HS Code	Description of Goods	Existing CD (%)	Proposed CD (%)
0105.11.90	Live Fowls Gallus, Domesticus<=185g, Excl.Parent Stock of One Day Chic	25	15
0105.12.90	Live Turkeys Weighing <=185g, (Excl.Parent Stock Of One Day Chick)	25	15
0105.13.90	Other ducks	25	15
0105.14.90	Other Geese	25	15
0105.94.00	Fowls of the species Gallus domesticus	25	15
0105.99.00	Live Ducks, Geese, Turkeys And Guinea Fowls Weighing >185g	25	15
0106.33.00	Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae)	25	15
0206.10.90	Fresh Or Chilled Edible Offal Of Bovine Animals, Nes	25	15
0206.21.90	Frozen Bovine Tounge, Nes	25	15
0206.22.90	Frozen Bovine Livers, Nes	25	15
0206.29.90	Frozen Edible Bovine Offal (Excl. Tongues And Livers), Nes	25	15
0207.13.90	Fresh Or Chilled Cuts And Offal Of Chickens, Nes	25	15
0207.14.10	Frozen Cuts And Offal Of Chicken, Wrapped/Canned upto 2.5 kg	25	15
0210.99.90	Meat And Edible Meat Offal,Salted,In Brine,Dried Or Smoked,Other, Nes	25	15
0302.11.90	Fresh Or Chill. Trout (Excl. Livers & Roes),Nes	25	15
0302.21.90	Fresh Or Chilled Halibut (Excl. Livers & Roes),NES	25	15
0302.24.90	Other Turbots (Psetta maxima)	25	15
0303.31.90	Frozen Halibut (Excl. Livers & Roes),nes	25	15
0303.65.90	Coalfish (Pollachius virens), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg	25	15

HS Code	Description of Goods	Existing CD (%)	Proposed CD (%)
0303.67.10	Alaska Pollack (Theraga chalcogramma)Wrapped/canned upto 2.5 Kg	25	15
0303.67.90	Other Alaska Pollack (Theraga chalcogramma)	25	15
0303.89.90	Other fish, excluding livers and roes : Other	25	15
0303.91.90	Livers, roes and milt : Other	25	15
0305.20.90	Livers And Roed, Dried,Smoked,Salted Or In Brine,Nes	25	15
0305.32.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, .., EXCL.Wrappe	25	15
0305.53.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrou	25	15
0305.61.90	Herrings Salted Or In Brine But Not Dried Or Smoked, Nes	25	15
0305.69.90	Other Fish,Nes,Salted Salted Or In Brine But Not Dried Or Smoked, Nes	25	15
0305.71.90	Other Shark fins	25	15
0305.72.10	Fish heads, tails and maws Wrapped/canned upto 2.5 Kg	25	15
0305.72.90	Other Fish heads, tails and maws	25	15
0305.79.90	Other edible fish offal :	25	15
0306.14.00	Frozen Crabs	25	15
0306.19.00	Frozen Crustaceans,Nes (Incl.Flours/Meals/Pellets)Fit For Human Consu	25	15
0306.99.90	Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for hu	25	15
0307.11.10	Oysters, Live, fresh or chilled, Wrapped/canned upto 2.5 Kg	25	15
0307.11.90	Oysters, Live, fresh or chilled, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg	25	15
0307.12.10	Oysters, Frozen, Wrapped/canned upto 2.5 kg	25	15
0307.12.90	Oysters, Frozen, Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg	25	15

HS Code	Description of Goods	Existing CD (%)	Proposed CD (%)
0307.21.10	Scallops, Live, Fresh Or Chilled Wrapped/Canned Upto 2.5kg	25	15
0307.21.90	Scallops, Live, Fresh Or Chilled,Nes	25	15
0307.22.10	Scallops, including queen scallops, .. frozen Wrapped/canned upto 2.5	25	15
0307.29.90	Other Live, Fresh Or Chilled, Nes	25	15
0307.31.10	Mussels,Live,Fresh Or Chilled Wrapped/Canned upto 2.5kg	25	15
0307.31.90	Mussels, Live, Fresh Or Chilled,Nes	25	15
0307.39.90	Other live,fresh or chilled mussels(excl.mytilus spp.,perna spp.),nes	25	15
0307.49.90	Oth.cuttle fish(excl.sepia officinalis,rossia macrosoma,sepiola ..),n	25	15
0307.60.90	Snails, Other Than Sea Snails,Nes	25	15
0307.71.90	Live, fresh or chilled Clams, cockles and ark shells .., Solecurtid	25	15
0307.72.10	Clams, cockles and ark shells......, Donacidae, Hi, Frozen, Wrapped/c	25	15
0307.79.90	Other Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, . and Veneri	25	15
0307.82.10	Live, fresh or chilled stromboid conchs (Strombus spp.)	25	15
0307.84.10	Frozen stromboid conchs (Strombus spp.) Wrapped/canned upto 2.5 kg	25	15
0307.91.90	Aquantic Invert.(Excl. Crustaceans),Live,Fresh Or Chilled,Nes(Excl.Wr	25	15
0307.99.10	Oth.,incl.flours,meals and pellets of aquatic.,not fresh or chilled,w	25	15
0307.99.90	Oth.,incl. Flours, meals and pellets of aquatic..,not fresh or chille	25	15
3703.10.00	Photographic paper, paperboard and textiles..,in rolls of a width exc	25	5
3703.20.00	Color Photography Paper	10	5
3703.90.00	Other photographic paper..,(excl.in rolls..,for colour photography(po	25	5
3706.10.90	Other Cinematograph Film, Exposed And Developed, Width >=35mm	25	5

HS Code	Description of Goods	Existing CD (%)	Proposed CD (%)
3706.90.90	Other Cinematograph Film, Exposed And Developed, Width <35mm	25	5
3806.20.00	Salts Of Resin/Res.Acids Or Of Deriv'S Rosin/Resin Acids,Excl.Rosin A	25	15
4421.20.00	Statuettes and other ornaments : Coffins	25	10
7011.10.00	Glass envelopes (incl.bulbs and tubes),open and glass parts..,for ele	25	10
8528.42.00	Capable of directly connecting to and designed for use with an automa	25	5
8539.21.90	Other Tungsten Halogen Filament Lamps (Excl.Ultra-Violet Or Infra-Red	25	5
8545.19.90	Carbon electrodes (excl. for furnaces), nes	25	10
8545.20.00	Carbon Brushes	25	10
8545.90.90	Articles Of Graphite Or Other Carbon, Nes, For Electrical Purposes, N	25	10

সারণি-১(খ): ৯ টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক প্রত্যাহার করার সুপারিশ

HSCODE	DESCRIPTION	Existing SD Rate	Proposed SD Rate
0206.10.90	Fresh Or Chilled Edible Offal of Bovine Animals, Nes	10	0
0206.21.90	Frozen Bovine Tongue, Nes	10	0
0206.22.90	Frozen Bovine Livers, Nes	10	0
0206.29.90	Frozen Edible Bovine Offal (Excl. Tongues and Livers), Nes	10	0
0207.41.90	Other meat and edible offal of not cut in pieces, fresh or chilled	10	0
0207.42.10	Meat and edible offal of not cut in pieces, frozen of ducks	10	0
8527.21.00	Combined with sound recording or reproducing apparatus	10	0
8527.91.00	Combined with sound recording or reproducing apparatus	10	0
8539.21.90	Other Tungsten Halogen Filament Lamps (Excl.Ultra-Violet or Infra-Red	10	0

সারণি-১(গ): ১১৩ টি পণ্যের রেগুলেটরি ডিউটি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব

Sl. No.	HSCODE	DESCRIPTION
1	0105.11.90	Live Fowls Gallus,Domesticus<=185g, Excl.Parent Stock Of One Day Chic
2	0105.12.90	Live Turkeys Weighing <=185g, (Excl.Parent Stock Of One Day Chick)
3	0105.13.90	Other ducks
4	0105.14.90	Other Geese
5	0105.94.00	Fowls of the species Gallus domesticus
6	0105.99.00	Live Ducks, Geese, Turkeys And Guinea Fowls Weighing >185g
7	0106.33.00	Ostriches; emus (Dromaius novaehollandiae)
8	0206.10.90	Fresh Or Chilled Edible Offal Of Bovine Animals, Nes
9	0206.21.90	Frozen Bovine Tounge, Nes
10	0206.22.90	Frozen Bovine Livers, Nes
11	0206.29.90	Frozen Edible Bovine Offal (Excl. Tongues And Livers), Nes
12	0210.99.90	MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL,SALTED,IN BRINE,DRIED OR SMOKED,OTHER, Nes
13	0302.11.90	Fresh Or Chill. Trout (Excl. Livers & Roes),Nes
14	0302.21.90	Fresh Or Chilled Halibut (Excl. Livers & Roes),NES
15	0302.24.90	Other Turbots (Psetta maxima)
16	0303.31.90	Frozen Halibut (Excl. Livers & Roes),nes
17	0303.65.90	Coalfish (Pollachius virens), EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
18	0303.67.10	Alaska Pollack (Theraga chalcogramma)Wrapped/canned upto 2.5 Kg
19	0303.67.90	Other Alaska Pollack (Theraga chalcogramma)
20	0303.89.90	Other fish, excluding livers and roes :Wrapped/canned upto 2.5 Kg
21	0303.91.90	Livers, roes and milt Wrapped/canned upto 2.5 kg
22	0305.32.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, .., EXCL.Wrappe
23	0305.53.90	Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrou
24	0305.71.90	Other Shark fins
25	0305.72.10	Fish heads, tails and maws Wrapped/canned upto 2.5 Kg
26	0305.72.90	Other Fish heads, tails and maws

Sl. No.	HSCODE	DESCRIPTION
27	0305.79.90	Other edible fish offal :
28	0306.14.00	Frozen Crabs
29	0306.19.00	Frozen Crustaceans,Nes (Incl.Flours/Meals/Pellets)Fit For Human Consu
30	0306.99.90	Other, including flours, meals and pellets of crustaceans, fit for hu
31	0307.11.10	Oysters, Live, fresh or chilled, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
32	0307.11.90	Oysters, Live, fresh or chilled, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
33	0307.12.10	Oysters, Frozen, Wrapped/canned upto 2.5 kg
34	0307.12.90	Oysters, Frozen, Excl. Wrapped/canned upto 2.5 kg
35	0307.21.10	Scallops, Live, Fresh Or Chilled Wrapped/Canned Upto 2.5kg
36	0307.21.90	Scallops, Live, Fresh Or Chilled,Nes
37	0307.22.10	Scallops, including queen scallops, .. frozen Wrapped/canned upto 2.5
38	0307.29.90	OTHER LIVE, FRESH OR CHILLED, NES
39	0307.31.10	Mussels,Live,Fresh Or Chilled Wrapped/Canned upto 2.5kg
40	0307.31.90	Mussels, Live, Fresh Or Chilled,Nes
41	0307.39.90	OTHER LIVE,FRESH OR CHILLED MUSSELS(EXCL.MYTILUS SPP.,PERNA SPP.),NES
42	0307.49.90	OTH.CUTTLE FISH(EXCL.SEPIA OFFICINALIS,ROSSIA MACROSOMA,SEPIOLA ..),N
43	0307.60.90	SNAILS, OTHER THAN SEA SNAILS,NES
44	0307.71.90	Live, fresh or chilled Clams, cockles and ark shells .., Solecurtid
45	0307.72.10	Clams, cockles and ark shells......, Donacidae, Hi, Frozen, Wrapped/c
46	0307.79.90	Other Clams, cockles and ark shells (families Arcidae, . and Veneri
47	0307.82.10	Live, fresh or chilled stromboid conchs (Strombus spp.)
48	0307.84.10	Frozen stromboid conchs (Strombus spp.) Wrapped/canned upto 2.5 kg
49	0307.91.90	Aquantic Invert.(Excl. Crustaceans),Live,Fresh Or Chilled,Nes(Excl.Wr

Sl. No.	HSCODE	DESCRIPTION
50	0307.99.10	OTH.,INCL.FLOURS,MEALS AND PELLETS OF AQUATIC.,NOT FRESH OR CHILLED,W
51	0307.99.90	OTH.,INCL. FLOURS, MEALS AND PELLETS OF AQUATIC..,NOT FRESH OR CHILLE
52	3703.10.00	PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES..,IN ROLLS OF A WIDTH EXC
53	3703.90.00	OTHER PHOTOGRAPHIC PAPER..,(EXCL.IN ROLLS..,FOR COLOUR PHOTOGRAPHY(PO
54	3706.10.90	Other Cinematograph Film, Exposed And Developed, Width >=35mm
55	3706.90.90	Other Cinematograph Film, Exposed And Developed, Width <35mm
56	3806.20.00	Salts Of Resin/Res.Acids Or Of Deriv'S Rosin/Resin Acids,Excl.Rosin A
57	4421.20.00	Statuettes and other ornaments : Coffins
58	7011.10.00	GLASS ENVELOPES (INCL.BULBS AND TUBES),OPEN AND GLASS PARTS..,FOR ELE
59	8528.42.00	Capable of directly connecting to and designed for use with an automa
60	8539.21.90	Other Tungsten Halogen Filament Lamps (Excl.Ultra-Violet Or Infra-Red
61	8545.19.90	Carbon electrodes (excl. for furnaces), nes
62	8545.20.00	Carbon Brushes
63	8545.90.90	Articles Of Graphite Or Other Carbon, Nes, For Electrical Purposes, N
64	8706.00.39	Chassis fitted with engines, ...For vehicle of a cylinder capacity >4000cc
65	8806.10.00	Unmanned aircraft: Designed for the carriage of passengers
66	8806.22.00	Oth,for rmt-ctrl.flight only: With maximum take-off weight>250g but <
67	8806.23.00	Oth,for rmt-ctrl.flight only: With maximum take-off weight >7 kg but
68	8806.24.00	Oth,for rmt-ctrl.flight only: With maximum take-off weight>25 kg but
69	8806.29.00	Other, for remote-controlled flight only : OTHER
70	8806.92.00	OTHER: With maximum take-off weight>250g but <7 kg
71	8806.94.00	OTHER: With maximum take-off weight >7 kg but <150 kg

Sl. No.	HSCODE	DESCRIPTION
72	8806.99.00	OTHERS: NES
73	8901.10.10	Vessels capa. <=3000 DWT for regi. Bangladesh oper. in ocean at least
74	8901.20.10	Vessels capa.=<3000 DWT for regi.in BD operating in ocean at least 3
75	8901.90.10	Vessels capa. <=3000 DWT for regi.in BD operating in ocean at least 3
76	8903.11.00	Fitted or dsgn. to be fitted with a motor,unladen (net) weight (ex. t
77	8903.12.00	Not designed for use with a motor and unladen (net) weight not exceed
78	8903.19.00	Inflatable (including rigid hull inflatable) boats : OTHER
79	8903.21.00	Sailboats, oth than inflatable, with or without auxiliary motor, Of a
80	8903.22.00	Sailboats,oth than inflatable,with/without auxiliary motor:Of a lengt
81	8903.31.00	Motorboats, other than inflatable, not including outboard motorboats:
82	8903.32.00	Motorboats,oth than inflatable, not incl. outboard motorboats: Of a l
83	8903.93.00	Yachts and oth vessels for pleasure or sports; rowing boats canoes,O
84	8903.99.00	Other Vessels For Pleasure Or Sports, Nes; Rowing Boats And Canoes
85	9201.10.00	Upright Pianos
86	9201.20.00	Grand Pianos
87	9201.90.00	Other Automatic Pianos, Harpsichords And Other Keyboard Instruments,
88	9202.10.00	String Musical Instruments Played With A Bow
89	9202.90.00	Other String Musical Instruments, Nes
90	9205.10.00	Wind musical instruments, Brass-wind instruments
91	9205.90.00	Wind musical instruments, (EXCL. Brass-wind instruments)
92	9206.00.00	Percussion Musical Instruments (Eg Drums, Xylophones, Cymbals, Etc)
93	9207.10.00	Keybrd.Instrmnts.With Elec.Produced Or Amplified Sound Oth.Than Accor
94	9207.90.00	Oth.Musical Instruments,Nes,With Electrically Produced Or Amplified S

Sl. No.	HSCODE	DESCRIPTION
95	9208.10.00	Musical Boxes
96	9208.90.00	Fairground Organs, Etc; Decoy Calls Of All Kinds; Whistles, Etc
97	9209.30.00	Musical Instrument Strings
98	9209.91.00	Parts And Accessories For Pianos
99	9209.92.00	Parts And Accessories For The Musical Instruments Of 92.02
100	9209.94.00	Parts And Accessories For The Musical Instruments Of 92.07
101	9209.99.00	Parts And Accessories Of Other Musical Instruments, Nes
102	9701.10.00	Paintings, Drawings And Pastels Executed Enti
103	9701.21.00	Of an age exceeding 100 years : Painting, drawings and pastels
104	9701.29.00	Of an age exceeding 100 years : OTHER
105	9701.90.00	Collages And Similar Decorative Plaques, Exec
106	9701.91.00	Painting, drawings and pastels
107	9701.99.00	Other,nes
108	9702.10.00	Original engravings, prints & lithographs... Of an age exceeding 100
109	9702.90.00	Original engravings, prints and lithographs, NES
110	9703.00.00	Original Sculptures And Statuary, In Any Mate
111	9703.10.00	Original sculptures and statuary, in an material, Of an age exceeding
112	9703.90.00	Original sculptures and statuary, in an material, NES
113	9704.00.00	Postage Or Revenue Stamps..., First-Day Covers, Etc

সারণি-১(ঘ): আমদানি পর্যায়ে মূসক আরোপের প্রস্তাব

Heading	HS Code	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
07.09	0709.99.90	Other: Sweet corn
07.12	0712.90.10	Other vegetables; mixtures of vegetables: Sweet corn
08.01	0801.31.90	Other Cashew nuts in shell
26.01	2601.11.00	Iron Ore
	2601.12.00	
	2601.20.00	
39.14	3914.00.00	Ion-exchangers based on polymers of 39.01 to 39.13, in primary forms
39.16	3916.90.20	Fibre re-inforced polymer (FRP) sticks and profile shapes
39.17	3917.29.10	Other: hoses for gas cylinder
39.26	3926.90.92	কম্পোজিট এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার
40.11	4011.70.10	Tyre used on agricultural tractors
40.13	4013.90.10	Inner tubes or rubber used on tractors
40.16	4016.99.20	Rubber bearing
47.03	4703.29.00	উডপাল্প (কেবল ভ্যাট নিবন্ধিত থার্মোসেটিং মোল্ডিং কম্পাউন্ড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)
70.19	7019.90.20	কম্পোজিট এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার
71.02	7102.21.00	Unworked or simply sawn, cleaved or bruted.
85.17	8517.62.40	Grandmaster clock; modulator; multiplexer; optical fibre platform
85.27	8527.12.00	টু-ইন-ওয়ান (সম্পূর্ণ তৈরি অবস্থায়) [কেবলমাত্র বিদ্যমান অপর্যটক যাত্রী ব্যাগেজ বিধিমালা, ২০২৪ এর আওতায় আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য]
86.09	8609.00.10	Insulated or refer container
	8609.00.90	Other container

সারণি-২: পণ্যের ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণের প্রজ্ঞাপনে প্রস্তাবিত সংশোধন

যে সকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Heading	HS Code	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
22.02	2202.91.00	Non-alcoholic beer
	2202.99.00	Energy drink Other than energy drink
27.10	2710.19.41	Heavy normal paraffin
	2710.19.49	
	2710.19.51	Liquid paraffin in drum
	2710.19.59	
	2710.19.61	Other paraffin
54.07 59.03	All H.S. Code	Polyester interlining/ interlining
63.04	All H.S. Code	Other furnishing articles, excluding those of heading 94.04.
		Mosquito Net
70.06	7006.00.00	Glass Of 70.03, 70.04 Or 70.05, Bent, Edge-Worked, Engraved, Etc.
72.24	All H.S. Code	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel
76.04	All H.S. Code	Aluminum bars, rods & profiles
84.14	8414.30.90	Compressors of a kind used in refrigerator :
		without Inverter
		with Inverter PCB
	8414.80.49	Compressors of a kind used in Air Conditioner :
		without Inverter
		with Inverter PCB
85.06	8506.10.00	Dry cell Battery:
		D size (non-alkaline)
		C size (non-alkaline)
		AA size (non-alkaline)
		AAA size (non-alkaline)
		AA size (alkaline)
		AAA size (alkaline)
		Other size (alkaline)

Heading	HS Code	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
	8506.50.00	Lithium battery
	8506.60.10	Air-Zinc battery
	8506.60.90	
85.16	8516.31.00	Hair dryers
	8516.32.00	Other hair dressing apparels:
	8516.40.90	Electric Smoothing irons (other)
	8516.71.00	Coffee or tea maker
	8516.72.00	Toasters
85.17	8517.13.00	Smart Phones
		1. Display up to 4.5"
		up to [8GB ROM + 1GB RAM]
		above [8GB ROM +1GB RAM]
		2. Display above 4.5"
		up to [8GB ROM + 1GB RAM]
		above [8GB ROM +1GB RAM]
	8517.14.00	Cellular (Mobile/Fixed Wireless) Telephone Set Excl. Smart Phone
87.12	All H.S. Code	Bicycle/bicycle parts:
87.15		Steel
		Alloy

যে সকল পণ্যের ন্যুনতম মূল্য হ্রাস করা হয়েছে:

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.04	3304.10.00	Lipstick	kg	40.00	30.00
	3304.99.10	Face and/or skin cream	kg	20.00	14.00
	3304.99.20	Moisture lotion	kg	10.00	7.00
	3304.99.90	Facewash	kg	10.00	7.00
34.01	3401.19.00 3401.20.00 3401.30.00	Facewash	kg	10.00	7.00
	8301.40.90	Door locks	kg	5.00	4.00

ন্যুনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে এমন পণ্যের তালিকা :

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
04.09	0409.00.10	Natural honey: Wrapped/Canned up to 2.5kg	kg	5.00	7.00
	0409.00.90	Natural honey: Other	kg	3.00	5.00
08.02	0802.80.10 0802.80.90	Areca nuts:			
		Fresh Green:			
		Whole	kg	1.25	1.50
		Split	kg	1.50	1.75
		Areca nuts Dried:			
		Split	kg	2.00	2.25
	0802.99.11 0802.99.19	Betel nuts:			
		Fresh Green:			
		Whole	kg	1.25	1.50
		Split	kg	1.50	1.75
		Betel nuts Dried:			
		Split	kg	2.00	2.25

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
	0802.99.12	Semi processed betel nuts	kg	2.00	2.25
17.04	1704.10.10 1704.10.90 1704.90.10 1704.90.90	Sugar confectionery (including white chocolate) not containing cocoa	kg	3.00	4.00
19.04	All H.S. Codes	Prepared foods	kg	2.50	3.00
21.01	All H.S. Codes	Coffee imported in retail pack	kg	7.00	10.00
25.17	2517.10.90	Pakur Stone Chips			
		Imported by Railway	MT	11.50	13.50
		Imported by Road	MT	13.00	15.00
33.04	3304.10.00	Lip liner, Lip gloss, Lip gel and like products	kg	20.00	30.00
33.07	3307.10.00	Foam	kg	3.00	4.00
52.08	All H.S. Code (Excluding 5208.52.00, 5208.59.00)	Cotton/ Shirting fabrics	kg	3.00	4.00
54.07	All H.S. Code	Panting fabrics	kg	4.00	5.00
		Shirting fabrics	kg	3.75	4.50
55.16	All H.S. Code	Rayon fabrics	kg	3.00	4.00
58.01	All H.S. Code	Chenille/curtain fabrics	kg	4.25	5.00
58.04	All H.S. Code	Net fabrics	kg	3.00	4.00
59.03	All H.S. Code	Woven fabrics coated with plastic/PVC coated textile fabrics	kg	2.00	2.25
		PVC canvas fabrics	kg	2.00	2.25
60.01	All H.S. Code	Upholstery velvet fabrics	kg	4.25	5.00
60.05	All H.S. Code	Knit fabrics	kg	3.00	4.00
68.05		Natural or artificial abrasive powder or grain:			
	6805.10.00	On a base of woven textile fabric only	kg	3.00	6.00
	6805.20.00	On a base of paper or paperboard only	kg	3.00	6.00
	6805.30.00	On a base of other materials	kg	3.00	6.00
69.07	All HS Code	Ceramic Tiles :			
		1000 mm X 1000 mm 1200 mm X 600 mm	m^2	10.00	12.00

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
		800 mm X 800 mm 900 mm X 150 mm 600 mm X 600 mm	m^2	6.00	8.00
		600 mm X 300 mm 500 mm X 333 mm	m^2	5.75	7.00
		450 mm X 300 mm 330 mm X 330 mm 300 mm X 300 mm 400 mm X 200 mm 200 mm X 200 mm	m^2	4.75	6.0
		1000 mm X 1000 mm এর উর্ধ্বে	m^2	11.00	13.00
69.10	6910.10.00	Sanitary ware:			
	6910.90.00	Wash basin	u	20.00	25.00
		Other sanitary ware (including water closet pans)	u	30.00	35.00
73.18	All H.S. Code	Coach screws, all wood screws, Screws hooks & rings, Tapping screws and other similar products	kg	2.00	2.50
83.01	8301.10.00	Padlocks	kg	3.00	3.25
84.15	8415.90.90	Parts of air-conditioner	kg	3.00	4.00
		তবে, এয়ারকন্ডিশনারের যন্ত্রাংশের মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে উক্ত যন্ত্রাংশ প্রস্তুতে ব্যবহৃত মূল কাঁচামাল বা উপকরণের মূল্য যদি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মূল্য তথ্য উৎস (যেমন : LME) হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উক্ত মূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া শুল্কায়নযোগ্য মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে।			
	8516.50.00	Microwave ovens	u	2.00/L	2.50/L
85.32	All H.S. Code	Electrical capacitors, fixed variable or adjustable (pre-set).	kg	4.00	5.00
87.14	All H.S. Code	Bicycle/bicycle parts	kg	2.00	3.00
94.01	All H.S. Code	Seat (Visitor chair, revolving chair)	kg	3.00	3.50
95.03	9503.00.90	Other (toys):			
		Friction type	kg	6.00	7.50
		Battery operated	kg	6.50	9.50
		Remote control battery operated	kg	7.50	11.00

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
		Remote control rechargeable battery operated	kg	10.00	13.00

ন্যূনতম মূল্য আরোপ করা হয়েছে এমন পণ্যের তালিকা :

HS Code	Description of Goods	Unit	Minimum Value USD /Unit
(2)	**(3)**	**(4)**	**(5)**
0801.32.90	Cashew Nuts	kg	7.00
3403.99.20 3403.99.30	Semi-synthetic Lubricating Oil Synthetic Lubricating Oil	kg kg	30% in addition of ICIS Value
Heading 52.08	Shirting fabrics	kg	4.00
Heading 54.07	Suiting fabrics	kg	5.00

যে সকল পণ্যের এইচএস কোড পরিবর্তন করা হয়েছে:

হেডিং	বিদ্যমান এইচএস কোড	সংশোধিত এইচএস কোড	বর্ণনা
83.02	All H.S. Codes	8302.10.00	Hinges

বর্ণনা সংশোধন করা হয়েছে এমন পণ্যের তালিকা :

HS Code	Existing Description of Goods	Proposed Description of Goods
(1)	**(2)**	**(3)**
1901.90.90	Other, (For example: Ovaltine, Horlicks, Complan & products of similar commercial name) (excluding Malt Extract, Whipping Cream, Tempura Flour & Similar Products)	Other, put up for retail sale (For example: Ovaltine, Horlicks, Complan & products of similar commercial name) (excluding Malt Extract, Whipping Cream, Tempura Flour & Similar Products)

সারণি-৩(ক): সোলার প্লান্ট স্থাপনে রেয়াতি সুবিধা প্রস্তাবিত উপকরণের তালিকা

TABLE-1

Heading	H. S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
85.04	8504.40.90	Solar Inverter
85.07	8507.90.90	Battery Pack Housing
85.07	8507.60.00	Lithium Cell, lithium ion battery
85.41	8541.43.00	Solar Photovoltaic Module/panel

TABLE-2

Heading	H. S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
73.08	7308.90.99	Mounting Structure (Steel)
76.10	7610.90.90	Mounting Structure (Aluminum)
85.07	8507.60.00	Lithium Cell, lithium ion battery, lithium ion battery pack, Battery Energy Storage System (BESS)
85.37	8537.10.90 8537.20.00	Battery Management System
85.37	8537.10.90 8537.20.00	SCADA/Plant Monitoring or Control System
85.44	8544.42.00 8544.49.00 8544.60.00	UV Protected Solar DC Cable
90.32	9032.89.00	Battery Thermal Management System

সারণি-৩(খ): Semiconductor শিল্পের রেয়াতি সুবিধা প্রস্তাবিত উপকরণ

H. S. Code	Description
(1)	(2)
3818.00.00	Wafers
3907.30.00	Epoxy moulding compunds (EMC)
3909.40.00	Phenolic moulding compounds
8419.89.90	Thermal shock chambers
8473.30.00	Hardware emulation platforms / FPGA prototyping chassis for SoC validation
8473.30.00	Data Center Grade FPGA Boards
8479.89.00	Automation units / handlers / robotic accessories used in test setups
8486.40.00	Die bonders / Die attach machines
8486.40.00	Wire bonders (ball/wedge)
8486.40.00	Flip-chip bonders
8486.40.00	Wafer dicing saw
8486.40.00	Wafer probers
8486.40.00	Trim & form machines
8486.40.00	Wave solder machines
8486.40.00	Selective soldering machines
8486.90.00	Parts & accessories for the machines and apprratus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boles or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits
8514.19.00	Industrial reflow ovens
8514.39.00	Burn-in ovens
8514.90.00	Parts for industrial ovens
8515.11.00	Electric soldering irons/stations
8515.90.00	Parts for soldering equipment
8523.49.90	Other FPGA Development Tools (Software)
8523.80.20	Test executive software (ATE software)
8523.80.90	CAD/CAE Software
8523.80.90	EDA Software (Cadence, Synopsys, Siemens, Ansys, AMC)
8523.80.90	Engineering Simulation Software (TCAD, EM Solver)
8523.80.90	Digital IP cores (DDR, PCIe, USB)
8523.80.90	Analog IP (PLL, ADC, DAC)
8523.80.90	RF IP (LNA, PA, Mixer)
8523.80.90	Power IP (PMIC, LDO, DC-DC)
8534.00.00	Printed Circuit Board (PCB)
8542.39.90	Analog-to-Digital Converter (ADC) ICs
8542.39.90	Digital-to-Analog Converter (DAC) ICs

H. S. Code	Description
(1)	(2)
8542.39.90	Power management ICs (PMIC), voltage regulators and power controllers
8542.39.90	High-speed SerDes PHY / interface ICs and mixed-signal high-speed ICs
8542.39.90	RF and mixed-signal integrated circuits (LNAs, mixers, PLLs, etc.)
8542.39.90	Photonics integrated circuits / optical semiconductor chips (prototype category)
8543.70.90	Development Kits & Evaluation Boards
9027.50.00	High-Resolution Thermal Imaging Camera
9030.20.00	High-Speed Oscilloscope (33+ GHz)
9030.20.00	Oscilloscopes
9030.33.00	Instruments for bench measurements
9030.82.00	Semiconductor wafer/device measurement instruments (IC electrical test/ parameter measurement)
9030.82.00	EM Probing Station
9030.89.00	Signal analyzers, spectrum analyzers, protocol analyzers and other electronic measuring
9030.89.00	Vector Network Analyzer
9031.20.00	Test benches / automated test benches / ATE bench-type systems
9031.41.00	Solder Paste Inspection (SPI) Machine
9031.41.00	Automated Optical Inspection (AOI) Machine
9031.80.00	ATE accessories, measurement fixtures, device handlers and supporting test equipment
9403.20.00	Electrostatic Discharge Workbench

সারণি-৩(গ): Smart card ও Bank card তৈরির রেয়াতি সুবিধা প্রস্তাবিত কাঁচামাল

H.S. Code	Description
3920.49.40	PVC Coated Overlay
3921.90.92	PVC Coated Magstrip
3215.19.90	Printing Ink
3215.90.90	Printing Ink
4911.91.00	Picture Design foil
3919.90.30	Hologram
3212.10.00	Stamping Foil
3921.19.90	Conductive Tape
3921.90.99	Insulating Plate
4008.21.00	Rubber Blanket

সারণি-৩(ঘ): বায়োহাইজিন মেশিনারিজ উৎপাদনে রেয়াতি সুবিধা প্রদানের প্রজ্ঞাপনে নতুন পণ্য অন্তর্ভুক্তি

HS Code	Description
3920.99.90	PE Protective Film /Protection Foil/Protective Film
7219.11.00	Hot-Rolled Stainless Steel, In Coils, >=600mm By >10mm
7219.12.00	Hot-Rolled Stainless Steel, In Coils, >=600mm By 4.75-10mm
7219.13.00	Hot-Rolled Stainless Steel, In Coils, >=600mm By 3-4.75mm
3802.10.00	Activated carbon
7222.19.00	Bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded-Stainless Steel Bar/Rod-Stainless Steel Bar/Rod (Non-Circular)
3917.39.90	Flexible Hose pipe
7304.39.00	Seamless Stainless Steel, Circular cross section; Tubes/Pipes
8536.50.00	Other Switches, Level Switch, Flow Switch, Instrument Air Pressure Switch, Pressure Switch
7304.59.00	Mounting Rail
7326.90.90	Clamp Assembly
8302.20.00	SS Castor Wheel/ Castor Wheel
7219.90.00	Cold-Rolled Stainless Steel Coil, SS Sheet
7020.00.90	Borosilicate Sight Glass (With or Without Bracket)

সারণি-৪: মসলা জাতীয় পণ্যে রেগুলেটরি শুল্ক (RD) হ্রাসের প্রস্তাবিত তালিকা

HS Code	Description
0904.11.90	Pepper, Neither Crushed Nor Ground, Nes
0904.12.00	Pepper, Crushed Or Ground
0904.21.10	Fruits of the genus Capsicum ...,: Dried or neither crushed or ground
0904.22.10	Fruits of the genus Capsicum ...,: crushed or ground, Wrapped/canned
0904.22.90	Fruits of the genus Capsicum...,: crushed or ground, EXCL. Wrapped/ca
0905.10.10	Vanilla, Neither crushed or ground, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0905.10.90	Vanilla, Neither crushed or ground, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0905.20.10	Vanilla, crushed or ground, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0905.20.90	Vanilla, crushed or ground, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0906.11.10	Neither crushed nor ground:Cinnamon (Cinnamomum zeylanicum Blume), W
0906.11.90	Neither crushed nor ground:Cinnamon (Cinnamo. Zeylan. Blume), Excl. W
0906.20.00	Cinnamon And Cinnamon-Tree Flowers, Crushed Or Ground
0907.10.10	Cloves (whole fruit, cloves and stems), Neither Crushed or ground, Wr
0907.10.90	Cloves (whole fruit, cloves and stems), Neither Crushed or ground, EX
0907.20.10	Cloves (whole fruit, cloves and stems), Crushed or ground, Wrapped/ca
0907.20.90	Cloves (whole fruit, cloves and stems), Crushed or ground, EXCL. Wrap
0908.11.10	Nutmeg :Neither Crushed or ground, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0908.11.90	Nutmeg :Neither Crushed or ground, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0908.12.90	Nutmeg : Crushed or ground, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0908.21.10	Mace : Neither Crushed or ground, Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0908.21.90	Mace : Neither Crushed or ground, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0908.22.90	Mace : Crushed or ground, EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg

HS Code	Description
0908.31.10	Cardamoms :Neither Crushed or ground. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0908.31.90	Cardamoms :Neither Crushed or ground. EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 K
0908.32.10	Cardamoms : Crushed or ground. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0908.32.90	Cardamoms : Crushed or ground. EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0909.21.10	Seeds of coriander : Neither crushed or ground Wrapped/canned upto 2.
0909.21.90	Seeds of coriander : Neither crushed or ground EXCL. Wrapped/canned u
0909.22.10	Seeds of coriander : Crushed or ground Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0909.22.90	Seeds of coriander : Crushed or ground EXCL. Wrapped/canned upto 2.5
0909.31.10	Seeds of Cumin : Neither crushed or ground Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0909.31.90	Seeds of Cumin : Neither crushed or ground EXCL. Wrapped/canned upto
0909.32.10	Seeds of Cumin : Crushed or ground Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0909.32.90	Seeds of Cumin : Crushed or ground EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0909.61.10	Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries : Neither
0909.61.90	Seeds of anise, badian, caraway...; juniper berries : Neither crushed
0909.62.10	Seeds of anise, badian, caraway or fennel; juniper berries : Crushed
0909.62.90	Seeds of anise, badian, caraway...; juniper berries : Crushed or grou
0910.12.10	Ginger : Crushed or ground Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0910.12.90	Ginger : Crushed or ground EXCL. Wrapped/canned upto 2.5 Kg
0910.20.10	Saffron, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
0910.20.90	Saffron, Nes
0910.91.10	MIXTURES REFFERED TO IN NOTE 1(B) TO THIS CHAP WRAP/CAN UPTO 2.5 KG
0910.91.90	Other
0910.99.10	Other Spices, Nes, Wrapped/Canned upto 2.5 kg
0910.99.90	Other Spices, Nes, (Excl. Wrapped/Canned upto 2.5 kg)

সারণি-৫(ক): কীটনাশক উৎপাদনের রেয়াতি সুবিধা প্রস্তাবিত কাঁচামাল

Heading	H.S.code	Description
(1)	(2)	(3)
15.15	1515.30.00	Castor oil polyglycolether
25.07	2507.00.90	Kaolin
25.18	2518.10.00	Dolomite (granular/powder)
27.10	2710.19.92	White mineral oil
	2710.19.99	Spindel oil
27.15	2715.00.00	Emulsifier SS62
28.11	2811.22.00	Silica
28.36	2836.99.90	Magnesium Carbonate
	2836.99.90	Sodium Carbonate
28.43	2843.90.90	Antimousse 454 (Rhodacol-70)
29.02	2902.44.00	Xylene
29.03	2903.99.00	2,6-di-t-butyl-4-methyl-phenol
29.06	2906.29.00	Phenylo sulfonate CLX
29.14	2914.11.00	Acetone
	2914.22.00	Cyclohexanon
29.15	2915.90.00	But-2enedioic acid
29.30	2930.90.99	AASCA-60 (Rhodacol-70)
29.33	2933.99.00	Soprophor S/25
29.34	2934.20.00	1,2-benzisothiazol-3(2H)-one
	2934.20.00	Oleylyethoxy ethanol
34.02	3402.39.90	Calcium dodecylphenyl sulfonate
	3402.39.90	Sodium dodecy benzene sulfonate
	3402.42.90	Berol, 924, 942, 943, 944, 947 & 948
	3402.42.90	Oleyl alcohol ethoxylate
	3402.42.90	Ricinus oil polyglycolether
	3402.42.90	Synperonic OP 10
38.12	3812.20.00	Epoxidized soybean oil
38.24	3824.99.99	Adjuvant
	3824.99.99	Napthalene sulfonic acid
	3824.99.99	Reoplast 39
	3824.99.99	Sodium lignosulphonate
	3824.99.99	Sorpol (Emulsifier)
39.01	3901.10.00	Polyethylene Granules
39.02	3902.90.00	Blockcopolymer PO/PE
39.10	3910.00.00	Polydimethylsiloxane
39.13	3913.90.00	Linear polysaccharid

সারণি-৫(খ): পোল্ট্রি/ডেইরি/ফিস ফিড উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

(ক) যেসকল এইচএস কোডে বর্ণনা পরিবর্তান করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	এইচএস কোড	বিদ্যমান বর্ণনা	সংশোধিত বর্ণনা
1	3003.10.00 3003.20.00 3003.39.90	Veterinary and fishery medicament for retail sale	Veterinary and fishery medicament not for retail sale
2	3003.90.99	Veterinary medicine: FMD Vaccine, Bio-add, Til-gain, Origo-stim	Other Medicaments for poultry/dairy/fisheries, not for retail sale
3	3004.90.99	Veterinary medicine: FMD Vaccine, Bio-add, Til-gain, Origo-stim / Spermfilter	Other Medicaments for poultry/dairy/fisheries, for retail sale

(খ) যেসকল এইচএস কোডে নতুন ভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

ক্রমিক নং	এইচএস কোড	বিদ্যমান বর্ণনা
1	2833.21.00	Magnesium Sulphate (Feed grade)
2	2827.39.00	Potassium Chloride (Feed grade)
	2519.90.00	Mgnesium Oxide (Feed grade)

সারণি-৬(ক): ক্যান্সার প্রতিরোধক ঔষধ প্রস্তুতে রেয়াতি সুবিধার প্রজ্ঞাপনে নতুন কাঁচামাল অন্তর্ভুক্তি

SL No.	H.S. Code	Description
1	3002.90.00	Etancercept
2	2937.90.00	Erythropoietin
3	3004.90.91	Darbepoetin
4	3002.90.10	Tenecteplase
5	3002.90.10	Peg-Interferon
6	3004.90.99	Aflibercept
7	3002.90.00	Datopotamab Deruxtecan
8	3004.90.99	Depemokimab
9	3004.90.99	Sotatercept

সারণি-৬(খ): Active Pharmaceuticals Ingredients (API) উৎপাদনের রেয়াতি সুবিধার প্রজ্ঞাপনে নতুন কাঁচামাল অন্তর্ভুক্তি

Sl No.	H.S. Code	Description
1.	29335990	3-methyl-7-(2-butyn-l-yl)-8-bromoxanthine;
2.	29335990	8-Bromo-7-(but-2-yn-1-yl)-3-methyl-1H-purine-2,6(3H,7H)-dione;
3.	29335990	8-Bromo-3-Methyl-7-But-2-Ynyl Xanthine;
4.	29339900	tert-butyl (5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)carbamate
5.	29339900	1-Pyrrolidinecarboxylic acid,3-(2-bromoacetyl)-4 -ethyl-, phenylmethyl ester, (3R,4S)
6.	29339900	(3R,4S)-BENZYL 3-(2-BROMOACETYL)-4-ETHYLPYRROLIDINE-1-CARBOXYLATE;
7.	29339900	5-Difluoromethoxy-2-Mercapto Benzimidazole
8.	29339900	2-(Chloromethyl)-3,4-Dimethoxypyridine Hydrochloride
9.	29339900	2[[[4-MethoxyPropoxy)-3-Methyl-2-Pyridinyl] Methyl]-Thio]-1-H-Benzimidazole
10.	29339900	4,6-dichloro-2-propylthiopyrimidine-5-amine;
11.	29339900	2-((3aR,4S,6R,6aS)-6-amino-2,2-dimethyltetrahydro-3aH-cyclopenta[d]
12.	29339900	4,7 DICHLOROQUINOLINE

Sl No.	H.S. Code	Description
13.	29339900	HYDROXYNOVALDIAMINE
14.	29339900	Imatinib Base
15.	29339900	4-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)benzoic acid dihydrochloride;
16.	29339900	7H-Pyrrolo[2.3-d]pyrimidin-4-amine,N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]
17.	29339900	Acetoxy Empagliflozin
18.	29335990	N1-(2-(Dimethylamino) Ethyl)-5-Methoxy-N1-Methyl-N4-(4-(1-Methyl-1H-Indol-3-Yl)Pyrimidin-2-Yl)Benzene-1,2,4-Triamine;
19.	29335990	TERT-BUTYL-2-((4R,6S) -6-(E))-2-(4(-4-FLUOROPHENYL)-6- ISOPROPYL-2-(N-METHYL (METHYL SULFONYL) AMINO) PYRIMIDIN-5-YL) VINYL)-2,2-DIMETHYL- 1,3-DIOXANE-4-YL) ACETATE;
20.	29335990	6-[1E-2}-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidine]vinyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-Tert-Butyl acetate;
21.	29335990	tert-Butyl 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate;
22.	29339900	LOSARTAN BASE;
23.	29349990	Sacubitril Calcium;
24.	29241900	(R)-(-)-3-(Carbamoylmethyl)-5-methylhexanoic acid;
25.	29349990	Azithromycin Amine;
26.	29333990	4-Dimethylaminopyridine (DMAP)
27.	29372399	17a-Hydroxyprogesterone
28.	29239000	Montelukast Cyclohexylamine Salt
29.	29334900	Montelukast alcohol
30.	29339900	6-(4-amino-2,6-dichlorophenoxy)-4-isopropylpyridazin-3(2H)-one
31.	29269090	N-Cyanoacetylurethane
32.	29359000	Tert-Butyl6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
33.	29379000	Canrenone
34.	29339900	(1S,6S)-2,8-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
35.	29349990	MXF-1
36.	29415010	Erythromycin thiocyanate

Sl No.	H.S. Code	Description
37.	29109000	RLZ-2
38.	29242900	RLZ-3
39.	29335990	Piperazine
40.	29333990	BLT-1
41.	29349990	BLT-2
42.	29349990	BLT-3
43.	29309099	N,N'-Bis (acryloyl) cystamine
44.	29333990	Fexofenadine base
45.	29333200	Rabeprazole Sulphide
46.	29339900	N-[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl] PPDE
47.	29339900	1-Pyrrolidinecarboxylic acid BEPE
48.	29269020	ACETONITRILE
49.	29152400	Trifluoroacetic anhydride
50.	29329900	1,4-DIOXANE
51.	29321100	TETRAHYDROFURAN

সারণি-৬(গ): ঔষধ সিঙ্কের কাঁচামাল আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনে নতুন Raw Material (Active) আইটেম অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব

টেবিল-১

Sl	H.S. Code	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
1	2106.90.60	Zeaxanthin 5% Beadlets
2	2835.26.00	Calcium Phosphate BP
3	2905.22.00	Propylene Glycol BP/USP
4	2914.62.00	Coenzyme Q10(Ubidecarenone INN), Ubidecarenone 20% Pellets, Ubidecarenone 46% Pellets
5	2932.99.00	Ferric Maltol INN
6	2933.99.00	Suzetrigine
7	2934.99.00	Dapagliflozin Propanediol
8	2934.99.90	Amenamevir
9	2934.99.90	Itraconazole SUBA
10	2937.23.99	Hydroxyprogesterone caproate
11	2941.00.90	Ivermectin
12	2942.00.90	Docetaxel
13	3004.90.91	Darbepoetin
14	3824.99.99	Eudragit
15	3905.99.00	Crospovidone USP

টেবিল-২

Sl	H.S. Code	Description
1	3205.00.00	Colour Lakes (Opadry, wincoat, readycost, D&C yellow, Nyomix, Instacoat Aqua)
2	1516.20.00	Hard fat suppository base

সারণি-৭: বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাধীন চলাচলের জন্য সহায়ক নিম্নোক্ত উপকরণসমূহের ক্ষেত্রে রেয়াতি সুবিধা প্রদান

Heading	H. S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
48.23	4823.90.99	Braille paper
49.11	4911.99.90	Picture exchange communication system (PECS)
66.02	6602.00.00	Walking sticks / canes
66.02	6602.00.00	Walking equipment for blind people
84.43	8443.32.90	Braille Printers
84.71	8471.30.00	Braille Notetaker
84.71	8471.60.90	Braille keyboards
84.71	8471.60.90	Refreshable braille Display
84.72	8472.90.90	Braille typewriters
85.23	8523.49.29	Screen reader software
85.23	8523.49.29	Braille translation software
85.31	8531.80.00	Personal emergency allert system
85.43	8543.70.90	Electronic Reading Devices Designed for use by the Blind or Persons with Very Poor Eyesight.
90.21	9021.90.90	Assistive Ultrasonic Glasses
90.21	9021.90.90	Ultrasonic Walking Stick / Smart Cane
90.21	9021.90.90	Electrolarynx
90.21	9021.90.90	Ultrasonic Navigation Aid
90.21	9021.90.90	Cochlear implants (implantable)
90.21	9021.90.90	Speech generating device (SGD)
91.01	9101.11.10 9101.19.10 9101.21.10 9101.29.10 9101.91.10 9101.99.10	Watches specially designed for the use of the blind
96.10	9610.00.90	Braille slate and stylus

সারণি-৮(ক): মূল্যের ভিত্তিতে ৫টি ক্যাটাগরিতে H.S. Code 8703.80.00 (EV) এর শুল্ককরসহ বিভাজন

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Other vehicles, with only electric motor for propulsion							
	--- Value not exceeding USD 25000							
8703.80.11	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	0	15	7.5	5	64.25
8703.80.12	---- Motor vehicles, CKD	15	5	0	15	7.5	5	52.00
	--- Value exceeding USD 25000 but not exceeding USD 50000							
8703.80.21	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	10	15	7.5	5	80.175
8703.80.22	---- Motor vehicles, CKD	25	5	0	15	7.5	5	64.25

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	--- Value exceeding USD 50000 but not exceeding USD 100000							
8703.80.31	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	45	15	7.5	5	135.91
8703.80.32	---- Motor vehicles, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Value exceeding USD 100000 but not exceeding USD 200000							
8703.80.41	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	60	15	7.5	5	159.80
8703.80.42	---- Motor vehicles, CKD	25	5	45	15	7.5	5	135.91
	--- Value exceeding USD 200000		5					

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8703.80.51	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	100	15	7.5	5	223.50
8703.80.52	---- Motor vehicles, CKD	25	5	60	15	7.5	5	159.80
	--- Other							
8703.80.91	---- Ambulance fitted with essential equipments passenger cabin length exceeding 9ft	5	0	0	15	7.5	5	33.62
8703.80.99	---- Other	25	5	100	15	7.5	5	223.50

সারণি-৮(খ): হেডিং 87.03 ভুক্ত ২০০০ সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ক্ষমতা সম্পন্ন পেট্রোল/অকটেন ও ডিজেল চালিত Plug-in Hybrid Electric গাড়ির শুল্ক-কর হার

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	- Other vehicles, with both spark-ignition internal combustion piston engine and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power :							
	--- Of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc :							
8703.60.11	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, brand new	25	0	10	15	7.5	5	73.44
8703.60.12	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, reconditioned	25	5	10	15	7.5	5	80.175
	--- Of a cylinder capacity exceeding 1800 cc but not exceeding 2000 cc :							

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8703.60.21	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, brand new	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.60.22	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, reconditioned	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.60.23	---- Microbus, brand new	25	5	10	15	7.5	5	80.175
8703.60.24	---- Microbus, reconditioned	25	5	10	15	7.5	5	80.175
	- Other vehicles, with both compression-ignition internal combustion piston engine (diesel or semi-diesel) and electric motor as motors for propulsion, capable of being charged by plugging to external source of electric power :							
	--- Of a cylinder capacity not exceeding 1800 cc :							
8703.70.11	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, brand new	25	0	10	15	7.5	5	73.44

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
8703.70.12	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, reconditioned	25	5	10	15	7.5	5	80.175
	--- Of a cylinder capacity exceeding 1800 cc but not exceeding 2000 cc :							
8703.70.21	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, brand new	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.70.22	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU, reconditioned	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.70.23	---- Microbus, brand new	25	5	10	15	7.5	5	80.175
8703.70.24	---- Microbus, reconditioned	25	5	10	15	7.5	5	80.175

সারণি-৮(গ): ১২০১ সিসি হতে ১৬০০ সিসি পর্যন্ত মোটরকারের শুল্ক-কর হারসহ H.S. Code পুনর্বিন্যাস

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	--- Reconditioned vehicles exceeding 1000 cc but not exceeding 1200 cc :							
8703.22.11	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	45	15	7.5	5	135.91
8703.22.12	---- Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet	5	0	0	15	7.5	5	33.63
8703.22.13	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Other vehicles exceeding 1000 cc but not exceeding 1200 cc :							
8703.22.21	---- Motor cars and other vehicles,	25	5	45	15	7.5	5	135.91

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	including station wagons, CBU							
8703.22.22	---- Motor cars, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.22.23	---- Other vehicles, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.22.24	---- Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet	5	0	0	15	7.5	5	33.63
8703.22.25	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Reconditioned vehicles exceeding 1200 cc but not exceeding 1500 cc :							
8703.22.31	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	60	15	7.5	5	159.80
8703.22.32	---- Ambulance fitted with essential equipment having	5	0	0	15	7.5	5	33.63

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(8)**	**(9)**
	passenger cabin length exceeding 9 feet							
8703.22.33	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Other vehicles exceeding 1200 cc but not exceeding 1500 cc :							
8703.22.41	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	60	15	7.5	5	159.80
8703.22.42	---- Motor cars, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.22.43	---- Other vehicles, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.22.44	---- Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet	5	0	0	15	7.5	5	33.63
8703.22.45	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Reconditioned vehicles exceeding 1000							

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	cc but not exceeding 1200 cc :							
8703.31.31	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	45	15	7.5	5	135.91
8703.31.32	---- Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet	5	0	0	15	7.5	5	33.63
8703.31.33	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Other vehicles exceeding 1000 cc but not exceeding 1200 cc :							
8703.31.41	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	45	15	7.5	5	135.91
8703.31.42	---- Motor cars, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.31.43	---- Other vehicles, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8703.31.44	---- Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet	5	0	0	15	7.5	5	33.63
8703.31.45	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Reconditioned vehicles exceeding 1200 cc but not exceeding 1500 cc :							
8703.31.51	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	60	15	7.5	5	159.80
8703.31.52	---- Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet	5	0	0	15	7.5	5	33.63
8703.31.53	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10
	--- Other vehicles							

H.S. Code	Description	CD	RD	SD	VAT	AT	AIT	Total Tax Incidence (TTI)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	exceeding 1200 cc but not exceeding 1500 cc :							
8703.31.61	---- Motor cars and other vehicles, including station wagons, CBU	25	5	60	15	7.5	5	159.80
8703.31.62	---- Motor cars, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.31.63	---- Other vehicles, CKD	25	5	20	15	7.5	5	96.10
8703.31.64	---- Ambulance fitted with essential equipment having passenger cabin length exceeding 9 feet	5	0	0	15	7.5	5	33.63
8703.31.65	---- Microbus, CBU	25	5	20	15	7.5	5	96.10